উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৭,২৮৮.৫০ (-৭২৮.৬৯)

নিফটি : ২৩,৪৮৬.৮৫ (-১৮১.৮০)

‘সংবিধান বাঁচিয়ে রেখো’
লন্ডনে হাঁটতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদিকে নিশানা করে মমতার মন্তব্য, ‘বাপুজি, সংবিধান বাঁচিয়ে রেখো।’ » ৭

র-কে নিষিদ্ধ করার দাবি
শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে ভারতের গুপ্তচর সংস্থা র-কে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করল আমেরিকার আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত মার্কিন কমিশন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৭°	৩৭°	৩৭°	৩৭°
সর্বনিম্ন	২৩°	২১°	২২°	২২°

ব্রাজিলকে ৪ গোলে চূর্ণ করল আর্জেন্টিনা » ১১

১৩ চৈত্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 27 March 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 306

একই দিনে উল্লেখযোগ্য দুটি পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। একদিকে গাছ কাটাকে মানুষ খুনের চাইতেও বড় অপরাধ বলে মন্তব্য, অন্যদিকে ধর্ষণ নিয়ে এলাহাবাদ কোর্টের রায়কে অসংবেদনশীল ঘোষণা। দুটি ঘটনার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলেও পরোক্ষভাবে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আশা উত্তরবঙ্গে

নিধনের জন্য গাছ প্রতি লক্ষ টাকা জরিমানা

নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ : গাছ কাটা মানুষ খুনের চেয়েও বড় অপরাধ। উত্তরপ্রদেশে ৪৫৪টি গাছ নিধনে সুপ্রিম কোর্টের এই মনোভাব আশা জাগাতে পারে উত্তরবঙ্গেও। হিমালয় পাহাড়ের কোলে এই অঞ্চলে গত কয়েক বছরে জঙ্গল ধ্বংস তো কম হয়নি। কিন্তু কোথাও বিচার মেলেনি এখনও।

শুধু ডুয়ার্সের লাটাগুড়িতে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল উন্নয়নের নামে। উড়ালপুল তৈরিকরতে প্রায় তিন হাজার গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হাইকোর্টে মামলাও করেছিল। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে। একটি গাছকেও রক্ষা করা যায়নি। নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলেছিল রাজ্য সরকারই।

গোটা দেশজুড়ে অবিশ্বাস্য গতিতে গাছপালা, সবুজ জঙ্গল নির্বিচারে এই ধ্বংসযজ্ঞের আত্মঘাতী প্রবণতায় শেষ পর্যন্ত

সতর্কবার্তা এল শীর্ষ আদালত থেকে। বৃক্ষনিধন সংক্রান্ত একটি মামলায় ‘বিপুল সংখ্যক গাছ কাটা মানবহত্যার চেয়েও ভয়ংকর’ বলে মন্তব্য করার পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিটি গাছ কাটার অপরাধে ১ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করেছে। বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ শিবশংকর আগরওয়াল নামে ওই অভিযুক্তের জরিমানা কমানোর আবেদনও খারিজ করে দিয়েছে।

তাজ ট্রাপিজিয়াম অঞ্চলে সংরক্ষিত প্রায় সাড়ে দশ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৪৫৪টি গাছ কেটে ফেলায় অভিযুক্ত ওই শিবশংকর। সেই মামলায় শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘পরিবেশ মামলায় দয়াদাক্ষিণ্য দেখানোর সুযোগ নেই। এমন জনস্বার্থবিরোধী কাজের ক্ষমা হয় না। ৪৫৪টি গাছ কাটার ফলে যে সবুজ পরিবেশ নষ্ট হয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করতে অন্তত ১০০ বছর সময় লাগবে।’

শিবশংকরের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছিল কেন্দ্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি (সিইসি)। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, উত্তরপ্রদেশের মথুরা-বৃন্দাবনের ডালমিয়া ফার্মে ৪৫৪টি গাছ কেটেছেন শিবশংকর। আগরওয়ালের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী মুকুল রোহতগি তাঁর মক্কেল ভুল করেছে স্বীকার করে জরিমানার পরিমাণ কমানোর আবেদন করেন। আদালত সেই আর্জিতে কান দেয়নি। দুই বিচারপতির বেঞ্চ বরং নির্দেশ দেয়,

এরপর দশের পাতায়

ধর্ষণের চেষ্টা নিয়ে বিতর্কিত রায় বাতিল

সংবেদনশীল নয়, ব্যথিত সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : কিছুটা হলেও যেন স্বস্তি। স্তন চেপে ধরা বা পাজামার ফিতে খোলার চেষ্টা ধর্ষণ বা ধর্ষণ নয় বলে রায়ে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল দেশজুড়ে, তাতে কিছুটা প্রলেপ পড়ল। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি রামমনোহর নারায়ণ মিশ্রের ওই রায়ে ‘সংবেদনশীলতার অভাব আছে’ বলে মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। রায়টিতে স্থগিতাদেশও দিয়েছে বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের ডিভিশন বেঞ্চ।

শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা ওই রায়ে নিজেরা ব্যথিত অনুভব করছেন বলে মন্তব্য করেন। ‘অমানবিক’ ওই রায়ে স্থগিতাদেশ দেওয়ার সময় পর্যবেক্ষণে তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করেছেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করার জন্য। বিচারপতি গাভাই বলেন, ‘এটা খুবই গুরুতর বিষয়। বিচারপতি সম্পূর্ণ অসংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বিচারপতি সম্পর্কে এই ধরনের কঠোর শব্দ ব্যবহার করার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।’

স্থগিতাদেশ দেওয়ার পাশাপাশি

কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে এ বিষয়ে জবাব তলব করেছে শীর্ষ আদালত। দেশের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, ‘কিছু রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।’

১১ বছরের এক কিশোরীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে পবন এবং আকাশ নামে দুই তরুণের বিরুদ্ধে মামলাটিতে গত ১৭ মার্চ রায় দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। রায়ে বলা হয়েছিল, কেবল স্তনে হাত কিংবা পাজামার দড়িতে টান দেওয়া ধর্ষণের চেষ্টা হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে না। বরং একে নারীর শালীনতায় আঘাত করার অপরাধের মধ্যে ফেলা যায়। এই রায়ের বিরুদ্ধে ‘উই দ্য উইমেন অফ ইন্ডিয়া’ নামের একটি সংগঠন সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সেই আবেদনের ভিত্তিতে বুধবার হস্তক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। দেশজুড়ে প্রতিবাদ করেন অনেকে। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী ক্ষুব্ধ হন। তিনি এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন। শেষ পর্যন্ত শীর্ষ আদালতের পদক্ষেপে অসন্তোষের ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ পড়ল।

দুই বিচারপতির পর্যবেক্ষণে বলা হল, ‘এটা অত্যন্ত পরিতাপের কথা যে, ওই রায়ে নির্যাতিতার প্রতি সহমর্মিতার অভাব প্রকাশ পেয়েছে। ওই রায় তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া হয়নি। অন্তত চার মাস পরে রায় বেরিয়েছে। আমরা আপাতত ওই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দিচ্ছি।’

ডুয়ার্সে লিস নদীর বাঁধে শুরু হল অনুরাগ বসুর ছবির শুটিং। কালো রংয়ের বাইকে কেরামতি দেখালেন বলিউড অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। সঙ্গী অভিনেত্রী শ্রীলীলা। তাঁদের দেখতে ভিড় জমল অনুরাগীদের।

বোহেমিয়ান আরিয়ানে মজে গেল ডুয়ার্স

অনুপ সাহা ও রহিদুল ইসলাম

ওদলাবাড়ি ও চালসা, ২৬ মার্চ : মাথার ওপর তখন সূর্যের গনগনে তেজ। বেলা সাড়ে দশটার সময় ধু-ধু করা নদীচরে দাঁড়িয়ে থাকাই দুঃসাধ্য। কিন্তু সামনে যখন কার্তিক আরিয়ান আর শ্রীলীলা তখন রোদ-গরমকে থোড়াই কেয়ার।

লিস নদীবাঁধের ওপরে বাইক চালাচ্ছেন আরিয়ান। পিছন থেকে আলতো করে জড়িয়ে রয়েছেন শ্রীলীলা। বড় চুল, একমুখ দাড়িতে আরিয়ানের বোহেমিয়ান লুক দেখে দূরে দাঁড়ানো জনতা তখন উদ্বেল। বাইক চালাতে চালাতেই শ্রীলীলাকে কী যেন বললেন। নায়িকার উচ্ছল হাসি ছড়িয়ে গেল লিস নদীর রুপোলি জলের মতো।

বুধবার সকালে বাগ্রাকোটে লিস নদীচরে শুরু হল অনুরাগ বসুর আশিকি-৩ সিনেমার শুটিং। ছবির মুখ্য ভূমিকায় কার্তিক আরিয়ান এবং তেলুগু অভিনেত্রী শ্রীলীলা। চলতি বছর কালীপুজোয় এই ছবি মুক্তি পাওয়ার কথা। ডুয়ার্সের পাশাপাশি দার্জিলিং পাহাড়েও এই ছবির শুটিং হবে। দিনকয়েক আগেই পুরো শুটিং ইউনিট নিয়ে চালসায় ঘাঁটি গেড়েছেন পরিচালক অনুরাগ।

২০০৪-এ মার্ডার, ২০০৬-এ গ্যাংস্টার, ২০১০-এ কাইটস

স্বাগত। চালসার হোটেলে কার্তিক আরিয়ান।

থেকে ২০১২-এ বরফি বা ২০২০-র লুডো। অনুরাগের সিনেমা মানেই সেনসেশন। তাই ডুয়ার্সে তাঁর শুটিং নিয়ে পারদ চড়তে শুরু করেছিল কয়েকদিন আগে থেকেই। বুধবার সকালে লিস নদীর ধারে ভ্যানিটি ভ্যান থেকে কার্তিক আরিয়ান ও শ্রীলীলাকে নামতে দেখে তা ‘ক্রেজ’ হয়ে গেল। জনতার উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমসিম খেতে হল পুলিশকর্মীদেরও। তবে, মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারদের উচ্ছ্বাসও নেহাত কম ছিল না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামা পর্যন্ত সেই উচ্ছ্বাসে এক মিনিটের জন্যও ভাটা পড়ল না। বিকেলে মেটেলির অদূরে সামসিং চা বাগানের রাস্তায় শুটিং সেরে কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছিল কার্তিককে। তাঁকে দেখতে ওদলাবাড়ি থেকে সামসিং পর্যন্ত ধাওয়া করে আসা ফ্যানদের অবশ্য কোনও ক্লান্তি ছিল না।

আশিকি-৩’এর জন্য নিজের লুক একেবারেই পালটে ফেলেছেন কার্তিক। গালভর্তি দাড়ি, এলোমেলো বড় চুল, ঢিলেঢালা পোশাক, পায়ে ব্র্যান্ডেড স্নিকার্স। শ্রীলীলার পরনে ডার্ক জিনস আর গাঢ় বেগুনি রংয়ের টপ। ভ্যান থেকে নামতেই জনতার মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি হলেন দুজনে। কার্তিকের নাম ধরে ডাকলেন অনেকে। নায়ক-নায়িকার দুজনের কেউই মেজাজ হারাননি।

এরপর দশের পাতায়

আলু তোলা নিয়ে বচসা, চলল গুলি

হাসপাতালে আহত ৩

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২৬ মার্চ : জমি থেকে আলু তুলে আনাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় রাজগঞ্জের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলাপাড়ায়। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। দু’পক্ষই ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। দুই রাউন্ড গুলিও চলেছে বলে অভিযোগ। সংঘর্ষে দু’পক্ষের তিনজন জখম হয়েছেন। তাঁদের জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দু’পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বন্দুকটি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রহমান আলির পরিবারের সঙ্গে আব্দুল খালেকের পরিবারের মধ্যে জমি থেকে আলু তুলে আনাকে কেন্দ্র করে দু’দিন ধরে ঝামেলা চলছিল। মঙ্গলবার রাতে সেই ঝামেলা সংঘর্ষের আকার নেয়। রহমানের আলির পরিবারের পক্ষে মোকসেদ আলি জানান, কয়েকদিন আগে আব্দুল জমি থেকে আলু তুলে তাদের জমির উপর দিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু দু’দিন আগে তারা আলু তুলে নিয়ে আসার সময় ওরা বাধা দেয়। এরপর জমি বরাবর বেড়া লাগিয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে তারা ঘুরপথে আলু নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর পরিবারের এক সদস্য আজিমুল আলুর গাড়ি আনতে যাওয়ার সময় তাকে বাধা দেয় আব্দুল খালেকের পরিবারের লোকজন।

ঘটনার পর ভোলাপাড়ায় পুলিশের টহল।

গ্রামে উত্তেজনা

- জমি থেকে আলু তুলে অন্যের জমির ওপর দিয়ে যাওয়া নিয়ে দুই প্রতিবেশীর বিরোধ
- মঙ্গলবার রাতে ঝামেলা সংঘর্ষের আকার নেয়
- অভিযুক্তদের একজন বন্দুক থেকে দুই রাউন্ড গুলি চালায়
- একজনের মেয়েকে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়েছে বলে অভিযোগ

অভিযোগ, সেই সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আজিমুলের হাতে কোপায়। এরপর আব্দুল খালেক নিজের বন্দুক বের করে দুই রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। মোকসেদ বলেন, ‘হামলায় দুজন জখম হয়েছে। ঘটনার কথা জানিয়ে আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।’

আব্দুল খালেকের পরিবারের পক্ষে ফয়জুল হক বলেন, ‘আমার মেয়ে সন্ধ্যায় টিউশন থেকে ফেরার

এরপর দশের পাতায়

মনের কথা থেকে মাটির কথা

জনতার চার্জশিট

খোলা জানালা

শোনার যদি সিংহাসন

আমাদের ছোট নদী

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

একাত্তর বনাম চব্বিশ বিতর্ক স্বাধীনতা দিবসে

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৬ মার্চ : ১৯৭১-এর পর ২০২৫। বাংলাদেশের ৫৫তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হল বটে। কিন্তু বিতর্ক সঙ্গে থাকল দিনভর। স্বাধীনতার নতুন ব্যাখ্যা দিলেন নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি ও পুরোনো দল জামাত-ই-ইসলামির নেতারা। ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বদলে ২০২৪-এর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা চলল পুরোদমে। যা নিয়ে বিএনপি’র সঙ্গে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্বের একাংশ ও জামাতের মতভেদ প্রকাশ্যে এল।

সমালোচনা হল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস স্বাধীনতা দিবসেই চিন সফরে যাওয়ায়। সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তাঁকে আর কোনও কর্মসূচিতে দেখা যায়নি। চিন রওনা হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দূরে থাক, স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের নাম উচ্চারণ করলেন না তিনি।

রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিনও সাভারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁকেও স্বাধীনতা দিবসের অন্য কোনও অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। দিনের শুরুতে স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক উসকে ওঠে অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। তিনি বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতাও বটে। তাঁর কথায়, ‘দেশের প্রতিটি নাগরিক যতক্ষণ না মনে করবেন যে তিনি স্বাধীন,

এরপর দশের পাতায়

টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

সিসি ক্যামেরায় শিক্ষিকাদের ছবি দেখার অভিযোগ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৬ মার্চ : বিদ্যালয়ের টিচার্স কমন রুমে সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে অন্য ঘরে মনিটরে বসে শিক্ষিকাদের অপ্রস্তুত অবস্থার ছবি দেখেন টিচার ইনচার্জ। বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ তুলে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন বাকি শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বুধবার ময়নাগুড়ি মাধবডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুসকাডাঙ্গা শ্রীশ্রী নিগমানন্দ আদর্শ বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলে এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে গোটা এলাকায়। বুধবার অবশ্য বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ উপস্থিত ছিলেন না।

অবস্থান বিক্ষোভে শামিল বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা অভিযোগ করেন, অনৈতিকভাবে কমন রুমে সিসি ক্যামেরা লাগিয়েছেন টিচার ইনচার্জ। তিনি নিজের ঘরে বসে মনিটরে শিক্ষিকাদের অপ্রস্তুত অবস্থার ছবি জুম করে দেখেন। আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদে অবস্থানে বসেছি। আরেক শিক্ষিকার বক্তব্য, ‘সিসি ক্যামেরার তোলা ছবি মনিটরে জুম করে টিচার ইনচার্জ দেখেন। আমরা বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের থেকে এই বিষয়টি জানতে পেরেছি। বিষয়টি প্রত্যেকের কাছে অত্যন্ত সম্মানহানিকর।’

যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে চক্রান্তের তত্ত্ব শুনিয়েছেন বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ দেবাশিস রায়। তিনি বলেন, ‘চক্রান্ত করে আমাকে টিচার ইনচার্জ পদ থেকে সরানোর জন্য কয়েকজন অপবাদ দিচ্ছেন। পর্ষদের নির্দেশে মাধ্যমিকের সময় সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। কয়েকদিন পর ক্যামেরা খুলে নেওয়া হবে।’

মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশে বিদ্যালয়ে মোট পাঁচটি ক্যামেরা লাগানো হয়। তার মধ্যে একটি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কমন রুমে। পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও শিক্ষক-শিক্ষিকারা একাধিকবার কমন রুম থেকে ক্যামেরা খুলে নেওয়ার কথা বললেও তা খোলা হয়নি। এরমধ্যেই টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধে এদিন গুরুতর অভিযোগ তুলে টিফিনের সময় অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অবস্থানে শামিল হন শিক্ষাকর্মীরাও।

বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জয়দীপ মৈত্র বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধে নানা ধরনের

স্কুলে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বুধবার।

এরপর দশের পাতায়

ডাউহিলের রাস্তায় বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। বুধবার।

কার্সিয়াংয়ে শ্বেত অর্কিড বাড়ানোর উদ্যোগ বনমন্ত্রীর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ : পর্বতের কোলে শোভা পাওয়া শ্বেত অর্কিড মুগ্ধ করে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের। দুর্লভ এই অর্কিডের টানে প্রতিবছর বহু পর্যটক এখানে ভিড় জমান। বুধবার ডাউহিল পাইন ফরেস্ট ঘুরতে এসে কার্সিয়াংয়ের শ্বেত অর্কিড বাড়িয়ে কীভাবে অর্কিড রোডকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, সেব্যাপারে দপ্তরের অধিকর্তাদের নজর দেওয়ার নির্দেশ দেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। এছাড়াও ডাউহিলে নতুন ইকো পাইন ফরেস্টের প্রশংসা করেন তিনি। কীভাবে স্থানীয় অর্থনীতি আরও বেশি চাঙ্গা করা যায় সেদিকে নজর দিয়ে কর্মসংস্থান তৈরি করার কথাও বলেন তিনি। ডাউহিলের বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন মন্ত্রী।

পাহাড়ি বিভিন্ন এলাকায় বন দপ্তরের কাজ পরিদর্শনে বেরিয়েছেন বনমন্ত্রী। কোথাও বনকর্মীদের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে কি না, বন দপ্তরের সাহায্যে স্থানীয় অর্থনীতি কীভাবে আরও চাঙ্গা করা যায়, এসব বিষয়ে এদিন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, 'বন দপ্তরের তরফে এখানে অনেক কাজ করা হয়েছে। যার ফলে স্থানীয়রা অনেক উপকৃত হয়েছেন। পাশাপাশি, কার্সিয়াংয়ে সাদা অর্কিডের টানে প্রতিবছর প্রচুর পর্যটক আসেন। কীভাবে জায়গাটিকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলা যায়, সেব্যাপারেও নজর দিতে বলা হয়েছে আমাদের আধিকারিকদের।'

চলতি মাসেই পর্যটকদের জন্য ডাউহিলে 'হেভেন, দ্য পাইন ফরেস্ট' পর্যটনস্থলটির উদ্বোধন হয়। জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যরা এখানে কাজ করছেন। কার্সিয়াং রেঞ্জ অফিসার সম্বার্ত সাধু বলেন, 'ডাউহিল পাইন ফরেস্ট বীরবাহা ম্যাডাম ঘুরে দেখেছেন। স্থানীয় শিক্ষিত তরুণদের গাইডের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। পর্যটকরা যাতে স্কুটারে করে ঘোরার সুবিধে পান, সেদিকটিও দেখতে বলেছেন।' পর্যটকরা যাতে বিভিন্ন স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যেতে পারেন, সেই প্রচেষ্টাও করা হবে বলে ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানান। এদিন চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট (হিল সার্কেল) সমীর গজমের ও উপস্থিত অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনাও করেন বনমন্ত্রী।

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

আজ টিভিতে

গৃহপ্রবেশ রাত ৮.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ জীবন নিয়ে খেলা, ১০.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, দুপুর ১.০০ বড় বউ, বিকেল ৪.০০ শুভদৃষ্টি, সন্ধে ৭.৩০ পরিবার, রাত ১০.৩০ দাদু নাম্বার ওয়ান, ১.০০ বন্ধু
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.২৫ গোলমাল, সন্ধে ৭.৩০ আনন্দ আশ্রম, রাত ১০.৩০ সেন্টিমেন্টাল
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ এক চিলতে সিঁদুর, দুপুর ২.৩০ সৎমা, বিকেল ৫.৩০ নয়নমণি, রাত ১০.০০ দেবীবরণ, ১২.৩০ বিয়ে বিভ্রাট
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নিমন্ত্রণ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্ধু
জি সিনেমা : সকাল ১০.৪৯ নাইট কার্ফিউ, দুপুর ১.২০ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৪.৫৭ বজরঙ্গী-টু, রাত ৮.০০ স্যামি-টু, ১০.৫১ নাইট কারফিউ
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৩৪ খট্টা মিঠা, বিকেল ৪.৪২ আই, রাত ৮.০০ ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৭ ফরেন্সিক, ২.১৮ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, বিকেল ৪.২০ কহানি-টু, সন্ধে ৬.৩১ উড়তা পঞ্জাব, রাত ৯.০০ মিশন মজনু, ১১.১২ তুফান
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১২.১৫ হিরো, বিকেল ৪.১৫ দ্য লেজেন্ড অফ মাইকেল মিশ্রা, সন্ধে ৬.১৫ বচনা অ্যায় হসিনো, রাত ৯.০০ লুটেরা, ১১.১৫ লাইফ মে কভি কভি
এমএনএক্স : দুপুর ১.৪০ লেডি ব্লাডফাইট, বিকেল ৩.৩৫ চার্লিস অ্যাঞ্জেলস, ৫.৩০ ঘোস্টবাস্টার্স, সন্ধে ৭.২৫ এলেক্ট্রা, রাত ১০.২৫ গোল! দ্য ড্রিম বিগিনস

বড় বউ দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

নয়নমণি বিকেল ৫.৩০
জি বাংলা সিনেমা

ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া
রাত ৮.০০ অ্যান্ড পিকচার্স

স্মোকি চিকেন বিরিয়ানি রাঁধবেন ফাল্গুনী চ্যাটার্জি এবং রুমকি চ্যাটার্জি। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

হেনস্তার অভিযোগে ক্ষোভ চ্যাংরাবান্ধায়

দেশে ফিরে রং বদল আজাদুরের

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৬ মার্চ : ভারতে এসে ভারত সম্পর্কে এক বাংলাদেশির কুরুচিকর মন্তব্যের জেরে মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট চত্বর উত্তপ্ত হয়েছিল। এপারে কৃতকর্মের জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেও দেশে ফিরেই ভোল বদলালেন মহম্মদ আজাদুর রহমান নামে ওই ব্যক্তি। সাংবাদিক বৈঠক করে আজাদুর অভিযোগ তুলেছেন, ভারতে তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই চ্যাংরাবান্ধাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার এদেশে আজাদুর এসেছিলেন কার্সিয়াংয়ে পাঠরত ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে গাড়িভাড়া করার সময় তিনি ভারত সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। যার জেরে কোনও গাড়ির চালক আজাদুরকে গাড়িতে তোলেননি।

> কেউ আমাদের বাড়িতে এসে যদি মায়ের সম্বন্ধে বাজে মন্তব্য করে, সেটা কি সহ্য হবে? ওই ব্যক্তিকে তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছিল, আর কিছুই করা হয়নি। এপারে তো দুঃখপ্রকাশ করলেন, আর ওপারে গিয়েই রং বদলে ফেললেন! ভারত সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, ভবিষ্যতে যেন ওই ব্যক্তি এদেশে আসতে না পারেন।
>
> **-আরমান আলি**
> স্থানীয় বাসিন্দা

তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে তাঁকে মেখলিগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরবর্তীতে ভিসা বাতিল করে তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। নিজের মন্তব্যের জন্য চ্যাংরাবান্ধায় দুঃখপ্রকাশ করলেও বাংলাদেশে ফিরেই সাংবাদিক বৈঠক করে আজাদুর দাবি করেন, ভারতীয়রা তাঁকে হেনস্তা করেছেন।

সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর চ্যাংরাবান্ধার মানুষ বেজায় ক্ষুব্ধ। স্থানীয় বাসিন্দা সৌমিক সরকার বলেন, 'আমরা কোনও দুর্ব্যবহার করিনি ওঁর সঙ্গে। গাড়িভাড়া নিয়ে তাঁর সমস্যা হয়েছিল। সেটা কথা বলে মেটানো যেত। কিন্তু তিনি আমাদের দেশ সম্পর্কে কুমন্তব্য করেছেন। আমরা শুধু তার প্রতিবাদ জানিয়েছি।' আরেক বাসিন্দা আরমান আলির মন্তব্য, 'কেউ আমাদের বাড়িতে এসে যদি মায়ের সম্বন্ধে বাজে মন্তব্য করে, সেটা কি সহ্য হবে? ওই ব্যক্তিকে তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছিল, আর কিছুই করা হয়নি। এপারে তো দুঃখপ্রকাশ করলেন, আর ওপারে গিয়েই রং বদলে ফেললেন! ভারত সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, ভবিষ্যতে যেন ওই ব্যক্তি এদেশে আসতে না পারেন।'

এদিকে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'ওই ব্যক্তির ভিসা বাতিল করে বাংলাদেশে সুষ্ঠুভাবেই পাঠানো হয়েছে।'

বায়ুসেনা ও বিওআই-এর মউ স্বাক্ষর

নিউজ ব্যুরো

২৬ মার্চ : ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (বিওআই) ভারতের অন্যতম প্রধান পাবলিক সেক্টর ব্যাংক। সম্প্রতি বিওআই ও ভারতীয় বায়ুসেনার সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর হয়েছে। এই চুক্তিতে ভারতীয় বিমান সেনাকর্মী, প্রাক্তন কর্মী এবং অগ্নিবীরদের (অগ্নিপথ স্কিমের অধীনে নিয়োগ করা হয়েছে) বিওআই রক্ষক বেতন প্যাকেজ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। বর্ধিত বিনামূল্যে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা (পাই), ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডে আকর্ষণীয় অফার এবং অন্য অফার ও বিশেষ সুবিধা থাকছে এই চুক্তিতে। ২০ মার্চ ভারতীয় বায়ুসেনার সদর দপ্তরে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এই মউ স্বাক্ষর হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার ভাইস মার্শাল উপদেশ শর্মা, ভিএসএম এসিএএস (অ্যাক্টস অ্যান্ড এভি)।

পুরোনো সংস্করণের ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমের প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এন-২০২৪-কে-৩৭, তারিখ : ২১-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনের অধীনে সর্বশেষ সংস্করণ দ্বারা পুরোনো সংস্করণের ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমের প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্য : ৫,০১,৫৭,৮৯১/- টাকা; বায়না মূল্য : ৪,০০,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পৃষ্ঠভাগের ত্রুটি সনাক্তকরণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. মেক-এলএমজি-ইটি-১৭-২০২৪-২৫ তারিখ: ১০-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: শিলচর এবং আগরতলা কোচিং ডিপোতে তিন (০৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ডি-৩ কার্যসূচীর সময়ে এডি কারেন্ট এরে (ইসিএ) কৌশলের দ্বারা এলএইচবি কোচসমূহের চাকার উপরের পৃষ্ঠভাগের ত্রুটি সনাক্তকরণ কাজ। টেন্ডার রাশি: ১১,৯২,৬৬৫.৭৬/- টাকা। বায়না রাশি: ২৩,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকের প্রতি গ্রাহক পরিষেবায়"

বিক্রয়

আমার পাওয়ার হাউস পাড়াতে, মৌজা (চোপড়াঝাড়) জে.এল.নং-57 মধ্যে 4 কাঠা জমি আছে যার দাগ নং-R.S. 2682, 2670. M-9832318408 / 9474510124. (S/N)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ডের জন্য শীঘ্রই পুরুষ/মহিলা প্রয়োজন। বেতন সাক্ষাতে। M :9832422178/8293790353. (C/115276)

•

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি আশপাশে প্রচুর সিকিউরিটি, সুপারভাইজার (বেতন 12,500/- + থাকা ফ্রি, খাওয়া মেসে, মাসে ছুটি) ও ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার চাই (বেতন 12,000/-)। M :- 9775539686. (C/115277)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB/63 20170992757 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 18. 3.2025 নোটারি পাবলিক দিনহাটা অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা Subhash Barman এবং Subhasish Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। Pratik Barman, গতিকাচুয়া, খুটামাড়া, সাহেবগঞ্জ, কোচবিহার। (C/114663)

•

আমার ভোটার কার্ড নং DWP 25770-47 পিতার নাম ভুল থাকায় গত 25-03-2025, সদর, কোচবিহার। J.M, 1st Court অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা Makbul Hak এবং Makbul Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Rafikul Islam, সাঁজের পাড় খোড়ামারা, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114662)

•

গত 25/3/25 তারিখে শিলিগুড়ি E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Shambhu Kumar Sonakar এবং Shambhu Sah ও পিতা Munilal Sah ও M. Sonakar এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (C/115699)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৯৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৯৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

Tarak Gope, S/O Lt. Binod Behari Gope and Tarak Nath Gope is the same person. In - person affidavit dated 17.03.2025 granted by Siliguri 1st class J.M. 3rd court. (C/115703)

•

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB-64/58103) নাম Rafikul Islam, S/O Mahasin থাকায় 18.3.2025 কোচবিহার সদর EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Rafiqul Islam S/O Mahasin Ali হলাম। সাং - বালাকান্দি। (S/M)

•

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB 63200509578 41) Nikhil Bhandhu Sarkar থাকায় 24.03.2025 দিনহাটা 1st. cl. JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Nikhil Bandhu Sarkar হলাম। সাং - প: ভাড়ালি, সিতাই। (S/M)

•

নিজ আধার (নং - 2927 3262 3682) ও ভোটার কার্ডে (নং WB/01/007/654158) নামের বানান ভুলক্রমে Nirmala Debi Patni থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 25.03.2025 তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে Nirmala Devi Patni হলাম। সাং - ওয়ার্ড নং ১৪, দিনহাটা। (S/M)

এপ্রিল/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

এপ্রিল/২০২৫ মাসের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনের এখতিয়ারের অধীনে রেলওয়ের বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি... এতদ্বারা নিম্নরূপ স্থির করা হল।

ক্রম নং	মাস	নির্দিষ্ট তারিখ
১	এপ্রিল/২০২৫	২৪-০৪-২০২৫ এবং ৩০-০৪-২০২৫ তিনসুকিয়া ডিভিশনের জন্য; ১০-০৪-২০২৫ এবং ১৮-০৪-২০২৫ জিএসডি/ডিব্রুগড় টাউন -এর জন্য

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in)-এর মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি সিএমএম/ডি, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রসিকবিলের ঘড়িয়াল কলকাতা চিড়িয়াখানায়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৬ মার্চ : রসিকবিল মিনি জু'র একটি পূর্ণবয়স্ক ঘড়িয়াল এবং সেখানকার নার্সারিতে জন্ম হওয়া ছয়টি শাবক আলিপুর চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র মিলেছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এপ্রিলের শুরুতে ৭০০ কিমি দূরে আলিপুর চিড়িয়াখানায় পাড়ি দেবে ঘড়িয়ালগুলি। এনিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছেন বনকর্তারা।

বুধবার কোচবিহারের এডিএফও বিজনকুমার নাথ জানান, চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে গ্রিন করিডর করে ঘড়িয়াল নিয়ে যাওয়া হবে। সেইমতো প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। জু অথরিটির নির্দেশে একজন চিকিৎসকের পাশাপাশি কোচবিহার জেলা বন বিভাগের একজন আধিকারিক সঙ্গে যাবেন। রুটে যাতে নিরাপত্তাজনিত কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য বন দপ্তরের তরফে সব জেলার পুলিশ সুপারদের চিঠি দিয়ে আগে থেকে জানানো হবে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘড়িয়ালের ডিম ফুটে শাবক জন্মানোর মতো উপযুক্ত পরিবেশ উত্তরবঙ্গে নেই। তাই বছর দুয়েক আগে রসিকবিলে কৃত্রিম নার্সারি তৈরি করা হয়। নির্জন জমিতে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা বালির বেডে এই নার্সারি বানানো হয়। এরপর প্রায় ৩৭ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেখে ডিম ফোটানো হলে শাবকগুলির জন্ম হয়। নার্সারিতে নজরদারি রাখতে সিসিটিভি ক্যামেরা, জেনারেটরের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদী বা জলাশয় থেকে উদ্ধার হওয়া ঘড়িয়ালগুলি রসিকবিলের জলাশয়ে ছাড়া হয়েছে। যা পর্যটকদের বিনোদনের অন্যতম আকর্ষণ। বর্তমানে সেখানে ১১টি পূর্ণবয়স্ক ঘড়িয়াল, ৪০টির মতো ঘড়িয়াল শাবক রয়েছে।

গত বছর প্রথম ধাপে এখানকার ৩৭টি শাবক মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে পাড়ি দিয়েছে।

e-Tender Notice

DDP/N-46/2024-25

e-Tenders for 7 (Seven) no. of works under SBM (G) invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-46/2024-25 is 03.04.2025 at 14.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

E-Tender

Abridge Copy of e-Tender for NIT being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide e-NIT No-**18/APD/WBSRDA/PHEDM/2024-25, Dated-26.03.2025**. Details may be seen in the state Govt. Portal **https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
Executive Engineer/WBSRDA/ALIPURDUAR DIVISION

W.B.C.A.D.C

SILIGURI-NAXALBARI PROJECT
P.O. MATIGARA, DIST-DARJEELING
E-Tender Notice No. 13/2024-25 dt. 25.03.2025 &
E-Tender Notice No. 14/2024-25 dt. 26.03.2025

WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project invites e-Tender for works : (i) Construction work of Glass Jar Hatchery Unit & (ii) Construction of Duck cum Fish culture for Integrated Fish Culture Programme, both works at Satvaiya Farm of WBCADC Siliguri-Naxalbari Project under RKVY Programme 2024-25. The intending tenderers/Agencies are requested to inspect the website **www.wb.tenders.gov.in** before quoting their rates from 28/03/2025.

Sd/-
Officer-In-Charge, Ph. 0353-2571404

এপ্রিল/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

রঙিয়া ডিভিশনের এখতিয়ারের অধীনে এপ্রিল/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলামের সময়সূচী নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্র. নং.	মাস/বছর	নিলাম শিডিউল নং.	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	এপ্রিল/২০২৫	NFRRNY30N2025001	১০-০৪-২০২৫/১০:৩০:০০
২	এপ্রিল/২০২৫	NFRRNY30N2025002	১৭-০৪-২০২৫/১০:৩০:০০
৩	এপ্রিল/২০২৫	NFRRNY30N2025003	২৪-০৪-২০২৫/১০:৩০:০০

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে টেন্ডার জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি সিএমএম, পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

এসএলআর-এর পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৫টি এসএলআর-তে পার্সেল স্পেসের দীর্ঘমেয়াদী লিজিংয়ের জন্য দুই ক্ষেত্রে ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডার www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের একাকালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **(১) অকশন ক্যাটালগ নং:** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল ২৫-৩সি, **ট্রেন:** ১২৩৫৫ আপ হাওড়া-দ্বারভাঙ্গা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের এফএসএলআর-১। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ২৭.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। **(২) অকশন ক্যাটালগ নং:** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৪এ, **ট্রেন:** ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৪টি এসএলআর। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ০৪.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। HWH-692/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০১-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ: ১৮.০৩.২০২৫ এবং ০২, ০৩-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ: ২০.০৩.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং.১, টেন্ডার নং.: ০১-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম:** মালদা ডিভিশনের সাহেবগঞ্জ ও সুলতানগঞ্জ স্টেশনে স্টিল ট্যাঙ্ক ভেঙে ফেলা এবং বাঁকা-তে স্টিল ট্যাঙ্কের শক্তিবৃদ্ধি কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য:** ৫৭,১১,৩৯৩.৬৬ টাকা। **ক্রমিক নং.২, টেন্ডার নং.: ০২-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম:** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুরের অধিকারক্ষেত্রে লিমিটেড হাইট সাবওয়ে নং. ২০, ২৪-তে শেড, পাম্প হাউজ ড্রেন, সাম্প, পাম্পিং অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যবস্থা এবং লিমিটেড হাইট সাবওয়ে নং. ৩০, ৩২-এর ড্রেনেজ উন্নয়নের জন্য সিপেজ-এর প্রিভেনশন এবং অতিরিক্ত সাম্প-এর ব্যবস্থার জন্য ওপেন ই-টেন্ডার, **টেন্ডার মূল্য:** ২,২৩,৯৫,৭৭১ টাকা। **ক্রমিক নং.৩, টেন্ডার নং.: ০৩-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম:** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহেবগঞ্জের অধিকারক্ষেত্রে সাহেবগঞ্জ ডিইএমইউ শেডে বর্তমান পরিকাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাদির বৃদ্ধি ও আপগ্রেডেশন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার, **টেন্ডার মূল্য:** ১,৭২,৩৭,২২৯.৩৪ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৮.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ১-এর জন্য) এবং ১১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ২ ও ৩-এর জন্য)। **ওয়েবসাইট এবং নোটিস বোর্ড:** www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি (প্রতিটির জন্য)। MLD-258/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। দাম্পত্য সুখ। রাজনৈতিক ব্যক্তি হলে নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। বৃষ : মায়ের পরামর্শে সাংসারিক জটিলতা কাটবে। দাঁতের রোগে ভোগান্তি। মিথুন : যানবাহনে আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। আর্থিক লেনদেন খুব সাবধানে করুন। কর্কট : মায়ের রোগ মুক্তিতে স্বস্তি। নতুন বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে আনন্দ। সিংহ : নতুন ব্যবসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পরিবার নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। কন্যা : মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি। প্রেমে বিঘ্ন। তুলা : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সংবাদে আনন্দ। দূরের বন্ধুর কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তি। বৃশ্চিক : নতুন বন্ধু পেয়ে আনন্দ। বৈষয়িক ব্যাপারে সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। নিজের ভুলেই পারিবারিক বিবাদ। ধনু : নতুন কোনও কাজ হাতে আসবে। প্রেমে শুভ। মকর : রাজনীতিতে সাফল্য আসবে। বিশ্বাসী ব্যক্তির আচরণে সন্দেহ হতে পারে। কুম্ভ : নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের পর আইনি সমস্যা। অর্থাগম চলবে। মীন : ব্যবসার কারণে হঠাৎই দূরে যেতে হতে পারে। পারিবারিক কলহ। ভাইয়ের সঙ্গে মতানৈক্যের অবসান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ চৈত্র ১৪৩১, ৬ চৈত্র, ২৭ মার্চ, ২০২৫, ১৩ চ'ত, সংবৎ ১৩ চৈত্র বদি, ২৬ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪০, অঃ ৫।৪৭। বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ৮।৫৬। শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ১০।৫২। সাধ্যযোগ দিবা ৭।১৯ পরে শুভযোগ শেষরাত্রি ৪।৪৭। গরকরণ দিবা ৯।৪৪ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৮।৫৬ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১০।৫২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে দোষ নাই, রাত্রি ১০।৫২ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী -দক্ষিণে, রাত্রি ৮।৫৬ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ২।৪৫ গতে ৫।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১১। ৪৩ গতে ১।১২ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৫।২০ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ৮।৫৬ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।৪৫ মধ্যে নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, রাত্রি ৮।৫৬ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫২ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪৫ গতে ৩।৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঘরে বসেই সুতো নাড়ছে ‘ইনভিজিবল ঘোস্ট’রা

অবৈধ অ্যাপে জুয়া

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ : আইপিএল শুরু হলেই যে ক্রিকেট জুয়ার রমরমা বাড়ে, সেকথা তো বলাই বাহুল্য। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর পুলিশের কড়াকড়ির জন্য সেই ক্রিকেট জুয়ার ধরন বদলে গিয়েছে। হোটেল বা কোনও ঘরে নয়, এখন কার্যত জুয়ার আসর বসছে জুয়াড়ির নিজের ঘরেই। ঘরে বসেই একাধিক অ্যাপের সাহায্যে বেটিং করা যাচ্ছে। আর সেই সুবাদে জুয়াড়িদের মুখে ঘোরাফেরা করছে ‘রানার’, ‘ইনভিজিবল ঘোস্ট’, ‘বুকেট’, ‘মাস্টারমাইন্ড’-এর মতো নানা নতুন নতুন শব্দ।

আসলে হাতে হাতে স্মার্টফোন, আর ফোনে ফোনে অ্যাপ থাকায় ক্রিকেট জুয়ার ছবিটাই বদলে দিয়েছে। তবে সেসব অ্যাপ কিন্তু গুগল প্লে স্টোরে পাওয়া যায় না। যদি কেউ জুয়া খেলার অ্যাপ মোবাইলে ইনস্টল করতে চায়, তবে ভরসা সেই জুয়ার কারবারি বা ‘রানার’রা। তাদের হাতেই থাকছে সেইসব বিশেষ অ্যাপের লিংক, আইডি ও পাসওয়ার্ড। সেইসব জুয়ার ‘সূত্রধর’-দের অবশ্য আপনি চাইলেই খুঁজে পাবেন না। তাই জলপাইগুড়িতে এদের ডাকনাম ‘ইনভিজিবল ঘোস্ট’ বা অদৃশ্য প্রেতাত্মা। এদের কাছে পৌঁছাতে হয় চেনাজানার সূত্র ধরে। তারপর আপনার মোবাইলে মেসেজে চলে আসবে কোড।

আইপিএল আসা মানেই বেটিংয়ে উপার্জনের পথ খুলে যাওয়া। লিগ টেবিলে দলগুলোর ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে দর বেটিংচক্র আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রতিদিনই অংশগ্রহণকারী ক্রিকেটার ও দলগুলির দর ওঠানামা করে। কোন দল জিতবে বা হারবে, এক ওভারে কত রান হবে, কে কত রান করবে বা কে কয়টা উইকেট পাবে, এমন অনেক কিছু নিয়েই জুয়া চলে। জলপাইগুড়ি শহরে এই চক্রের মূল কান্ডারি ‘মাস্টারমাইন্ড’ নামে পরিচিত। এই ব্যক্তিই অনলাইন আইডি দেয়। এদের অধীনে ‘বুকেট’রা থাকে। তাদের কাজ বলতে কত টাকার বাজি লাগল, কার কী দর যাচ্ছে সেগুলো খেয়াল রাখা এবং রানারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। যাঁরা বেটিংয়ে টাকা লাগাতে চান, এই রানাররাই কোনও না কোনওভাবে তাঁদের কাছে ঠিক হাজির হয়ে যায়। তাদের মাধ্যমেই জুয়ায় টাকা লাগানো হয়। বিনিময়ে রানারদের পকেটে কমিশন ঢোকে।

এবিষয়ে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, ‘এই চক্রের সঙ্গে অতীতে যারা যুক্ত ছিল, তাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে। পুলিশ সর্বত্র নজরদারি চালাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় সারপ্রাইজ ভিজিট চালাচ্ছে জেলা পুলিশ।’

পুলিশ সূত্রে খবর, এখনও এমন কোনও অভিযোগে কাউকে আটক করা হয়নি। তবে পুলিশ যাই বলুক না কেন, শহরে বেটিংচক্র যে জেগে উঠেছে সেটা অস্বীকার করছে না কেউই।

এই কারবারে টাকা লাগিয়েছেন এমন একজনের প্রশ্ন, ‘আইপিএলকে কেন্দ্র করে নানা অনলাইন অ্যাপ প্রকাশ্যেই চলছে। যারা বিভিন্ন টিমকেও স্পনসর করছে। সেখানেও মানুষ টাকা লাগান। তবে গুটিকয়েক অ্যাপের ক্ষেত্রে অন্য নীতি কেন?’

কোড নেম

- আগ্রহীদের কাছে বিশেষ অ্যাপের লিংক, আইডি-পাসওয়ার্ড পৌঁছে দেয় রানাররা
- তাদেরই আরেক নাম ইনভিজিবল ঘোস্ট
- দল ও খেলোয়াড়দের ওঠানামার দিকে নজর রাখে বুকেটরা
- আর গোটা প্রক্রিয়ার ‘তদারকি’ করে মাস্টারমাইন্ড

ছাত্রী নিবাসের দ্বারোদঘাটন

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ২৬ মার্চ : গয়েরকাটা উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অনগ্রসর ছাত্রীদের জন্য রয়েছে বিনামূল্যে ছাত্রী নিবাস। কিন্তু অষ্টম শ্রেণির পর সেখানে থাকার ব্যবস্থা নেই। এজন্য স্কুল ছুটের সংখ্যা বাড়ছিল।

স্কুল কর্তৃপক্ষ সূত্রে তার কারণ হিসেবে জানা গিয়েছে, ওই পড়ুয়াদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় তাদের বাড়িভাড়া করে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি নেই। তবে এবার নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্যও তৈরি হল ছাত্রী নিবাস।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা কণিকা রায় বললেন, ‘অষ্টম শ্রেণি পরীক্ষার পর অনেক পড়ুয়া বাড়ি চলে গেলে আর ফিরে আসে না। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, হয় তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। অথবা কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। তবে আশা করছি ছাত্রী নিবাসটি তৈরি হওয়ায় এমন সমস্যাগুলি সব মিটে যাবে।’

বুধবার একটি সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কস্তুরবা গান্ধি বালিকা ছাত্রীনিবাসের (নবম - দ্বাদশ) দ্বারোদঘাটন করেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কৃষি ও সেচ কর্মাধ্যক্ষ মমতা সরকার বৈদ্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমগ্র শিক্ষা মিশনের সহকারী ডিপিও রাজীব চক্রবর্তী, সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রাবণী দে ঘোষ, স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি মানসরঞ্জন ঠাকুর প্রমুখ।

সমগ্র শিক্ষা মিশনের দুই কোটি টাকা ব্যয়ে ওই ছাত্রী নিবাসটি তৈরি করা হয়েছে। একশো জন ছাত্রী সেখানে থাকতে পারবে। প্রথম দিন থেকে সেখানে ৩৩ জন পড়ুয়া থাকতে শুরু করেছে।

যদিও দু’বছর আগে ছাত্রী নিবাসের মূল ভবন তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবে বিদ্যুৎ সংযোগ ও নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা জওয়ানদের থাকার ফলে বেশ কিছু কাজ বাকি ছিল। ওই কাজগুলি শেষ করে এদিন ছাত্রী নিবাসটির দ্বারদঘাটন করা হয়।

লাটাগুড়িতে ঝরাপাতায় আগুন। -সংবাদচিত্র

কল থাকলেও জল নেই

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২৬ মার্চ : পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে ক্ষোভ জন্মেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোবা অঞ্চল এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। অভিযোগ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জলের কল থেকে পানীয় জল মিলছে না। যদিও বা কোথাও মেলে, তা পর্যাপ্ত নয়। আবার কোনও পাড়ায় এখনও পৌঁছায়নি জলের সংযোগ। পানীয় জলের সংকট শুরু হয়েছে বেলাকোবার হাসপাতালপাড়া বড়বাড়ি, তেলিপাড়া, খোলোলপাড়া, মুদিপাড়া, খালপাড়া এলাকাগুলিতে।

হাসপাতালপাড়া এলাকার বাসিন্দা মানিক রায়, পারুল বসাক, অঞ্জলি দেবনাথদের বক্তব্য, আমাদের এলাকায় দুশো পরিবারের বসবাস। পিএইচই’র জলের স্ট্যান্ডকল রয়েছে দুটি। কিন্তু ওই দুটি দিয়েও জল পড়ে না বললেই চলে। বারবার পঞ্চায়েত অফিসে জানিয়েছি। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। দ্রুত প্রশাসনের সমস্যা সমাধান করা উচিত।

বেলাকোবা পঞ্চায়েতের প্রধান পূর্ণিমা রায় নাকি সমস্যার কথা জানেনই না। তবে পঞ্চায়েতের তরফে বিভিন্ন এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত কয়েকটি পাম্প বসানো হয়েছে। প্রয়োজনে আরও বসানো হবে।

সমস্যা নিয়ে পিএইচই’র প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন খোলোলপাড়ার বাসিন্দা আজিস, তেলিপাড়ার সোনা দাস, মুদিপাড়ার কমলচন্দ্র রায়, খালপাড়ার গৌরী অধিকারীদের কথায়, পিএইচই’র পরিষেবা বলে কিছু নেই বললেই চলে। এমনকি জলস্বপ্ন প্রকল্পের পরিষেবাও নেই। তাই পানীয় জলের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে আমাদের।

পিএইচই ইঞ্জিনিয়ার অলক বিশ্বাস বলেন, ‘পানীয় জল সরবরাহের জন্য দুটি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছিল। তার মধ্যে একটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। একটি গভীর নলকূপ দিয়ে ওভারহেড ট্যাংক ভরে জলের চাপ বাড়িয়ে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।’ শীঘ্রই নতুন গভীর নলকূপ বসানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

আগুন নেভাতে হিমসিম বন দপ্তরের

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৬ মার্চ : জঙ্গলে ঝরাপাতায় আগুন নেভাতে বন দপ্তর হিমসিম খাচ্ছে। প্রতিবছর এই সময় একাধিকবার ভারী বৃষ্টি হলেও এবার সেভাবে না হওয়ায় ঝরাপাতায় আগুন নেভাতে বন দপ্তর সমস্যায় পড়েছে। দিনরাত এক করে পাহারা দেওয়ার পরও সমস্যা মেটেনি। ফলে বন দপ্তর এখন বৃষ্টির অপেক্ষায় দিন গুনছে। স্থানীয় রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, ‘আগুন নেভাতে বনকর্মীরা রাতদিন কাজ করছেন। তারপরেও কয়েকটি এলাকায় আগুনে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।’

শীত বিদায় নিলেও এবছর সেভাবে বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টির অভাব এখন বন দপ্তরের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবছর এই সময় জঙ্গলের ঝরাপাতায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। পথচলতি মানুষদের ফেলে যাওয়া সিগারেটের আগুন থেকে এই আগুন লাগে বলে অভিযোগ। বন দপ্তরের তরফে একাধিক টিম গঠন করে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু বিরাট বনাঞ্চলে ভারী বৃষ্টি না হলে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলে ওয়াকিবহাল মহলের মত। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায়ের কথায়, ‘যত দ্রুত ভারী বৃষ্টিপাত হবে, সমস্যা তত তাড়াতাড়ি মিটবে। তাই নতুন করে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আটকাতে সবাই এখন ভারী বৃষ্টিপাতের দিকে তাকিয়ে।’

চলতি বছর আগুনে লাটাগুড়ি জঙ্গল, সেন্ট্রাল ও বড়দিঘি বিটেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

অন্যবার এই সময় দু’একবার করে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভারী বর্ষণ হয়। যার ফলে আগুন লাগার ঘটনা অনেক কমে যায়। চলতি বছর বৃষ্টি এখনও না হওয়ায় সমস্যা বেড়েছে।

বৃষ্টির অপেক্ষা

- প্রতিবছর এই সময় একাধিকবার ভারী বৃষ্টি হয়
- এবার সেভাবে বৃষ্টি না হওয়ায় ঝরাপাতার আগুন নেভাতে বন দপ্তর সমস্যায় পড়েছে
- দিনরাত এক করে পাহারা দেওয়ার পরও সমস্যা মেটেনি
- বন দপ্তর এখন বৃষ্টির অপেক্ষায় দিন গুনছে

দ্যুতি ছড়াচ্ছে ওদলাবাড়ির ঐশ্বর্য

ওদলাবাড়ি, ২৬ মার্চ : শৈশব থেকে পড়াশোনায় আগ্রহ। তার জেরেই উত্তরণ। তিনি ওদলাবাড়ির ঐশ্বর্য দাশগুপ্ত। এখন পুনেতে সিমবায়োসিস স্কুল অফ ইকনমিক্স (এসএসই)-র এমএসসি ফাইনাল সিমেস্টারে পাঠরত। তৃতীয় সিমেস্টারে তিনি ‘ডেটা অ্যানালেটিক্স’ বিভাগে শুধু প্রথম নন, ২০২৪-’২৫ শিক্ষাবর্ষে এসএসই’র ‘আউটস্ট্যান্ডিং স্টুডেন্ট অফ দি অ্যাকাডেমিক ইয়ার’ সম্মানও পেয়েছেন। তিনি বর্তমানে দিল্লির ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আরবান অ্যাফেয়ার্স’-এ ইন্টার্নশিপ করছেন। সম্প্রতি তিনি উত্তরপ্রদেশ সরকারের সহায়তায় মহাকুম্ভে দুই গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এজন্য গত ২৪ মার্চ এসএসই’র পুরস্কার বিলির মঞ্চে থাকতে পারেননি। লাজুক, নম্র ঐশ্বর্যর কৃতিত্বে পরিবার সহ ওদলাবাড়ির শিক্ষানুরাগী মহল খুবই খুশি।

বিধানপল্লির এই তরুণীর শৈশব কেটেছে ডুয়ার্স-তরাইয়ের চা বলয়ে। বাবা সঞ্জয় দাশগুপ্ত কর্মসূত্রে সেখানেই থাকেন। মা নেহা দাশগুপ্ত বধূ। ঐশ্বর্যর স্কুলজীবন কেটেছে বিন্নাগুড়ির সেন্ট জেমস স্কুলে, শিলিগুড়ির সেন্ট মাইকেল ও সেন্ট জোসেফ স্কুলে। ফোনে ঐশ্বর্য বলেন, ‘বিষয়টির প্রতি আমার অসীম আগ্রহ। আগামীতে এর চাহিদা তুঙ্গে পৌঁছাতে পারে বলে আমার স্থির বিশ্বাস। তাই, এনিয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকায় গত দু’বছর বাড়ি যেতে পারিনি।’

পঞ্চায়েতের কাজে সহজ সরল পোর্টাল

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ : ১ এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকার অফলাইনে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কাজ বন্ধ করে দিল। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে রাজস্ব ফাঁকি রুখতে, কাজকর্মের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবার থেকে যাবতীয় তথ্য সহজ সরল পোর্টালে আপলোড করতে হবে। আর্থিক অনিয়ম ঠেকাতে এই উদ্যোগ। এমনকি গ্রামসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এই পোর্টালে আপলোড করতে হবে। বুধবার জলপাইগুড়ির রানিনগর প্রশিক্ষণকেন্দ্রে রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞরা আসেন। এদিন জেলা পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের হিসাবরক্ষক ও ফিনান্সিয়াল অফিসারদের তাঁরা প্রশিক্ষণ দেন। সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ অভিজিৎ দাস বলেন, ‘ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় প্রকল্পের টাকা হস্তান্তরের হিসেব পোর্টালের মাধ্যমে জানা যাবে। পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে বিভিন্ন সম্পত্তি, রিসর্ট, হাট, বাজার ও দোকান রয়েছে। আগে অফলাইনে সেসবের খাজনা, ট্রেড লাইসেন্স বুকিং করা হত। এখন কার অধীনে কী আছে, তার সপক্ষে কী আদায় হল তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পোর্টালের

বুধবার রানিনগরে সহজ সরল পোর্টাল নিয়ে কর্মশালা।

মাধ্যমে রাজ্য সরকার জানতে পারবে। কোনও ফাঁকি দেওয়া চলবে না। সবকিছু অনলাইনে সহজ সরল পোর্টালে এন্ট্রি হবে। এর ফলে খুব অল্প সময়ে কাজ করা সম্ভব হবে।’

আগে গ্রাম পঞ্চায়েতে মনিটরিং সিস্টেম এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম মনিটরিং সিস্টেম নামে দুটি পৃথক পোর্টাল ছিল। এখন দুটিকে এক করে ‘সহজ সরল পোর্টাল’ করা হয়েছে। জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক জর্জ লেপচা জানান, প্রথমে সমস্যা হলেও সরকারি এই নির্দেশ খুব শীঘ্রই সকলে আয়ত্ত করে ফেলবে।

এই পোর্টাল চালু হলে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় অফলাইনে অর্থনৈতিক লেনদেনে যে গোলমাল হত তা হবে না। রাজ্য সরকার পোর্টাল দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে। বিভিন্ন সম্পত্তির উপর আদায় করা কর ফাঁকি দেওয়া যাবে না। ফলে কাজে স্বচ্ছতা আসবে। মাল পঞ্চায়েত সমিতির হিসাবরক্ষক স্নিগ্ধা বিশ্বাসের কথায়, ‘শিখতে একটু সময় লাগবে। তবে এখন থেকে অনলাইন হওয়ায় কাজের অনেক সুবিধা হবে।’

হাতি

রাজগঞ্জ, ২৬ মার্চ : গেটবাজার থেকে গজলডোবা যাওয়ার রাস্তায় বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে তিস্তা ক্যানালে বেরিয়ে আসে একটি দাঁতাল হাতি। বুধবার বিকেলে তা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন গজলডোবায় ঘুরতে আসা পর্যটক ও পথচলতি মানুষজন। এমন দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন সকলে। হাতিটি তিস্তা ক্যানালে জল খেয়ে ফের জঙ্গলে ফিরে যায়।

মালদা ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

মালদা টাউন স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্গঠন সম্পর্কিত, ২৬.০৬.২০২৫ থেকে ২৮.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিনের প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং ২৯.০৬.২০২৫ থেকে ০২.০৭.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে :

● **ট্রেন বাতিল :** (১) ১৩১৪৫ কলকাতা-রাধিকাপুর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৬.২০২৫, ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫)। (২) ১৩১৬৩ শিয়ালদহ-সহরসা হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৬.২০২৫, ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫)। (৩) ১৩১৬৪ সহরসা-শিয়ালদহ হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৪) ১৩১৮৯ শিয়ালদহ-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৬.২০২৫, ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫)। (৫) ১৩১৯০ বালুরঘাট-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৬) ১৩৪৬৫ হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৭) ১৩৪৬৬ মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৮) ১৫৭০৯ মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৯) ১৫৭১০ নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (১০) ১৩০৬৩ হাওড়া-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (১১) ১৩০৬৪ বালুরঘাট-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (১২) ১৩১৪১ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (১৩) ১৩১৪২ নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫, ০৩.০৭.২০২৫)। (১৪) ১৩১৪৬ রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (১৫) ১৩১৪৯ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫)। (১৬) ১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (১৭) ১৩০৩৩ হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫)। (১৮) ১৩০৩৪ কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (১৯) ১৩০৫৩ হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (২০) ১৩০৫৪ রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০৩.০৭.২০২৫)। (২১) ১৩১৮১ কলকাতা-শিলঘাট টাউন কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫)। (২২) ১৫৭১২ কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৭.২০২৫)। (২৩) ১৩১৫৯ কলকাতা-যোগবাণী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৭.২০২৫)। (২৪) ১৩১৬০ যোগবাণী-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৭.২০২৫)। (২৫) ১২৩৬৩ কলকাতা-হলদিবাড়ী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৭.২০২৫)। (২৬) ১২৩৬৪ হলদিবাড়ী-কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (২৭) ১৩১৭৫ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (২৮) ১৩১৮২ শিলঘাট টাউন-কলকাতা কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (২৯) ১৫৬৩৯ পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (৩০) ১৩৪৩১ নবদ্বীপ ধাম-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (৩১) ১৩৪৩২ বালুরঘাট-নবদ্বীপ ধাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (৩২) ১৩৪০৯ মালদা টাউন-কিউল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (৩৩) ১৩৪১০ কিউল-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (৩৪) ১২০৪১ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫)। (৩৫) ১২০৪২ নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৭.২০২৫)। (৩৬) ১৩১৭৬ শিলচর-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৭.২০২৫)। (৩৭) ৫৩০২৭ আজিমগঞ্জ-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৩৮) ৫৩০২৮ মালদা টাউন-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৩৯) ৫৫৭০১ মালদা টাউন-কাটিহার প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৪০) ৫৫৭০২ কাটিহার-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৪১) ৫৫৪২১ মালদা টাউন-বালুরঘাট প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৪২) ৫৫৪২২ বালুরঘাট-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৪৩) ৬৩৪০১ সাহিবগঞ্জ-মালদা টাউন মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। (৪৪) ৬৩৪০২ মালদা টাউন-সাহিবগঞ্জ মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫)। ● **ট্রেনের পথ পরিবর্তন :** (১) ১৫৬৫৭ দিল্লি-কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৬.২০২৫, ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে মোকামা-বারাউনি জংশন-কাটিহার হয়ে চলবে। (২) ১৫৬৫৮ কামাখ্যা-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে কাটিহার-বারাউনি জংশন-মোকামা হয়ে চলবে। (৩) ১৫৬২০ কামাখ্যা-গয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে কাটিহার-খাগারিয়া-মুঙ্গের-জামালপুর হয়ে চলবে। (৪) ১৫৬২৯ তাম্বরম-শিলঘাট টাউন নগাঁও এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে আসানসোল-বারাউনি জংশন-কাটিহার হয়ে চলবে। (৫) ১৫৬১৯ গয়া-কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৭.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে মুঙ্গের-খাগারিয়া-কাটিহার হয়ে চলবে। (৬) ২২৫০৩ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে রামপুরহাট-ভাগলপুর-জামালপুর-খাগারিয়া-কাটিহার-বারসোই হয়ে চলবে। (৭) ২২৫০১ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৭.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে রামপুরহাট-ভাগলপুর-জামালপুর-খাগারিয়া-কাটিহার-বারসোই হয়ে চলবে। ● **ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ :** (১) ১৫৬৪৩ পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৬.২০২৫) পুরী থেকে ০১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) ১৩১৭৩ শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫) শিয়ালদহ থেকে ০২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৩) ১৩১৪৮ বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫) বামনহাট থেকে ০২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৪) ১৩১৭৫ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫) শিয়ালদহ থেকে ০২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৫) ১৩০৫৩ হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫) হাওড়া থেকে ০১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৬) ১২৩৪৫ হাওড়া-গুয়াহাটী সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৭.২০২৫) ০৩ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। ● **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু :** (১) ১৩০১১ হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৬.২০২৫, ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫) রামপুরহাটে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (২) ১৩০১২ মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৬.২০২৫, ০১.০৭.২০২৫, ০২.০৭.২০২৫) রামপুরহাট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

নদীভাঙনে মেলার আয়োজনে চিন্তা

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ২৬ মার্চ : গত আড়াই বছর ধরে রাঙ্গাতি নদীর ভাঙনের ফলে মেলার আয়োজন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন বানারহাটের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গাতি বটতলা এলাকার বাসিন্দারা। ইতিমধ্যে বেশ কিছু এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। সংকটে রয়েছে গঙ্গা দেবীর মন্দিরও। পুজো ও মেলা কমিটি নদীভাঙন রোধ ও মেলা আয়োজনের অন্য কিছু সমস্যা নিয়ে বারবার প্রশাসনের বিভিন্ন মহলের দ্বারস্থ হয়েছে। কিন্তু কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাদের।

প্রতি বছর চৈত্র মাসে রাঙ্গাতি বটতলায় গঙ্গাপুজো ও পাঁচদিনের মেলার আয়োজন করে থাকে সর্বজনীন রাঙ্গাতি গঙ্গাপুজো ও মেলা কমিটি। এবার তাদের পুজো ও মেলার ৬৯তম বর্ষ। ৫ এপ্রিল থেকে মেলা শুরু হবে। এলাকাবাসী সারাবছর এই মেলার অপেক্ষায় থাকেন। তবে কয়েক বছর ধরে ভাঙনের ফলে অনেকটা জমি নদীগর্ভে চলে যাওয়ায় মেলা আয়োজনে সমস্যায় পড়েছেন পুজো ও মেলা কমিটির সদস্যরা। মেলা প্রাঙ্গণে নেই শৌচাগার। নেই নিকাশি ব্যবস্থাও।

মেলা কমিটির সম্পাদক প্রবীণ মৃধা বলেন, ‘দ্রুত বাঁধের ব্যবস্থা না করা হলে ভবিষ্যতে মেলার আয়োজন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সেচ দপ্তর সহ বিভিন্ন মহলে আমরা বাঁধের দাবি সহ কমিউনিটি টয়লেট ও নিকাশিনালার দাবি জানিয়েছি। কিন্তু কেউ কোনও পদক্ষেপই করেনি।’ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য দাম্ভু খেড়িয়ার বক্তব্য, ‘আমি এ নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু এখনও কোনও কাজ হয়নি।’ তবে বানারহাট সেচ দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, রাঙ্গাতি নদীর পাড়ে বাঁধ দেওয়ার প্রস্তাব ওপরমহলে পাঠানো হচ্ছে। আগামীতে সেখানে কাজ শুরু হবে।

কীটনাশকে ভেজাল, ব্যবস্থার নির্দেশ

নাগরাকাটা, ২৬ মার্চ : ভেজাল জৈব কীটনাশক বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আইনমাফিক ব্যবস্থা নিতে জেলাগুলির উপনির্দেশক (প্রশাসন)-কে নির্দেশ দিল কৃষি দপ্তরের প্ল্যান্ট প্রোটেকশন অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখা। একে স্বাগত জানিয়েছেন জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিরা।

বিভিন্ন সরেজমিন তদন্তে দেখা গিয়েছে, যে কোম্পানির কীটনাশক বিক্রি হচ্ছে তার শংসাপত্র জমা না দেওয়ার পাশাপাশি বিক্রেতাদের লাইসেন্সেও বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নেই। সংশ্লিষ্ট শাখার পরিদর্শনে এমন তথ্য মিলেছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর কথায়, ‘দোকানগুলি থেকে কীটনাশক কেনার পর চাষিদের পক্ষে আসল-নকল বোঝা অসম্ভব। ফলে, চাষিরা ঠকে যান। এর বিরুদ্ধে কৃষি দপ্তরের এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।’

চিন্তায় ধূপগুড়ি পুরসভার প্রশাসকরা

জাল শংসাপত্রের খোঁজ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৬ মার্চ : চলতি মাসের গোড়ায় নকল জন্ম শংসাপত্রে দেওয়ার অপরাধে ধূপগুড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল একজনকে। তার রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার ফের পুর কর্তৃপক্ষের হাতে আসে আরেকটি নকল জন্ম শংসাপত্র। আর তা নিয়ে বিস্তারিত খোঁজ শুরু করার আগেই চম্পট দেয় শংসাপত্র নিয়ে পুরসভায় হাজির এক মহিলা ও তার সঙ্গী। কোথা থেকে কে এই শংসাপত্র ইস্যু করেছে এনিয়ে বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক কর্তৃপক্ষ। সেইসঙ্গে একের পর এক নকল জন্ম শংসাপত্র নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন পুরকর্তারা।

নকল জন্ম শংসাপত্র মেলায় আশঙ্কিত ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'জাল শংসাপত্রের বিষয়টি নিঃসন্দেহে মারাত্মক। আমরা এর গোড়া পর্যন্ত পৌঁছাতে চাইছি। এটা নিশ্চিত যে টাকার বিনিময়ে একাজ হয়েছে। সেই চক্র ও চক্রীদের আইনের মাধ্যমে সাজা দেওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা করছি আমরা।'

কী ঘটেছে? বুধবার মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তির সঙ্গে একজন মহিলা পুরসভায় ডিজিটাল জন্ম শংসাপত্র নিয়ে খোঁজ নিতে আসে। পুরকর্মীরা তাদের দোতলায় নির্দিষ্ট বিভাগে যেতে বলেন। দুজন সেখানে গিয়ে ডিজিটাল জন্ম শংসাপত্র করার খোঁজখবর নিচ্ছিল। তখন সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা তাদের কাছে হাতে লেখা শংসাপত্রটি দেখতে চান। সেই শংসাপত্রটি দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। এরপর মহিলাকে প্রশ্ন করতে সে জানায়, ধূপগুড়ি পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের এক পরিচিত ব্যক্তির সহযোগিতায় শংসাপত্র পেয়েছে তারা। এনিয়ে দুজনকে চেপে ধরার আগেই চম্পট দেয়। এরপর পুরসভার রেকর্ড ঘেঁটে দেখা যায়, পুরকর্মীদের সন্দেহ সঠিক। সেই শংসাপত্রটি জাল।

ধূপগুড়ি পুরসভার জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্তি বিভাগের প্রধান অঞ্জন রায় বলেন, 'সার্টিফিকেট অনুযায়ী ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি ধূপগুড়ি হাসপাতালে শিশুর জন্ম হয়। সেই বছর ১৬ মার্চ তা নথিভুক্ত হয় এবং ২১ মার্চ ধূপগুড়ি হাসপাতাল থেকে তার জন্ম শংসাপত্র ইস্যু হয়। এটা বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ, ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ধূপগুড়ি শহরের সমস্ত জন্ম-মৃত্যুর রেকর্ড পুরসভায় আছে। সেই সময়কালে হাসপাতাল বা বিডিও অফিস থেকে কোনও জন্ম শংসাপত্র ইস্যু করা হয়নি।'

ওই দুজন পুরসভা থেকে চম্পট দেওয়ার আগে পুরকর্মীদের কয়েকজন সেই সার্টিফিকেটের ছবি তুলে রেখেছিলেন। সেই অনুযায়ী জন্ম নেওয়া শিশুর বাবা ও মা হিসেবে নাড়ু ধর এবং ভক্তি বসাক ধরের নাম নথিভুক্ত রয়েছে। তাদের ঠিকানা হিসেবে উল্লেখ রয়েছে শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মিলপাড়া এলাকার কথা। ডিজিটাল করতে নিয়ে আসা জন্ম শংসাপত্রটি যে নকল ছিল তা নিশ্চিত হওয়ার পর এদিন বিকেলে পুরকর্তারা বিভাগীয় কর্মী ও আধিকারিকদের সঙ্গে এব্যাপারে বৈঠক করেন।

পুরসভা সূত্রে খবর, এনিয়ে বিস্তারিত পুলিশি তদন্তের পক্ষে পুরসভা। নকল জন্ম শংসাপজত্র চক্রের হদিস পাওয়ার আগে আপাতত পুরসভায় ডিজিটাল বার্থ সার্টিফিকেট তৈরি করাতে আসা সেই মহিলা ও তার সঙ্গী লোকটির খোঁজ পেতে চাইছে পুরসভা। তারা শহরের কোনও ওয়ার্ডের বাসিন্দা কি না তা খুঁজতে পুলিশের পাশাপাশি পুরবন্ধু ও কর্মীদেরও কাজে লাগানো হচ্ছে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন স্কুলে পড়ুয়া ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সার্টিফিকেটগুলিও যাচাই করার ভাবনা রয়েছে পুরসভার।

ধূপগুড়ি পুরসভা। - সংবাদচিত্র

> জাল শংসাপত্রের বিষয়টি নিঃসন্দেহে মারাত্মক। আমরা এর গোড়া পর্যন্ত পৌঁছাতে চাইছি। এটা নিশ্চিত যে টাকার বিনিময়ে একাজ হয়েছে। সেই চক্র ও চক্রীদের আইনের মাধ্যমে সাজা দেওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা করছি আমরা।
>
> **-রাজেশকুমার সিং**
> *ভাইস চেয়ারম্যান, ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ড*

সন্দেহ যেখানে

- শংসাপত্র অনুযায়ী ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি ধূপগুড়ি হাসপাতালে শিশুর জন্ম হয়
- সেই বছর ১৬ মার্চ তা নথিভুক্ত হয়, ২১ মার্চ ধূপগুড়ি হাসপাতাল থেকে তার জন্ম শংসাপত্র ইস্যু হয়
- ১৯৯৯-২০১৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ধূপগুড়ি শহরের সমস্ত জন্ম-মৃত্যুর রেকর্ড পুরসভায় রয়েছে
- সেই সময়কালে হাসপাতাল বা বিডিও অফিস থেকে জন্ম শংসাপত্র ইস্যু হওয়া অসম্ভব

দুই গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ : দুই গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হল রাজগঞ্জ থানার চাউলহাটির গড়িয়াপাড়া ও কোতোয়ালির মোহিতনগরে। মৃতদের নাম রুকসানা খাতুন (১৯) ও কুসুমলতা মল্লিক মজুমদার (৩০)। পুলিশ ঘটনা দুটির তদন্ত শুরু করছে।

রুকসানার পরিবার জানিয়েছে, এক বছর আগে সামাজিক মতে গড়ালবাড়ি হুটিয়াখোলার আনিসুর রহমানের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। রুকসানার বাবা লোকমান আলির কথায়, 'বিয়ের কিছুদিন পর থেকে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা পণের জন্য মেয়ের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু করে। বিয়েতে দাবিমতো আসবাবপত্র, অলংকার, মোটরবাইক দেওয়া হয়েছিল। বাড়তি এক ভরি সোনার দাবিতে মেয়ের উপর অত্যাচার চলত। ২০২৪-এর ৮ নভেম্বর মেয়েকে জোর করে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করা হয়। গত প্রায় সাত মাস ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে মঙ্গলবার রুকসানা মারা যায়।' তিনি আরও জানান, মেয়ে বিষ খেয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে মেয়েকে এনে প্রথমে জলপাইগুড়ির এক বেসরকারি হাসপাতাল, পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। ১৭ দিন পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়। কয়েক মাস ধরে মেয়ের পেটের রোগ সহ নানা সমস্যায় ভুগছিল। গত ৩ মার্চ জামাই, ভাশুর ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো হয়। মঙ্গলবার হঠাৎ মেয়ে অসুস্থ হয়। জলপাইগুড়ি মেডিকেলে আনার পথে মারা যায়। খবর পেয়েও আনিসুর আসেনি বলে তাঁর অভিযোগ। আনিসুরের সঙ্গে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা যায়নি।

মোহিতনগরে কুসুমলতার মৃত্যু প্রসঙ্গে স্বামী সমীর মজুমদার বলেন, 'আমি খবর পেয়েই হাসপাতালে গিয়ে দেখি সব শেষ। পরে জানতে পারি, বাপের বাড়িতে কুসুম গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।'

দেহ উদ্ধার

ওদলাবাড়ি, ২৬ মার্চ : অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বুধবার সকালে ওদলাবাড়ি চেল সড়কসেতুর নীচে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। সেটি থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। পুলিশে খবর দেওয়া হলে তারা এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতের নাম ও পরিচয় জানার পাশাপাশি কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

কমিটি গঠন

ওদলাবাড়ি, ২৬ মার্চ : ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে ডিবিআইটিএ'র চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত হলেন রাজকুমার মণ্ডল ও সনৎকুমার পান্ডে। সংস্থার সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির ৩৩২তম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ওই সিদ্ধান্ত হয়েছে। বর্তমানে রাজকুমার ওয়াশাবাড়ি চা বাগানের ম্যানেজার ও সনৎকুমার কালচিনির ভাটপাড়া চা বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার পদে কর্মরত রয়েছেন।'

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

গয়েরকাটা, ২৬ মার্চ : বুধবার নাথুয়াহাটের সত্য সাই সেবা সমিতির তরফে স্থানীয় লক্ষ্মীকান্তপাড়া চা বাগানের নোয়াল কিশোর মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ি ও বানারহাট লায়ন্স ক্লাব। এদিন শিবিরে ৭৬ জন চোখ ও ১৬ জন ব্যক্তি দাঁত পরীক্ষা করান। এছাড়াও ৫০ জন ব্যক্তিকে বস্ত্র বিলি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কোঅর্ডিনেটর বীরেনচন্দ্র সোম সহ অন্যরা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অপেক্ষা।। বেনারসে ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের শুভজিৎ ধর।

আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার আশা

ইমিগ্রেশন কেন্দ্রের দাবি সামচি গেটে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৬ মার্চ : থিম্পু, পারো কিংবা পাশাখা। প্রতিবেশী দেশ ভুটানের এসব পটে আঁকা ছবির মতো জায়গাগুলিতে ফি বছরই প্রচুর পর্যটক ভিড় জমান। ভুটান ভ্রমণের একমাত্র ইমিগ্রেশন সেন্টারটি রয়েছে রাজ্যের জয়গাঁয়। এখান থেকেই অনুমতি নিয়ে ফুন্টশোলিং হয়ে ঢুকতে হয় ভুটানের অন্দরে। পশ্চিম ডুয়ার্সের চামুর্চি সীমান্তের সামচি গেটে এবার আরও একটি ইমিগ্রেশন সেন্টার তৈরির দাবি উঠেছে। স্থানীয় পর্যটন ও ব্যবসায়ী মহলে এখন সেই দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে গরুমারাকেন্দ্রিক পর্যটন ব্যবস্থা ছাড়াও লাগোয়া চালসা, নাগরাকাটা, বানারহাটের মতো এলাকাগুলির আর্থসামাজিক পরিস্থিতির বদল ঘটবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি।

এ প্রসঙ্গে গরুমারা রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'পশ্চিম ডুয়ার্স বা গরুমারায় যাঁরা ঘুরতে আসেন তাঁরা মূলত রাজ্যবাসী। এখান থেকে তাঁদের পছন্দের গন্তব্যের তালিকায় ভুটানও থাকছে। এখান দিয়েই ভিনরাজ্যবাসী সহ বিদেশি পর্যটকরাও ভুটানে যান। কিন্তু তাঁরা এদিকে আসেন না। চামুর্চি সীমান্তে ইমিগ্রেশন সেন্টার চালু হলে এখানকার পর্যটনে নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে বিশ্বাস।' শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'অত্যন্ত ভালো প্রস্তাব। বিষয়টি কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের নজরে আনব।' তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'ডুয়ার্সবাসীর স্বার্থে বিষয়টি অবশ্যই প্রশাসনের কাছে তুলে ধরব।'

সীমান্ত সূত্রে খবর, এখন চামুর্চি সীমান্তের ভুটানগেট দিয়ে ভুটানের জেলা সদর সামচি যেতে বাধা নেই। পরিচয়পত্র দেখিয়ে সেখানে যাওয়া যায়। ট্যুর অপারেটররা পর্যটকদের নিয়ে যান। তবে গোটাটাই দিনে ঘুরে আসতে হয়। সামচি থেকে সরাসরি রাজধানী থিম্পু সহ অন্য শহরে যাওয়ার রাস্তা থাকলেও ইমিগ্রেশন সেন্টারের অভাবে সেখান থেকে যাওয়ার অনুমতি নেই। চামুর্চির বাসিন্দা রেজা করিমের কথায়, 'এখানে ইমিগ্রেশন সেন্টার তৈরি হলে শুধু পর্যটনই নয়, স্থানীয় আর্থসামাজিক পরিস্থিতিরও বদল ঘটবে।' বানারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ডঃ পার্থপ্রতিম বলেন, 'একমাত্র স্থানীয় শিল্প চা নানা কারণে রুগ্ন। শুধুমাত্র পর্যটন কিছুটা হলেও অক্সিজেন জোগাচ্ছে। এই আবহে বিকল্প অর্থনীতির সন্ধানে চামুর্চি হয়ে থিম্পু সহ লাগোয়া এলাকাগুলিতে যেতে প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন সেন্টার নতুন দিগন্ত দেখাতে পারে।' বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্যর কথায়, 'ভবিষ্যতে বানারহাট-সামচি রেল যোগাযোগ চালুর কথা রয়েছে। ফলে, চামুর্চি সীমান্তে ইমিগ্রেশন সেন্টার এখন সময়ের চাহিদা।'

চামুর্চির সীমান্তে ভুটানগেট। -সংবাদচিত্র

এপ্রিল থেকে চালসায় চালু এসডব্লিউএম

চালসা, ২৬ মার্চ : চালসায় এবার থেকে যত্রতত্র আর আবর্জনা পড়ে থাকবে না। কারণ চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে চালসায় চালু হচ্ছে কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প। এই বিষয়ে আলোচনা করতে বুধবার মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে সভা ডাকা হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েতের মহাবাড়ি টিক লাইনে প্রকল্পের ঘর তৈরি হয়েছে। এপ্রিল থেকে সেখানে কাজ শুরু হবে বলে ঠিক হয়েছে। মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি-১ পঞ্চায়েত প্রধান দীপা মিঝার বলেন, 'চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে চালসায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। প্রকল্পের বিষয়ে বুধবার চালসা এবং মঙ্গলবাড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হয়। ছিলেন এলাকার বিভিন্ন রিসর্টের প্রতিনিধিরাও। আশা করছি, সকলের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে প্রকল্পের কাজ চলবে।'

সভায় চালসা এবং মঙ্গলবাড়ি বাজার এলাকা এবং পঞ্চায়েতের বিভিন্ন রিসর্ট থেকে আবর্জনা সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর জন্য বাজারের বিভিন্ন দোকানপাট ও রিসর্টগুলি থেকে ন্যূনতম মাসিক টাকা নেওয়া হবে। ডুয়ার্সের একটি অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র চালসা। চালসার জাতীয় সড়কের ধারে আবর্জনা জমে থাকা নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছিলেন পরিবেশপ্রেমীরা। অবশেষে সেই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। চালসা ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক জীবন ভৌমিক এরপর স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানালেন।

বুনোর আক্রমণ

মালবাজার, ২৬ মার্চ : বুধবার সকালে ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের চাকলাবস্তিতে চিতাবাঘের হামলায় আহত হলেন এক মহিলা। আহত মহিলার নাম কবিতা বিশ্বকর্মা। সাইলিহাটের চাকলাবস্তির ওই মহিলা সহ আরও ২ জন এদিন সকালে গোলায়ের এলাকায় গোরুর খাবারের জন্য ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন। সেসময় হঠাৎ চিতাবাঘ কবিতার ওপর হামলা চালায়। বাকি দুজন চিৎকার শুরু করলে চিতাবাঘটি জঙ্গলে দৌড়ে পালায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

প্রস্তাব মন্ত্রীকে

শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ : শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকার উন্নয়নের বিষয়ে বেশকিছু প্রস্তাব রাখা হল উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর কাছে। বুধবার মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাস উত্তরকন্যায় গিয়ে উদয়নের সঙ্গে দেখা করেন। রাস্তা, নালা নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয় মন্ত্রীকে। ইতিমধ্যেই নকশালবাড়িতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরি করা হচ্ছে। একাধিক রাস্তা ও নালার কাজ করছে উদয়নের দপ্তর।

নিরাপত্তার জন্য থানার দাবি ক্রান্তিতে

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ২৬ মার্চ : ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত ক্রান্তি ব্লকের জনসংখ্যা দেড় লক্ষাধিক। বছর তিনেক আগে ক্রান্তি ব্লকে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে ব্লক গঠনের বহু আগে থেকে ক্রান্তিতে থানা নির্মাণের দাবি রয়েছে গ্রামবাসীদের। একদিকে চা বাগান। অন্যদিকে, জঙ্গলে ঘেরা এলাকার মানুষকে পরিষেবা দিতে হিমসিম খেতে হয় ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়িকে। সীমিত সংখ্যক কর্মী দিয়ে ক্রান্তি আউটপোস্টকে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় মালবাজার থানার ওপর।

সম্প্রতি, লাটাগুড়ির শিশুমৃত্যুর ঘটনায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশকে। মালবাজার থেকে অতিরিক্ত পুলিশকর্মী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল, ততক্ষণে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। ক্রান্তি থেকে মালবাজারের দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিমি। ক্রান্তিতে থানা হলে অতিরিক্ত পুলিশকর্মী যেমন থাকবে, তেমনি এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার হবে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

ক্রান্তির এক শিক্ষক দীনেশচন্দ্র রায় বলেন, 'আমরা ক্রান্তি ব্লক হওয়ার আগে থেকে থানার দাবি করে আসছি। ছয় গ্রাম পঞ্চায়েত বিশিষ্ট ক্রান্তির প্রশাসনিক কাজ একটি ফাঁড়ির পক্ষে সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এখানে থানা তৈরি হলে ক্রান্তি এলাকার প্রশাসনিক কাজকর্ম মসৃণ গতিতে এগোবে। মানুষ সঠিক পরিষেবা পাবেন।' একই বক্তব্য ক্রান্তির বাসিন্দা স্বাধীন সাহারও।

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়ের বক্তব্য, 'রাজ্য অর্থ দপ্তরের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমতি পেলে থানার কাজ শুরু হবে।'

লাটাগুড়ি, মৌলনি, ক্রান্তি, চ্যাংমারি, চাপাডাঙ্গা ও রাজাডাঙ্গা এই ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে ক্রান্তি ব্লক। অন্যদিকে, ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে প্রায় একই জনসংখ্যার মাল ব্লকে মালবাজার থানা রয়েছে। ক্রান্তিতে থানা নির্মাণের জন্য জমিও চিহ্নিত করা হয়েছে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে। বর্তমানে ক্রান্তি ফাঁড়িতে এসআই ও এএসআই মিলিয়ে ৯ জন সহ মোট ২১ জন পুলিশকর্মী রয়েছেন। বাকিরা সিভিক ভলান্টিয়ার। কর্মীর অভাবে অনেকসময় অসুবিধায় পড়তে হয়। দুটি অশান্তির ঘটনা একদিনে ঘটলে সীমিত সংখ্যক কর্মী দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ক্রান্তির থানার দাবি নিয়ে বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী দীপা বণিক জানান, ক্রান্তিতে থানার প্রতিশ্রুতি শাসকদল দীর্ঘদিন ধরে দিয়ে আসছে। ক্রান্তিতে থানা নির্মাণে কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।

ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মহাদেব রায় বলছেন, 'দলীয়ভাবেও আমরা দাবি জানিয়েছি। আশা করছি শীঘ্রই ক্রান্তিবাসীর থানার দাবি পূরণ হবে।'

ক্রান্তিতে থানার জন্য চিহ্নিত জমি। -সংবাদচিত্র

> আমরা ক্রান্তি ব্লক হওয়ার আগে থেকে থানার দাবি করে আসছি। ছয় গ্রাম পঞ্চায়েত বিশিষ্ট ক্রান্তির প্রশাসনিক কাজ একটি ফাঁড়ির পক্ষে সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এখানে থানা তৈরি হলে ক্রান্তি এলাকার প্রশাসনিক কাজকর্ম মসৃণ গতিতে এগোবে। মানুষ সঠিক পরিষেবা পাবেন।
>
> **-দীনেশচন্দ্র রায়**
> *শিক্ষক*

বোম্বে গ্রুপের রক্ত এল

নাগরাকাটা, ২৬ মার্চ : মুম্বই থেকে বিমানে এল বিরল বোম্বে গ্রুপের ৩ ইউনিট রক্ত। বুধবার দুপুরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে বিশেষ ব্যবস্থায় কোল্ড চেনের মাধ্যমে ওই রক্ত আসে। এরপরেই পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রক্ত। শিলিগুড়ির বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন চা বাগানের তিন রোগীর মধ্যে দুজনকে এদিন ওই রক্ত দেওয়া হয়। একজনের কিডনির অসুখ ও অপরজন দুর্ঘটনার আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ব্লাড ব্যাংকের নির্দেশক মৃদুময় দাস বলেন, 'এখানে এই প্রথম বিমানে করে রক্ত এল। রোগীদের প্রয়োজন অনুসারে রক্ত দেওয়া হয়েছে।' গত কয়েকদিন ধরে তিনজন রোগী যাতে বিরল বোম্বে গ্রুপের রক্ত পান সেজন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালান উত্তরবঙ্গ নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ সংস্থার পম্পা সূত্রধর। পম্পাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রোগীর পরিজনরা।

সরকারি মূল্যে আলু বিক্রি করছেন কৃষকরা। বুধবার।- সংবাদচিত্র

সরকারি মূল্যে আলু বিক্রিতে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৬ মার্চ : খোলাবাজারে আলুর দাম কমতেই সরকারি মূল্যে আলু বিক্রিতে এগিয়ে আসছেন কৃষকরা। ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি ব্লক মিলিয়ে প্রায় ৮০৫ কুইন্টাল আলু সরকারি মূল্যে বিক্রি হয়েছে। তবে এখনই সরকারি মূল্যে আলু কেনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কিছুই বলতে চাইছে না কৃষি ও কৃষি বিপণন দপ্তরের আধিকারিকরা।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সরকারি মূল্যে প্রথম থেকেই ৯ টাকা প্রতি কেজি দর ধার্য ছিল। যা নিয়ে একাধিক রাজনৈতিক সংগঠন আন্দোলনেও নেমেছিল। কিন্তু সরকারি মূল্য একইরকম রাখা হয়েছিল। তাতে কোনও নড়চড় হয়নি। তবে, সেই সময় খোলাবাজারে দাম অনেকটাই বেশি থাকায় কেউ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। দাম বাড়বে বলে কৃষকরা আশায় ছিলেন। এমনকি খোলাবাজারে আলুর দাম প্রতি কুইন্টাল সর্বাধিক ৮০ থেকে ৮৩ হাজার টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। ধীরে ধীরে দাম কমতে থাকায় কৃষকদের মধ্যে সংশয় দেখা গিয়েছে। সেই থেকেই সরকারি মূল্য প্রতি কুইন্টাল ৯০ হাজার টাকা ছিল। দাম বৃদ্ধির কথা ভেবেই কেউ সরকারি মূল্যে আলু বিক্রির দিকে আগ্রহ দেখাননি।

আলু চাষি আবু হানিফার কথায়, 'প্রতি কুইন্টাল আলু ৯০ হাজারের বেশি হবে ভেবে সরকারি মূল্যে আলু বিক্রি করিনি। এখন খোলাবাজারে দাম কমতে শুরু করেছে। তাই সরকারি মূল্যে আলু বিক্রি করছেন কৃষকরা।'

জলপাইগুড়ি জেলার কৃষি বিপণন আধিকারিক দেবাঞ্জন পালিত বলেন, 'সরকারিভাবে একটা দাম নির্ধারণ করা ছিল। তাই খোলাবাজারে দাম কমছিল না। কিন্তু এখন দাম কমে যাওয়ায় কৃষকরা সরকারে মূল্যে আলু বিক্রিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।'

কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রে খবর, জলপাইগুড়িতে ১১টি হিমঘর বাছাই করা হয়েছে। সেখানে সরকারি মূল্যে আলু কিনে সংরক্ষণ করা হবে। এই ১১টি হিমঘরের ৩টি হিমঘর ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলে আলু কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এর মধ্যে ময়নাগুড়ি ব্লকে ২৪৫ কুইন্টাল ও ধূপগুড়ি ব্লকে ৫৬০ কুইন্টাল আলু কেনা হয়েছে। আর নির্দিষ্ট হিমঘরের ধারণ ক্ষমতার ১৫ শতাংশ পর্যন্ত সরকারি মূল্যে আলু কিনে সংরক্ষণ করা হবে।

কৃষক বাবলু রায় বলেন, 'প্রথম দিকে আলুর দাম ঊর্ধ্বমুখী ছিল। এতে কৃষকরা আশায় ছিল আলুর দাম বাড়বে। কিন্তু বাজারে আলুর দাম পড়ে যাওয়ায় সরকারি মূল্যে বিক্রির দিকে ঝুঁকছেন কৃষকরা।'

ঢোলগ্রামে বারুণীমেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ২৬ মার্চ : নদী উত্তরবাহী না হলে বারুণীমেলার আয়োজন কার্যত বৃথা। ১৯৬৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় ঢোলগ্রাম বারুণীমেলা প্রাঙ্গণে যমুনা নদীর বিভিন্ন অংশে ভাঙন শুরু হয়। এতে উত্তরস্রোতা ওই নদী নিজের গতিপথ পরিবর্তন করে পূর্বদিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এতেই মেলার ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হয়। বিগত কয়েক বছরে দেখা গিয়েছে পুণ্যস্নানের জন্য মানুষের সমাগমও কমেছে। শুধু মেলার জন্য মানুষের আনাগোনা চোখে পড়ত। তবে এবার ফের সেই পুরোনো ঐতিহ্য ফিরে পেল মালকানির ঢোলগ্রাম বারুণীমেলা। প্রায় ৮০০ মিটার খাল কেটে যমুনা নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে উত্তরদিকে করা হয়। বৃহস্পতিবার থেকে মুণ্ডন করে যমুনা নদীর উত্তরবাহী স্রোতে স্নান করে পূর্বপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করতে পারবেন পুণ্যার্থীরা। আর শুক্রবার থেকে শুরু হবে মেলা। এদিন সন্ধ্যায় বারুণীমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান থেকে একথা জানিয়েছেন মেলা কমিটির অন্যতম সদস্য তথা খারিজা বেরুবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তারানাথ রায়।

উত্তর দিক দিয়ে নদী প্রবাহিত করার জন্য দুটি আর্থমুভার দিয়ে বালুচর কেটে ফেলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেলা কমিটির অন্যতম সদস্য নির্মল রায়।

এদিন মেলার উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি সদর বিডিও মিহির কর্মকার। সঙ্গে ছিলেন নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রমীলারানি বর্মন, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নির্মল রায় প্রমুখ। বিডিও মন্দিরে প্রবেশপথের নবনির্মিত সেতু ও শিব মন্দিরের সামনে প্রতিষ্ঠিত শিবের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বারুণীমেলাগুলির মধ্যে অন্যতম জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোনাপাড়া ব্রজপুরের ঢোলগ্রাম বারুণীমেলা। প্রতিবছর চৈত্র মাসের মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে গঙ্গা, কালী ও শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে মেলার সূচনা হয়। পুজো উপলক্ষ্যে যমুনা নদীতে পুণ্যস্নানে শামিল হন লক্ষ লক্ষ মানুষ। মেলা কমিটির সদস্য পরেশ মালাকার, জয়চাঁদ সরকাররা জানিয়েছেন, সেখানে সংযুক্ত ওই নদীর উত্তরা স্রোতকে কেন্দ্র করে মেলার আয়োজন করা হয়।

এবছর ওই মেলা নিয়ে আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। পুণ্যার্থীদের কথা ভেবে যমুনা নদীর উপর প্রায় ২৫ মিটার দীর্ঘ ও সাড়ে চার মিটার চওড়া জয়েন্ট সেতুটি তৈরি করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয়কুমার রায় বলেন, 'মন্দিরে প্রবেশের জন্য ওই সেতু তৈরিতে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া, মেলা চত্বরে অবস্থিত শিব মন্দিরের সামনে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১ ফুট দীর্ঘ শিবমূর্তি বসানো হয়।'

সেজে উঠছে মেলার মাঠ। বুধবার। -সংবাদচিত্র

কী কী করা হয়েছে

- প্রায় ৮০০ মিটার খাল কেটে যমুনা নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা হয়েছে
- দুটি আর্থমুভার দিয়ে বালুচর কেটে ফেলা হয়েছে
- পুণ্যার্থীদের কথা ভেবে যমুনা নদীর উপর প্রায় ২৫ মিটার সেতু তৈরি করা হয়েছে

বেলেঘাটায় বরফ কারখানার অদূরে হঠাৎই অগ্নিকাণ্ড। বুধবার। ছবি : আবির চৌধুরী

শোকজ দুই ইনস্পেকটর

জাল ওবিসি শংসাপত্র চক্র

কলকাতা, ২৬ মার্চ : ভুয়ো ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে যেতে আগেই নির্দেশ দিয়েছিল নবান্ন। এবার নবান্নের নজরে রাজ্যের ২২ জন আধিকারিক। তাঁরা ভুয়ো ওবিসি সার্টিফিকেট তৈরি করে দেওয়ায় মদত দিয়েছেন বলে জানতে পেরেছে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর। ইতিমধ্যেই তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও সার্টিফিকেট তৈরিতে সরাসরি যোগ থাকার প্রমাণ মেলায় খড়্গপুর ও ব্যারাকপুরের দুই ইনস্পেকটর পদমর্যাদার অফিসারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে রাজ্য তাঁদের বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ করবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক বছরে যে সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, সেগুলি নতুন করে যাচাইয়ের কাজ করা হচ্ছে।

ওবিসি সার্টিফিকেট পেতে সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ পদক্ষেপ করে। দুয়ারে সরকার শিবিরগুলিতেও এই জাতিগত শংসাপত্র পাওয়ার জন্য আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় প্রচুর ওবিসি সার্টিফিকেট বিলি করা হয়েছিল। কিন্তু ওই সার্টিফিকেট বিলিতেই বেশকিছু অসংগতি ধরা পড়ে। উত্তরবঙ্গের এক জনপ্রতিনিধির স্ত্রীর তপশিলি জাতির শংসাপত্র যেমন রয়েছে, তেমনই ওবিসি সার্টিফিকেটও রয়েছে।

গত সপ্তাহেই অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র বিলিতে কোন কোন আধিকারিক যুক্ত রয়েছেন, তা তদন্ত করে দেখতে হবে। দপ্তরের বিশেষ সচিব পদমর্যাদার এক অফিসারের নেতৃত্বে এই ঘটনার তদন্তও শুরু হয়েছে। সেখানেই ২২ জন অফিসারের যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে। এছাড়া দুজন ইনস্পেকটর পদমর্যাদার অফিসার সরাসরি যুক্ত রয়েছেন বলে নির্দিষ্ট প্রমাণ মেলার পরই তাঁদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'প্রতিটি জেলাতেই এই নিয়ে তদন্ত চলছে। আরও অনেকে যুক্ত রয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হয়েছে। সেই মতো আমরা পদক্ষেপ করছি।'

মাধ্যমিকের ফল মে-র দ্বিতীয় সপ্তাহে

কলকাতা, ২৬ মার্চ : মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হতে পারে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। বুধবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, ১২ থেকে ২০ মে-র মধ্যে ফলপ্রকাশ হতে পারে। এখনও পর্যন্ত মূল্যায়ন শেষে প্রায় অর্ধেক উত্তরপত্র জমা পড়েছে। সব উত্তরপত্র জমা পড়ার পরই ফলপ্রকাশের চূড়ান্ত দিন জানানো হবে। উত্তরপত্রগুলি যাতে দ্রুত জমা পড়ে, সেদিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন পর্ষদের কর্তারা। গত বছরের থেকে এবার কম সময়ে ফলপ্রকাশ করার লক্ষ্য রয়েছে পর্ষদের। এবছর প্রায় ১০ লক্ষ পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছিল। পরীক্ষা দিয়েছে ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৯৪ জন। রা পর্ষদ সূত্রে খবর, ১২ মে ফলপ্রকাশের চেষ্টা চালাচ্ছে পর্ষদ।

দৃষ্টি আকর্ষণ

কলকাতা, ২৬ মার্চ : রবীন্দ্র সরোবরের কয়েক কাঠা জমি ক্রিকেট লিগের জন্য একটি ক্লাবকে ব্যবহার করার ছাড়পত্র দেয় কলকাতা পুরসভা। ওই ক্লাবের অন্যতম কর্তা যিশু সেনগুপ্ত। ওই ক্লাবের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে একটি সংগঠন। বুধবার এই মামলা নিয়ে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এক আইনজীবী।

উত্তরে কেন্দ্রীয় প্রকল্প দাবি

দিল্লি যাবেন পদ্ম বিধায়করা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ মার্চ : বঞ্চনার কারণেই উত্তরবঙ্গের মানুষ রাজ্যভাগের দাবিতে সরব হন। উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে বুধবার বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষের মধ্যে মূল (রাজ্য) জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মানসিকতা আছে। এটা অস্বীকার করে লাভ নেই। তার মূল কারণ উত্তরবঙ্গের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনা। আমরা মনে করি, উন্নয়নের মধ্যে দিয়েই উত্তরবঙ্গের মানুষের মনের এই বিচ্ছিন্নতাবোধ কাটানো সম্ভব।'

২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে উত্তরবঙ্গে জমি ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি। উত্তরবঙ্গের বিধায়করা বুঝতে পারছেন, শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে উত্তরবঙ্গের মানুষের মন জয় করা সম্ভব হবে না। সেই কারণেই রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে এবার সরাসরি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে দরবার করতে চলেছেন বিজেপি বিধায়করা। এই লক্ষ্যে ৩১ মার্চ উত্তরবঙ্গের ১০ বিজেপি বিধায়কের এক প্রতিনিধিদলের দিল্লি যাওয়ার কথা। বিজেপির মুখ্যসচেতক ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ জানান, 'মূলত যেসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি সহায়তা করতে পারে, সেই ধরনের প্রকল্পের দিকেই আমরা নজর দিতে চাই। কারণ উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের প্রশ্নে রাজ্য সরকারের ভূমিকা খুবই নেতিবাচক।' জানা গিয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পঞ্চায়েত ও নগরোন্নয়ন এবং অসামরিক বিমান পরিষেবার মতো দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় প্রকল্প বরাদ্দের জন্য আর্জি জানাবেন।

> মূলত যেসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি সহায়তা করতে পারে, সেই ধরনের প্রকল্পের দিকেই আমরা নজর দিতে চাই। কারণ উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের প্রশ্নে রাজ্য সরকারের ভূমিকা খুবই নেতিবাচক।
>
> **শংকর ঘোষ**

শহরে উন্নয়নে ৪৬২ কোটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ মার্চ : রাজ্যের পুরসভাগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য চলতি আর্থিক বছরের শেষ সপ্তাহেই ৪৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্রীয় সরকার। এই কাজের জন্য বিশেষ প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরি করে তা কেন্দ্রের কাছে পাঠাতে হাতে সময় রয়েছে মাত্র পাঁচদিন। তাই এই সময়ের মধ্যে ডিপিআর তৈরি করে পাঠাতে রাজ্যের ১১৮টি পুরসভাকে নির্দেশ দিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। এই টাকায় রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশনের মতো পরিকাঠামোগত কাজ করা যাবে। 'মিলিয়ন প্লাস সিটি' প্রকল্পের অধীনে এই টাকা চলতি আর্থিক বছরে অনেকদিন আগেই পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অনেক দেরি করে এই টাকা পাঠানোয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্প তৈরি করে পুরসভাগুলিকে আর্থিক বরাদ্দ করা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের কর্তারা।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এই অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত চিঠি নবান্নে এসে পৌঁছেছে। সোমবারই নগরোন্নয়ন দপ্তরের কর্তারা জরুরি বৈঠক ডেকে টাকা খরচের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। বৃহস্পতিবারের মধ্যে ডিপিআর তৈরি করে নগরোন্নয়ন দপ্তরে পাঠাতে পুরসভাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবারের মধ্যে ওই ডিপিআর পরীক্ষা করে টাকা ছাড়বে নগরোন্নয়ন দপ্তর।

গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের শহরাঞ্চলে অধিকাংশ এলাকায় পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে রাজ্যের দাপুটে মন্ত্রীদের ওয়ার্ডেই বিজেপি এগিয়ে গিয়েছিল। তৃণমূলের দখলে থাকা ব্যারাকপুর ও হুগলি শিল্পাঞ্চলের পুরসভাগুলিতে ভালো ফল করেনি ঘাসফুল শিবির। শিলিগুড়ি পুর এলাকাতেও অনেক ভোটে তৃণমূলকে পিছিয়ে যেতে হয়েছিল। এই অবস্থায় রাজ্যের পুরসভাগুলির উন্নয়নে বিশেষ জোর দিতে চাইছে রাজ্য সরকার।

৫ দিনে ডিপিআর

- এই প্রকল্পের টাকা খরচের ডিপিআর করে পাঠাতে ১১৮টি পুরসভাকে নির্দেশ দিল পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর
- ওই ডিপিআর পাওয়া গেলে তা পরীক্ষা করে পুরসভাগুলিকে টাকা বরাদ্দ করবে রাজ্য
- তারপরই টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের জন্য ১৩ হাজার ৩৮১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব রেখেছেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অথচ তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের জন্য ৪৪ হাজার ১৩৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া এই ৪৬২ কোটি টাকা পুর এলাকার উন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই মনে করছেন নবান্নের কর্তারা।

গ্রামীণ রাস্তা সংস্কারে চলতি মাসে টেন্ডার

কলকাতা, ২৬ মার্চ : পথশ্রী প্রকল্পে গত তিন বছরে রাজ্যে প্রায় ৩৮ হাজার ৬৪৪ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু ওই রাস্তাগুলির সংস্কার না হওয়ায় সেগুলি বেহাল হয়ে আছে। এই অবস্থায় রাস্তাগুলি সংস্কারের জন্য ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট বরাদ্দ থেকেই এই টাকা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসেই রাস্তা সংস্কারের জন্য জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কাছ থেকে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর চাওয়া হয়েছিল। ওই ডিপিআর পাওয়ার পরই রাস্তার কাজ শুরু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। চলতি মাসের শেষে বা এপ্রিলের শুরুতেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করে ফেলা হবে। বর্ষার আগেই রাস্তাগুলির সংস্কারের কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিকরা বলেছেন, রাজ্য সরকার নতুন প্রকল্পের পাশাপাশি পুরোনো রাস্তা সংস্কারেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছে। কারণ আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার ভোটব্যাংক তৃণমূলের কাছে বড় সম্পদ। তাই গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছে আরও উন্নয়ন পৌঁছে দিতে আগামী আর্থিক বছরের বাজেটে ৪৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যান্য দপ্তরের বরাদ্দের তুলনায় যা অনেক বেশি। এই পরিস্থিতিতে পুরোনো রাস্তা সংস্কার না করা হলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হবে। সেই কারণেই পুরোনো রাস্তা সংস্কারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দ্রুত সমস্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করে দিতে দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'স্বস্তিকা'য় যাদবপুর

কলকাতা, ২৬ মার্চ : মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ হয়েছিল। তাঁকে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। এরই মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ও অতি বাম সমর্থকদের নিশানা করা হল আরএসএস-এর মুখপত্র 'স্বস্তিকা'য়। সেখানে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বাম ও অতি বামদের নিশানা করে একাধিক কথা লেখা হয়েছে। একই সঙ্গে ওই নেতারা নেশার সঙ্গেও জড়িত বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, 'এখানে বিভিন্ন বিভাগে ঘটিয়াছে পঠনপাঠন ও গবেষণার অন্তর্জলি যাত্রা। ইহার পরবর্তী পর্যায়ে ভয়াবহ বাম ও অতি বাম রাজনীতির করাল গ্রাসে নিক্ষেপিত হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। একদা জাতীয়তাবোধের পীঠস্থানটি পরিণত হয় অপসংস্কৃতি ও নিম্ন রুচিসম্পন্ন রাজনীতির আখড়ায়।' জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনের ওপর আক্রমণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের অশ্রাব্য ভাষায় আক্রমণের অভিযোগও সম্পাদকীয়তে তোলা হয়েছে।

শুভেন্দুকে অনুমতি

কলকাতা, ২৬ মার্চ : বারুইপুরে কর্মসূচিতে যাওয়া বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গাড়িতে হামলার ঘটনায় রাজ্যকে ওই দিনের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওই দিন শুভেন্দু সহ বাকি বিজেপি বিধায়কদের গাড়িতে হামলায় কারা অভিযুক্ত, তা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চিহ্নিত করে রাজ্যকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বুধবার বারুইপুর এসপি অফিসের সামনে শুভেন্দুদের সভাতেও অনুমতি দেন বিচারপতি।

রামনবমীর আগে দিলীপের হুংকার

'ধর্মরক্ষায় অস্ত্র হাতে নিতে হবে'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ মার্চ : ধর্মযুদ্ধে এবার হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার আহ্বান জানালেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বুধবার নদিয়ার গাংনাপুরে এক সভায় দিলীপের এই আহ্বানে রামনবমীর মুখে নতুন করে উত্তপ্ত হল রাজ্য রাজনীতি। দিলীপের এই আহ্বানকে স্বাগত জানিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

আসন্ন রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলতে এবার জোর তৎপরতা শুরু করেছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিনও বলেছেন, 'গতবার রাজ্যে প্রায় ৫০ লক্ষের মতো মানুষ রামনবমীতে পথে নেমেছিল। এবার তা দ্বিগুণ হবে।' মিছিলের পুলিশ অনুমতি না দিলেও ধর্মাচরণের অধিকার রক্ষায় পুলিশের নিয়মকে অগ্রাহ্য করেই মিছিল করার কথা বলেছেন তিনি। রামনবমীকে ঘিরে শুভেন্দু সহ গেরুয়া শিবিরের এই তৎপরতায় অশান্তির সম্ভাবনাই দেখছে রাজ্য প্রশাসন।

এই আবহে এদিন প্রশাসনের সেই আশঙ্কাকে উসকে দিয়ে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'ধর্মরক্ষা ও হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনে অস্ত্র তুলে নিতে হবে।' এই ব্যাপারে পুরাণ, মহাভারতকে হাতিয়ার করে দিলীপের সাফাই, 'এটা নতুন কিছু নয়। শ্রীকৃষ্ণ, পরশুরামরাও ধর্মরক্ষায় হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন।' রামনবমীতে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করার পক্ষে সওয়াল করে এদিন দিলীপ বলেন, 'অস্ত্র মানেই ছোরাছুরি, বন্দুক নয়। লাঠি নিয়েও মিছিল হতে পারে রামনবমীতে।' দিলীপকে সমর্থন করে এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'প্রথমে আমি হিন্দু। একজন সনাতনী হিন্দু হিসেবে আমি একে পূর্ণ সমর্থন জানাই।' যদিও পরে শুভেন্দু বলেন, 'আমরা নতুন কিছু চাইছি না। বরাবর যেভাবে রামনবমীর মিছিল হয়, সেভাবেই মিছিল হোক।' প্রশাসনের নিয়ম মেনে রামনবমীর মিছিল করার কথা বললেও দিলীপের কথায় রামনবমীর আগে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াবে বলে দাবি করেছে বিজেপি বিরোধীরা। দিলীপের মন্তব্যের সমালোচনা করে তৃণমূল মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'মহাভারতে কৃষ্ণও ছিলেন, দুর্যোধনও ছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতে শেষপর্যন্ত সাফল্য পেয়েছেন কৃষ্ণই। দুর্যোধন নয়। কারণ, রাজনীতির প্রকৃত অস্ত্র জননীতি, জনহিত ও মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার। আর বিজেপির অস্ত্র নিয়ে যে রাজনীতি, তা হল খতমের রাজনীতি। গণতান্ত্রিক পরিবেশে এই হিংসার কোনও জায়গা নেই।'

যদিও দিলীপের দাবি, তিনি কোনও হিংসার কথা বলেননি। তিনি হিন্দুদের আত্মরক্ষার কথা বলেছেন। রাজ্যজুড়ে যেভাবে মন্দির ও হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানের ওপর আক্রমণ চলেছে, পবিত্রতা নষ্ট করা হচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দরকার।

এদিকে, এদিনই রামনবমী উদযাপন কমিটি জানিয়েছে, আসন্ন রামনবমীতে রাজ্যে অন্তত ৪৩ জায়গায় হামলার আশঙ্কা করছে তারা।

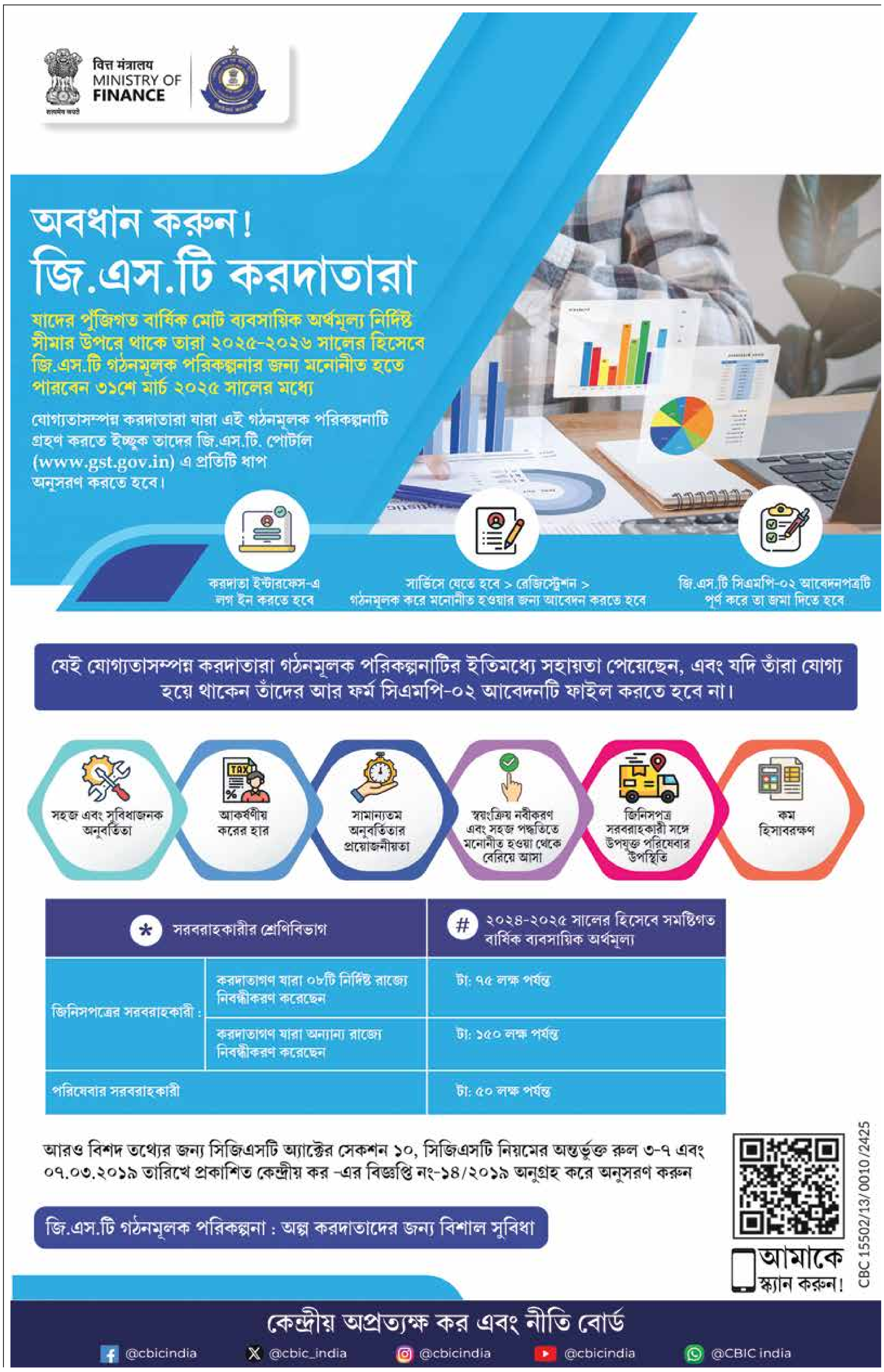

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩ চৈত্র ১৪৩১

কর্মহীনতায় নীরব শাসক

ভারতে এই মুহূর্তে সবথেকে বড় সমস্যা কী? চোখ কান বুজে বলে দেওয়া যায় বেকারত্ব। অপর সমস্যা মূল্যবৃদ্ধি। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে এই দুটি সমস্যা সমাধানের দিশা কেন্দ্র বা রাজ্য, কোনও সরকারই দেখাতে পারছে না। প্রতি বছর দেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। বেকারত্ব বা মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা ভারতে আগেও ছিল। এখন সমস্যাটি ভয়াবহ আকার নিয়েছে।

সমাধানের দিকনির্দেশের বদলে মনে হচ্ছে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব হয়ে উঠেছেন শাসক শিবিরের কাছে মূল সমস্যা। পিছনে চলে যাচ্ছে রুজিরুটি, জীবনধারণ নিয়ে চর্চা বা পদক্ষেপ। ৩০০ বছর আগে ভারতের ইতিহাস নিয়ে নিরর্থক মাথা ঘামানো হয়ে উঠছে প্রধান বিষয়। তরুণসমাজের সামনে তাদের ভবিষ্যতের রূপরেখা তুলে ধরার বদলে অতীত ইতিহাসকে মাটি খুঁড়ে বের করে আনতে যেন অধিক উৎসাহ এখন।

মোগল জমানা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মুনির নানা মত আছে। সেই সময়ের ভালোমন্দ উভয় দিক নিয়ে ঐতিহাসিকরা বহু আলোচনা করেছেন। সেসব নিয়ে বিস্তর লেখালেখি আছে। তা নিয়ে আরও আলোচনা, গবেষণা হতেই পারে। কিন্তু দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে কাজের সন্ধান দেওয়ার বদলে ঔরঙ্গজেব বিতর্ক প্রধান হয়ে ওঠা কোনও মতেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

এতে অদ্ভুত এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ভারতে। যেখানে সুশাসন, উন্নয়ন নিয়ে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা আলোচনা হয় না। বদলে ধর্ম ও জাতপাতের চর্চায় ব্যস্ততা বেশি। মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি হয়ে উঠছে ক্ষমতার রাজনীতির মূল আলোচ্য। কতগুলি শিল্প তৈরি করেছে, কতগুলি কারখানা কাজ করছে, শিল্পের আরও সম্ভাবনা কতটা, সে বিষয়ে আর কী পদক্ষেপ দরকার যাতে আরও মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হতে পারে ইত্যাদি নিয়ে কোনও আলোচনাই নেই যেন।

ফলে ভারতের আর্থসামাজিক অবস্থার কঙ্কালসার চেহারাটা আরও বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে। তাতে অবশ্য সরকারের ভ্রূক্ষেপ নেই। নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পরপর মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার মতো একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। এখন আর সেসব নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই। অথচ দেশের কাজের বাজার ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। যে কারণে প্রতি বছর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিউরে উঠতে হচ্ছে।

কর্মসংস্থানের বদলে সরকার এখন বেশি সচেষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের নামে ভাতা দিতে। কেন্দ্র, রাজ্য- কেউই এতে পিছিয়ে নেই। ভাতার নামে প্রতি মাসে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে ভোটে নিজেদের জমি শক্ত করতে বেশি মরিয়া শাসকদলগুলি। কিছু না পাওয়া মানুষ ওই সামান্য পাওনাতে হয়তো খুশি থাকছেন, কিন্তু তাতে মূল সমস্যার কোনও বদল হচ্ছে না। ইতিমধ্যে বিহারে 'পলায়ন রোকো নোকরি দো' নামে একটি পদযাত্রার আয়োজন করেছে কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব সংগঠন।

প্রাক্তন ছাত্র নেতা কানহাইয়া কুমারের নেতৃত্বে ওই পদযাত্রায় বিহারে শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। দলে দলে ভিড় জমাচ্ছেন তরুণ-তরুণীরা। যাঁদের দাবি এক, দফা এক- কাজ চাই, কাজ দাও। চাকরি চেয়ে এর আগে আন্দোলন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। কিন্তু সেই স্কুল সার্ভিস কমিশন, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমে নিয়োগের জটিলতা একইরকম রয়ে গিয়েছে।

বিভিন্ন রাজ্যে চাকরির প্রশ্নপত্র ফাঁসও সামনে এসেছে। ফলে অনিশ্চয়তার মেঘ ঘিরে থাকছে নতুন কর্মহীন প্রজন্মকে। রাহুল গান্ধির অভিযোগ, বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তাঁকে সংসদে আলোচনা করতে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি সরাসরি এজন্য আঙুল তুলেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার দিকে। পরিস্থিতি এমনই যে বিহারের ছাত্র-যুবদের কাজের দাবিতে আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে। সরকার কৃষকদের মতো ছাত্র-যুবদের আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে।

অমৃতধারা

হৃদয়ে একাগ্র হওয়া অথবা মস্তিষ্কে একাগ্র হওয়া উভয়ই হতে পারে- প্রত্যেকেরই নিজস্ব ফল আছে। প্রথমটি চৈত্যসত্তাকে উন্মীলিত করে এবং ভক্তি, প্রেম এবং মায়ের সঙ্গে মিলন, হৃদয়ে তাঁর সান্নিধ্য এবং প্রকৃতিতে তাঁর ক্রিয়াশক্তি এনে দেয়। অপরটিতে হয় আত্মসিদ্ধির দিকে মনের উন্মীলন, মনের উপরে যে চেতনা আছে তার দিকে, দেহের বাইরে চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ এবং দেহে উচ্চতর চেতনার অবতরণ। কখনও হৃদয়ে এবং কখনও মাথার উপরে একাগ্র হওয়াতে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু যে কোনও এক স্থানে একাগ্র হওয়ার মানে মনোযোগকে একটি বিশেষ স্থানে স্থির করে রাখা নয়, তোমার চেতনার অবস্থানটি যে কোনও একটি জায়গায় দিয়ে যেতে পার- কিন্তু একাগ্র হবে যেখানে সেই স্থানটিতে নয়- দিব্যের উপর।

-শ্রীঅরবিন্দ

নয়া বাংলাদেশের পাকিস্তান যাত্রা

নিঃশব্দে চলে গেল বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস, যা অস্বীকার করল ইউনূস সরকার। তাদের বহু সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন।

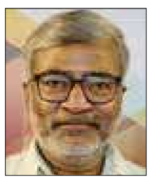

অমল সরকার

সনজীদা খাতুন চলে গেলেন। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ থেকে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লড়াইয়ে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে মৌলবাদ, অপ-ইসলামের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের প্রতীক হয়ে ওঠা এই নারী গোটা উপমহাদেশেই ধর্মনিরপেক্ষতার ঝান্ডা তুলে ধরেছিলেন, যা আজ তাঁর দেশটিতে চরম বিপন্ন।

বুধবার ৫৫তম স্বাধীনতা দিবস পালন করল শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ। যে দেশের প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে তাঁর সেই উদাত্ত ঘোষণা, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। পাকিস্তানের কবলমুক্ত হওয়ার অর্ধশতাব্দী পর বঙ্গবন্ধুর কথাই আজ সে দেশে সবচেয়ে ব্রাত্য। মুক্তি অধরা, বিপন্ন স্বাধীনতা। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের কবলমুক্ত হওয়া দেশটির প্রায় সবকিছুই একে একে মুছে ফেলা হয়েছে বিগত সাড়ে-সাত মাসে। অবশিষ্ট শুধু দেশের নামটুকু। উগ্র ইসলামপন্থীদের হুংকারে জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীতের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

বদলে যাওয়া বাংলাদেশের একটি নমুনা হতে পারে মুহাম্মদ ইউনূসের চিন সফর। স্বাধীনতা দিবসেই রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত করে তিনি চিনের বিমানে উঠেছেন। সেই চিন যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাই শুধু করেনি, পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চার বছর পর্যন্ত বিশ্বে বাঙালির প্রথম রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছিল। সেই চিনকে নজিরবিহীন গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান কর্ণধার বুঝিয়ে দিয়েছেন ২৬ মার্চ তাঁর কাছে ক্যালেন্ডারের একটা দিন মাত্র। এই দিনের বিশেষ কোনও তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করেন না।

আর পাকিস্তান? ১৯৭১ পূর্ববর্তী ২৪ বছর যাদের নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে বীর বাঙালি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধে সেই পরাজিত শক্তির গ্লানি আড়াল করতে ইউনূস সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি অবাক করা।

পাকিস্তানি সেনার আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক মুহূর্তটির ম্যুরাল তৈরি হচ্ছিল ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাবর্দী ময়দানে। আদালতের নির্দেশ আগের সরকারের ব্যবস্থাপনায় তৈরি হচ্ছিল মুক্তিযুদ্ধের দুই মহান সেনানী শেখ মুজিবুর রহমানের স্ট্যাচু এবং ইন্দিরা গান্ধির নামাঙ্কিত একটি অডিটোরিয়াম। সেগুলি বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই খাতে বরাদ্দ অর্থে একটি থানার বহুতল ভবন নির্মাণ হবে। সিদ্ধান্তে স্পষ্ট পাকিস্তানের পরাজয়, বাঙালির বিজয়ের স্মারক আজকের বাংলাদেশে ব্রাত্য। সিদ্ধান্তটি এমন সময় গৃহীত হল, যখন ঢাকায় পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ও বিদেশসচিবকে আপ্যায়নের তোড়জোড় চলছে।

সরকারি ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে ধানমন্ডি বত্রিশের ঘটনায়। সেনা-পুলিশকে সাক্ষী রেখে বঙ্গবন্ধুর বাড়িটি বিনা বাধায় ধূলিসাৎ করে দিতে পেরেছে তথাকথিত তৌহিদী জনতা (আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী) রূপধারী আইএস জঙ্গিরা। এর চাইতেও ভয়ংকর এবং বিস্ময়ের ইউনূস সরকারের আর এক সিদ্ধান্ত। তাদের তৈরি মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকে বাদ পড়ছেন স্বাধীনতার ঘোষক শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলি ও আবুল হাসনাত মহম্মদ কামরুজ্জামানের মতো মুক্তিযুদ্ধের কান্ডারিরা।

ইউনূস সরকারের মানদণ্ড অনুযায়ী, ময়দানে অস্ত্রহাতে লড়াই করা ব্যক্তিরাই শুধু মুক্তিযোদ্ধা। বাকিরা গণ্য হবেন 'মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক' বলে। এ যেন যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব সেনাপ্রধানকে বাদ দিয়ে বাহিনীর বাকিদের প্রদান। অর্ধশতাব্দী আগে প্রয়াত মুজিবকে নিয়ে বর্তমান সরকারের আপত্তি, আতঙ্ক অকল্পনীয়। ঢাকার অদূরে গাজিপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সচিব নমিতা দে'র চাকরি যাওয়ার জোগাড় হয়েছে এই 'অপরাধ'-এ যে তিনি, স্বাধীনতা দিবসে মুজিবুর সহ মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের আত্মার শান্তি কামনায় মসজিদ-মন্দিরে, স্কুল-কলেজে প্রার্থনাসভার আয়োজন করতে চিঠি লিখেছেন।

স্বীকৃতি কেড়ে নেওয়ার তালিকায় আগেই সংযুক্ত হয়েছে শেখ মুজিবের 'জাতির পিতা' পরিচয়টি। ইউনূস সরকার আদালতে জানিয়েছে, শেখ মুজিবকে তারা বাংলাদেশের জাতির পিতা বলে মানে না, মানে না 'জয় বাংলা'কে জাতীয় স্লোগান। সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং 'সমাজতন্ত্র' শব্দ দুটিও তারা বাদ দিতে চায়। সংবিধান সংশোধনের যাবতীয় আয়োজন চূড়ান্ত। আর কিছুদিন পর বাংলাদেশ হয়ে যাবে আর এক পাকিস্তান, যারা জন্মাবধি ইসলামিক রাষ্ট্র।

বাংলাদেশের মাটিতে রাজনৈতিক ইসলামি ভাবনার উত্থান নতুন নয়। দেশটির জন্মের আগে থেকে আছে জামায়াতে ইসলামির মতো কট্টরপন্থী দল, যারা ইসলামি আইন বা শরিয়ত নির্দেশিত পথে দেশ শাসনের সংকল্প ফিরি করে। ইসলামিক খিলাফত প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য নিষিদ্ধ হিজব-উত তাহিরীর। ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের। দিন পনেরো আগে ঢাকায় নিষিদ্ধ হিজবুতের বিনা বাধায় সভা, মিছিল করতে পারার ঘটনায় স্পষ্ট বাংলাদেশের বর্তমান শাসকেরা দেশকে আর একটি পাকিস্তান বানাতে চান, দেশে দেশে জঙ্গি আর জঙ্গিবাদ রপ্তানি করে যে দেশ নিজেই আজ অস্তিত্ব সংকটের মুখে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনের বাংলাদেশ নীতি এবং কৌশল নিয়ে যেটুকু ফাঁস করেছেন তা ভয়ংকর। হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার হরণ, দুর্নীতি-অপশাসন এবং ভোট কারচুপির অভিযোগগুলি গুরুতর। আবার বাংলাদেশের রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ধারাবাহিকতায় সেগুলি নতুন কিছু ছিল না। বরং ইসলামিক জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে হাসিনা সরকারের লড়াই ছিল অতুলনীয়। তারপর দক্ষিণ এশিয়ার এই ছোট দেশটিকে নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের ঘুম নষ্ট করা, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে কোটি কোটি ডলার ব্যয়ের নেপথ্যে শুধু বাংলাদেশ ছিল বলে মনে হয় না। বরং ভারতকেও চাপে রাখা ছিল অন্যতম কৌশল।

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে আর একটা পাকিস্তান তৈরি করা গেলে চিনের সঙ্গে লড়াইয়ে নয়াদিল্লিকে চাপে রাখা, দরকষাকষি সহজ হয় আমেরিকার। তাই আফগানিস্তানে একদা তালিবানদের উসকানি দেওয়ার কৌশল বাংলাদেশে কাজে লাগাতে চেয়েছে। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত থাকা জামায়াতের মতো দলকে বাইডেন প্রশাসন সামাজিক সংগঠন বলে মাথায় তুলেছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে দেশটিকে মৌলবাদীদের হাতে তুলে দিয়েছে। পরিবর্তনটি সবচেয়ে দৃশ্যমান ঢাকার রাজপথে। চাকরিপ্রার্থীদের প্রতিবাদ মিছিলে লাঠি মেরে, গ্যাস, জলকামান, সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে পুলিশ হিংসায় মাতলেও হিজবুতের সমাবেশকে খাতায়-কলমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেও বাহিনী ছিল হাত গুটিয়ে।

ভার্চুয়াল সভায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই বলেছেন, 'বাংলাদেশ এখন জঙ্গি রাষ্ট্র। জঙ্গিদের অভয়ারণ্য।' এমন মন্তব্যের জন্য হাসিনাকে রাজনীতিতে হয়তো আরও বেশি মূল্য চোকাতে হতে পারে, কিন্তু মানতেই হবে, তাঁর শাসনের অন্যতম অবদান বাংলাদেশকে জঙ্গিমুক্ত করা। শুধু নিজের দেশ নয়, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর শূন্য সহিষ্ণুতার অন্যতম সুবিধাভোগী বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত।

রাজনৈতিক শেখ হাসিনার বক্তব্যকে 'অভিযোগ' বলে উড়িয়ে দেওয়ার আগে জেনে রাখা জরুরি বাংলাদেশের প্রশাসন জঙ্গি দমন অভিযান থেকে 'জঙ্গি' শব্দটি মুছে ফেলতে বেশি আগ্রহী। ঢাকার পুলিশ তাই সন্ধ্যায় জঙ্গি দমন অভিযানের খবর দিয়ে মাঝরাতে প্রেস বিজ্ঞপ্তি সংশোধন করে। 'জঙ্গি' শব্দ ছেঁটে 'সন্দেহভাজন দুষ্কৃতকারী' লেখে। বিগত কয়েক মাস হল সেই অভিযানও বন্ধ। বিপরীতে বাংলাদেশ সরকার কয়েকশো দাগি জঙ্গিকে মুক্তি দিয়েছে অথবা তারা বিনা বাধায় জেল থেকে পালিয়েছে।

স্বভাবতই হাসিনার সময়ে বাংলাদেশে জঙ্গি দমন অভিযানের যে সুফল ভারত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি রাজ্যগুলি পেয়ে আসছিল, ৫ অগাস্ট সেই স্বস্তির অবসান হয়েছে। জঙ্গিবাদ-মৌলবাদের আত্মীয়তা কাঁটাতারের বেড়াজালে আটকে থাকে না। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিলে তাদের এপারের স্বজনেরাও গা-ঝাড়া দেবে, এটাই স্বাভাবিক। আরও বড় প্রশ্ন, ওপারের ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির মোকাবিলায় এপারের হিন্দু কট্টরবাদীদের এগিয়ে দিয়ে ভোটের বাক্সে ধর্মীয় মেরুকরণের চেনা রাস্তাতেই কি হাঁটবে শাসকরা? মনে রাখা দরকার হাসিনা মৌলবাদ, জঙ্গিবাদের যে বিপদের মোকাবিলা করেছেন, আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা তার চাইতে অনেক বেশি দুশ্চিন্তার। বাংলাদেশ বিপন্ন বাংলাদেশেই।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৬৬

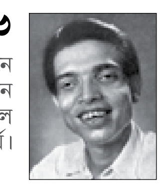

আজকের দিনে প্রয়াত হন শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য।

১৯৮৫

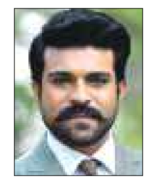

দক্ষিণী অভিনেতা রাম চরণ জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি জানি না, ঠিক কী হচ্ছে। অধ্যক্ষকে অনুরোধ করেছিলাম, আমাকে কিছু বলতে দেওয়া হোক। উনি কার্যত পালিয়ে গেলেন। আমাকে বলতে না দেওয়ার জন্যই ওইভাবে চলে গেলেন। কুম্ভমেলা, বেকারসমস্যা নিয়ে বলতে চেয়েছিলাম। দেশে এখন গণতন্ত্রের জায়গা নেই।

-রাহুল গান্ধি

ভাইরাল/১

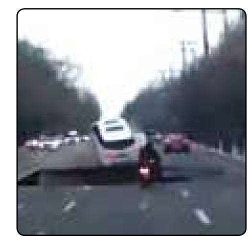

দক্ষিণ কোরিয়ায় বাইকারের সিঙ্কহোলে পড়ার ভিডিও ভাইরাল। রাস্তায় বিশাল সিঙ্কহোল তৈরি হয়েছিল। অল্পের জন্য রক্ষা পায় একটি গাড়ি। পিছনের বাইক আরোহী টাল সামলাতে না পেরে গর্তে গিয়ে পড়েন। তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

ভাইরাল/২

তামিলনাড়ুর এক বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীটি। একটি বাস আসতেই হাত তোলে সে। না দাঁড়িয়ে চলে যায় বাস। পরীক্ষাকেন্দ্রে সময়মতো পৌঁছোতে প্রাণপণে দৌড়ে চলন্ত বাসে ওঠে সে। বরখাস্ত চালক ও কনডাক্টর।

জনমন
জনমত

জনপ্রিয়তার জন্য অশ্লীলতা কাম্য নয়

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে চটজলদি অর্থ উপার্জনের মাধ্যম রিলস। আর এই রিলস নেশাগ্রস্তের মতো সবাইকে গ্রাস করছে। কিন্তু যাঁরা এই সব রিলস বানাচ্ছেন তাঁরা জনপ্রিয়তার জন্য নানারকম অশ্লীলতা বেছে নিচ্ছেন। বর্তমান তরুণ সমাজের মূল্যবোধ, চেতনাবোধ, সম্পর্কবোধ - সব শেষ করে দিচ্ছে এই রিলস। আসলে একটা গোটা প্রজন্ম ধ্বংস হতে বসেছে শুধুমাত্র এই রিলসের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে।

আজকাল খুব সহজে আয় বাড়াতে মানুষজন গঠনমূলক রিলস না বানিয়ে অশ্লীল রিলস বানাতে বেশি উৎসাহী। কারণ গঠনমূলক রিলসগুলো যতটা না ভিউ, লাইক, কমেন্ট পায় তার থেকে বহুগুণ বেশি ভিউ, লাইক, কমেন্ট পায় অশ্লীল রিলসগুলি। শুধুমাত্র জনপ্রিয়তার জন্য অশ্লীলতা কোনও মতেই কাম্য নয়।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অশ্লীলতায় পূর্ণ এইসব রিলস নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। না হলে ভারতীয় সংস্কৃতি যেভাবে নিম্নরুচির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে শিক্ষাসংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে গোটা সমাজ।

সরকারের উচিত তরুণ সমাজের জন্য পর্যাপ্ত চাকরির পরিকাঠামো তৈরি করা, যাতে সহজে ও চটজলদি অর্থ উপার্জনের মোহ এবং সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের এই নিন্দনীয় প্রয়াস থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তরুণ সমাজ।

সেই সঙ্গে বাবা-মায়েদেরও উচিত সন্তান সোশ্যাল মিডিয়ায় কোন ধরনের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছে সেদিকে নজর রাখা। রিলসের মাধ্যমে সন্তান যে অর্থ উপার্জন করছে সেই রিলস সমাজে কী প্রভাব ফেলছে তা লক্ষ্য রাখাও কিন্তু বাবা-মায়ের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু বাস্তবে কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখি, কিছু বাবা-মা'ই সন্তানদের চরম উৎসাহিত করে, অশ্লীল রিলস বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন দ্রুত অর্থ উপার্জনের জন্য।

বাবা-মায়েদেরও উচিত ছোট থেকেই সন্তানদের সুশিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সন্তানদের মধ্যে রুচিবোধ, মূল্যবোধ, চেতনাবোধ গড়ে তোলা। তবেই মনে হয় তরুণ সমাজ চটজলদি জনপ্রিয়তা ও অর্থ উপার্জনের জন্য অশ্লীল রিলস বানানো থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

মনোমিতা চক্রবর্তী
করলাভ্যালি টি গার্ডেন, মোহিতনগর, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ঢাকা ও রবীন্দ্রসংগীতের মেলবন্ধনের মুখ

বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত প্রসারের অন্যতম মুখ সনজীদা খাতুনের প্রয়াণে আঁধার নামল ওপার বাংলার সংস্কৃতি মহলে।

অজন্তা সিনহা

স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগের দিনে অস্থির বাংলাদেশে সনজীদা খাতুনের প্রয়াণ অনেক কিছু দেখিয়ে গেল। এই বাংলাদেশকে তিনি নিশ্চয়ই চাননি, যেখানে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে, তাঁর সোনার বাংলা গান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম বড় ভূমিকা ছিল সনজীদার। মৌলবাদ থেমে গিয়েছিল তাঁর গানের শক্তির কাছে। তাঁর মরদেহ মাঝখানে রেখে তাঁর বিশাল প্রতিষ্ঠান ছায়ানটের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী গাইছিলেন, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। এটা বোধহয় আকাশের বাসিন্দা সনজীদাকে সবচেয়ে তৃপ্ত করবে। এমনই নিশ্চয়ই তাঁর স্বপ্নে ছিল। তাঁকে দেখে যেতে হল না, রবীন্দ্রসংগীতই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত থেকে গিয়েছে। বদলায়নি।

বাংলাদেশে যাঁরা যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, অধিকাংশরই শিক্ষা সনজীদার কাছে। যে সনজীদার শিকড় ছিল শান্তিনিকেতনে। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, শান্তিদেব ঘোষদের হাত ধরে তাঁর বড় হওয়া। শুধু শিল্পী নন, লেখক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তিনি।

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা যেমন বললেন, '১৯৬৭ সালে ওঁর প্রতিষ্ঠিত ছায়ানটে গানের পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ শুরু হল। যখন শান্তিনিকেতন গেলাম, তখনও সনজীদাদিই আমায় ৪-৫টি গান তৈরি করে দেন, ভর্তির পরীক্ষার জন্য। বাংলাদেশ ফিরে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত টানা দশ বছর গান শিখিয়েছি ছায়ানটে।' এরপর ১৯৯২ সালে রেজওয়ানার আবার শান্তিনিকেতন যাওয়া। 'সেই সময় মোহরদি বললেন, এবার নিজের স্কুল প্রতিষ্ঠা করো। আমি বাংলাদেশ ফিরে যখন কথাটা সনজীদাদিকে জানাই, উনি সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলেন। খুবই খোলা মনের মানুষ ছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতে মহীরুহের মতো।'

সনজীদাকে বাংলা কী চোখে দেখে, তা বোঝা যায় দুই বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীর পরিবারের উত্তরসূরিদের সঙ্গে কথা বলে।

সুভাষ চৌধুরী, সুপূর্ণা চৌধুরীর কন্যা শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায় বলছিলেন, 'ছোটবেলা থেকে বাবা-মায়ের কাছে এই নামটা শুনে বড় হয়েছি। কত মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে সনজীদাদির বিভিন্ন কর্মযজ্ঞকে কেন্দ্র করে। নিজে যে খুব সব সময় প্রচারের আলোয় থেকেছেন, তা একেবারেই নয়। চেষ্টা করেছেন ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করতে। কষ্ট হচ্ছে ভেবে যে এই মানুষগুলো হারিয়ে যাচ্ছেন, যাঁরা নিভৃত সাধনায় রবীন্দ্রচর্চায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন।'

একই রকম অভিব্যক্তি কণিকার বোনপো প্রিয়ম মুখোপাধ্যায়ের, এত বৃহৎ একটা জীবন! এত বিস্তৃত তাঁর জ্ঞানলব্ধ অধ্যায়! আমার বড় মাসি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেসো বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। শুধু গান নিয়ে নয়, আলোচনা হত সার্বিকভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনধারা, তাঁর অপার সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে। শান্তিনিকেতনের আদর্শেই ছায়ানটকে গড়ে তোলেন তিনি।

এই ছায়ানট ছিল সনজীদার প্রাণ। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। উনি অসুস্থ ছিলেন। কণিকার হয়ে তাঁর বোন বীথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরা সর্বাধিকারী ও প্রিয়ম গিয়েছিলেন সম্মাননা নিতে। সেখানে সনজীদার উপস্থিতিতে যে শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মাননা জানানো হয় কণিকাকে, তাতে বোঝা যায় তাঁরা কণিকাকে কত প্রাণের ভাবেন!

সনজীদাই বাংলাদেশ ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে সেতু তৈরির কাজ করেন। তারপর আসেন রেজওয়ানা। ধীরে ধীরে কত নাম। বাংলাদেশের মতো শান্তিনিকেতনও কখনও ভুলবে না সনজীদাকে।

(লেখক সাংবাদিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯৯

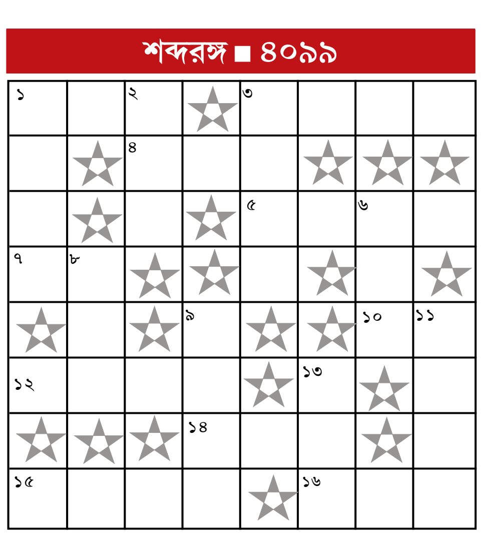

পাশাপাশি : ১। গুরু, শিক্ষক, পটু, সংগীতাচার্য ৩। বালগোপাল, বালক শ্রীকৃষ্ণ ৪। গোত্র প্রবর্তক মুনিবিশেষ ৫। শিব, শিবের মতো সাদাসিধে ভালো মানুষ ৭। বিশেষ ধরনের ঘাস দিয়ে তৈরি বড় লম্বা মাদুর ১০। মেয়েদের নাকে পরবার গয়নাবিশেষ ১২। ঝোলাগুড় ১৪। মদত শব্দের ভিন্নরূপ ১৫। চলায় বলায় অনাবশ্যক দ্রুততার ভাব ১৬। সূর্য।

উপর-নীচ : ১। উত্তরাধিকারী ২। দশদিন, দশদিন ধরে উৎসব ৩। দেবতার সকালের ভোগ ৬। বালক, নির্বোধ, বিচারবুদ্ধিহীন ৮। বড় থালা ৯। শক্ত কিছু চিবানোর শব্দ, রেগে গিয়ে দাঁত ঘষার শব্দ ১১। প্রবল কাঁপুনির ভাব ১৩। মানুষ, মরদ, স্বামী।

সমাধান ■ ৪০৯৮

পাশাপাশি : ২। ধাপ্পাবাজি ৫। জঙ্গম ৬। বারদরিয়া ৮। তিরি ৯। বাণ ১১। আনারকলি ১৩। শাবক ১৪। চাকচিক্য।

উপর-নীচ: ১। রাজসাপ ২। ধাম ৩। বাহার ৪। বেহায়া ৬। বারি ৭। দক্ষিণ ৮। তিমির ৯। বালি ১০। মরকত ১১। আদম ১২। কথক ১৩। শাক্য।

বিন্দুবিসর্গ

বাপুজি সংবিধানকে বাঁচিয়ে রেখো

লন্ডনে গান্ধিমূর্তিতে শ্রদ্ধা মমতার

লন্ডন, ২৬ মার্চ : একুশে জুলাইয়ের ধর্মতলা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় শুধুমাত্র তাঁর ভাষণ শোনার জন্য। শুধুমাত্র তাঁকে দেখতেই লক্ষাধিক মানুষের ব্রিগেড সমাবেশ হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক। এবার সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে খাস বিলেতে পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি বক্তৃতা দেবেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। অগ্নিকন্যার বক্তৃতা ঘিরে বিলেতভূমে এতটাই আগ্রহ তৈরি হয়েছে যে মূল অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘণ্টা আগেই অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজের হল হাউসফুল হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার অনুষ্ঠানে প্রবেশ অবাধ হলেও রীতি অনুযায়ী অগ্রিম আসন সংরক্ষণ পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাউসফুল হয়ে যাওয়ায় যাঁরা এখন আবেদন করেছেন তাঁদের নাম পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ওয়েটিং লিস্টে। পূর্ণ এবং আংশিক সময়ের নিরিখে অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজেই পড়ুয়ার সংখ্যা সর্বাধিক। ভারতীয় তো বটেই, বাঙালি পড়ুয়ার সংখ্যাও কম নয় অক্সফোর্ডে। তাই স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা ঘিরে আগ্রহ তুঙ্গে।

লন্ডনের রাস্তায় মমতার সঙ্গে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার।

এদিকে অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগে যথেষ্ট ফুরফুরে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বেলা ১২টার পর তিনি লন্ডনের রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। চলতে চলতে মহাত্মা গান্ধির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান তৃণমূলনেত্রী। তখন তাঁর মনে পড়ে হাতে ফুল নেই। সেই সময় নিরাপত্তারক্ষীরা পাশের বাগান থেকে ফুল এনে দেন। সেই ফুল গান্ধিমূর্তির পায়ে অর্পণ করে মোদি সরকারকে নিশানা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাপুজি সংবিধানকে বাঁচিয়ে রেখো।' বাণিজ্য সম্মেলনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এদিন ব্রিটেনের সরকারিস্তরে বিটুজি, বিটুবি বৈঠক হয়। রাজ্যের মুখ্যসচিব ড. মনোজ পন্থ ,শিল্প দপ্তরের প্রধান সচিব বন্দনা যাদব ওই বৈঠকে অংশ নেন।

লন্ডনের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটা (ভারতীয় সময় রাত ১১টা) থেকে শুরু মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান। অভ্যর্থনা পর্ব সেরে আলোচনা শুরু হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও থাকবেন কলেজের সভাপতি অধ্যাপক জোনাথন মিচি এবং কলেজের ফেলো তথা বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোগী লর্ড করণ বিলিমোরিয়া। হাজির থাকার কথা রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও।

'সামাজিক উন্নয়ন-বালিকা, শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানে কীভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নারী ক্ষমতায়ন করেছেন সেই বার্তা দেবেন মমতা। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সাড়া ফেলা প্রকল্পগুলি কীভাবে বাংলার মহিলাদের হাত শক্ত করেছে সেই কথা তুলে ধরবেন তিনি। ১৯৮৪ সালে যাদবপুরের সাংসদ হয়ে যাঁর পথচলা শুরু, একাধিকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম প্রধান নেত্রী হিসেবে তাঁর দীর্ঘ যাত্রাপথের গল্পও শোনাবেন মমতা।

সূত্রের খবর, অধ্যাপক মিচি এবং বিলিমোরিয়া অনেকটা সূত্রধরের ভূমিকা পালন করবেন। এক ঘণ্টার বক্তৃতাপর্ব শেষ হওয়ার পর স্থানীয় রীতি মেনে পানভোজন পর্ব এবং মত বিনিময় হওয়ার কথা। অক্সফোর্ডের যে কোনও কলেজেই এই ধরনের বক্তৃতার পর বক্তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের রীতি আছে। তবে বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত নয় বলেই খবর।

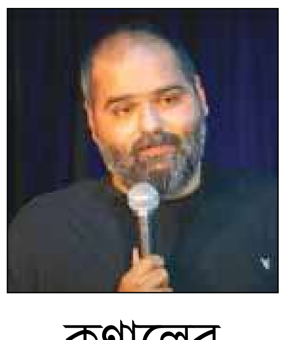

কুণালের প্যারোডিতে বিদ্ধ নির্মলা

মুম্বই, ২৬ মার্চ : ক্ষোভ, বিক্ষোভ, ভাঙচুর, হুমকি, পুলিশি তলব...। কুণাল কামরার ওপর রাজনৈতিক ও আইনি চাপ ক্রমশ বাড়ছে। অবশ্য কুণাল আছেন কুণালেই। বুধবার হাজিরার জন্য তাঁকে দ্বিতীয়বার তলব করেছে মুম্বই পুলিশ। তারই মধ্যে আরও একটি গানের প্যারোডি বাজারে ছেড়েছেন কুণাল। সেখানে কটাক্ষের তির যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে লক্ষ্য করেই, তা নিয়ে শ্রোতা মহলে দ্বিমত নেই।

এদিন এক্স হ্যান্ডেলে 'মিস্টার ইন্ডিয়া' ছবির বিখ্যাত গান 'হাওয়া হাওয়াই'র প্যারোডি পোস্ট করেছেন কুণাল। সেখানে কৌতুক শিল্পীকে নিজস্ব কায়দায় গাইতে শোনা যাচ্ছে, 'আপকা ট্যাক্স কা পেয়সা হো রহা হ্যায় হাওয়া হাওয়াই।' এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'ট্রাফিক বড়ানে ইয়ে হ্যায় আয়ি, ব্রিজেস গিরানে ইয়ে হ্যায় আয়ি, কহতে হ্যায় ইসকো তানাশাহি।' পরবর্তী ধাপে অর্থমন্ত্রীর নাম নিয়েছেন কুণাল। তাঁর কথায়, 'লোগও কি লুটনে কামাই, শাড়িওয়ালি দিদি আয়ি, স্যালারি চুরানে ইয়ে হ্যায় আয়ি, মিডলক্লাস দবানে ইয়ে হ্যায় আয়ি, পপকর্ন খিলানে ইয়ে হ্যায় আয়ি, কহতে হ্যায় ইসকো নির্মলা-তাই।'

খবর, গত এক সপ্তাহে কুণালের কাছে ৫০০-র বেশি হুমকি ফোন ও মেসেজ এসেছে। এরমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রাণনাশের হুমকির ফোন ছিল। কুণালের আইনজীবী জানিয়েছেন, মুম্বই পুলিশের সামনে হাজির হতে এক সপ্তাহ সময় চেয়েছেন তাঁর মক্কেল। তারপরেও কুণালকে হাজির হতে বলে এদিন ফের সমন পাঠিয়েছে পুলিশ।

ধর্মীয় অবমাননা
৫ জনের মৃত্যুদণ্ড পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ, ২৬ মার্চ : অনলাইনে ধর্মীয় অবমাননামূলক পোস্টের অভিযোগে ৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিল পাকিস্তানের এক আদালত।এই ধরনের ঘটনা সম্প্রতি লাগাতার বাড়ছে পাকিস্তানে। এক আইনজীবী জানিয়েছেন, হজরত মহম্মদ সম্পর্কে অবমাননাকর লেখা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা অভিযোগ ছিল ওই ৫ জনের বিরুদ্ধে। ৫ জনের মধ্যে একজন আফগানিস্তানের নাগরিক।

মার্কিন পণ্যে কমছে শুল্ক

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : মার্কিন বাইক আর সুরাপ্রেমী ভারতীয়দের জন্য সুখবর! ট্রাম্প সরকারের পারস্পরিক শুল্ক নীতি চালু হওয়ার আগেই ভারতে কমতে পারে হার্লে ডেভিডসন বাইক এবং বোরবন হুইস্কির ওপর শুল্কের হার। অতীতে আমেরিকা থেকে আমদানি করা এই দুই পণ্যের ওপর যথাক্রমে ১০০ শতাংশ এবং ১৫০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছিল ভারত। পরবর্তীকালে তা কমে ৪০ শতাংশ এবং ১০০ শতাংশ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ২ এপ্রিলের আগে শুল্কের সেই হার আরও কমতে পারে। এছাড়া ক্যালিফোর্নিয়ান ওয়াইনের ওপর থেকেও আমদানি করের পরিমাণ অনেকটাই কমতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় এদেশে বাইক, সুরা, ওষুধ ও রাসায়নিক রপ্তানির ওপর জোর দিয়েছেন মার্কিন প্রতিনিধিরা। সেই মতো সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলির ওপর শুল্কের ভার লাঘব করার বিষয়টি খতিয়ে দেখছে কেন্দ্র।

চিনে পৌঁছোলেন প্রধান উপদেষ্টা
ভারতেই আসতে চেয়েছিলেন ইউনূস

ঢাকা, ২৬ মার্চ : শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে পাল্লা দিয়ে ভারতবিদ্বেষ বাড়লেও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সবার আগে নয়াদিল্লি সফরেই যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারত থেকে সাড়া না পাওয়ায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে এমনই দাবি করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

বুধবারই চারদিনের সফরে চিনে গিয়েছেন ইউনূস। দুপুরে চায়না সাদার্ন এয়ারলাইন্সের বিশেষ উড়ানে ঢাকা ছাড়েন তিনি। বাংলাদেশের স্থানীয় সময় বিকাল সওয়া চারটের দিকে হাইনান প্রদেশের কিয়োংহাই বোয়াও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁর বিমান অবতরণ করে। তাঁকে স্বাগত জানান চিনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. নজমুল ইসলাম এবং হাইনান প্রদেশের ডেপুটি গভর্নর। ২৮ মার্চ বেজিংয়ে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বৈঠক করবেন। বাংলাদেশে চিনা বিনিয়োগ টানতেই ইউনূসের এই সফর বলে জানা গিয়েছে।

ইউনূসকে অভ্যর্থনা কিয়োংহাই বোয়াও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।

বাংলাদেশে চিনা গতিবিধি বাড়লে যে তা ভারতের নিরাপত্তা পরিস্থিতির পক্ষে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হবে, সেটা নয়াদিল্লির অজানা নয়। তাছাড়া ইদানীংকালে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সখ্যও যথেষ্ট বেড়েছে। তাই শেখ হাসিনাকে নিয়ে টানাপোড়েন থাকলেও নয়াদিল্লি বরাবরই ঢাকার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার বার্তা দিয়ে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে চিনের আগে প্রধান উপদেষ্টা ভারতে যেতে চেয়েছিলেন বলে যে দাবি বাংলাদেশ করেছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। শফিকুল আলম বলেন, 'চিন সফর চূড়ান্ত করার অনেক আগেই প্রধান উপদেষ্টা ভারতে যেতে চেয়েছিলেন। গত বছর ডিসেম্বরে সেই ইচ্ছার কথা জানিয়ে নয়াদিল্লিকে বার্তা দিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি।' চিন থেকে ফিরলে আগামী মাসের বিমস্টেক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার কথা ইউনূসের। ৩-৪ এপ্রিল ওই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ইউনূসের সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই ব্যাপারে ইউনূসের প্রেস সচিব বলেন, 'অনেক দিন আগে এই ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে ভারতকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু ভারত এখনও ওই বৈঠক নিয়ে কিছু জানায়নি।'

> চিন সফর চূড়ান্ত করার অনেক আগেই প্রধান উপদেষ্টা ভারতে যেতে চেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় ভারত থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি।
>
> **শফিকুল আলম**

প্রয়াত সনজীদা খাতুনকে শেষ শ্রদ্ধা তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছায়ানটে। ঢাকায় বুধবার।

সনজীদা খাতুনকে অন্তিম শ্রদ্ধা

ঢাকা, ২৬ মার্চ : প্রয়াত রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী সনজীদা খাতুনকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানালেন বাংলাদেশের অগুনতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষক সহ সর্বস্তরের মানুষ। বুধবার ছায়ানট সংস্কৃতি ভবন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রয়াত শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তারপর সেখান থেকে সনজীদা খাতুনের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকার শহিদ মিনারে। সেখানে ফুলে, গানে, কবিতায় প্রয়াত শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ মানুষ।

কেন্দ্র, স্পিকারকে তির রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : মুখে যতই সহযোগিতামূলক গণতন্ত্রের বড়াই করা হোক, মোদি সরকার যে আদতে বিরোধীস্বর স্তব্ধ করতে চায়, সেই কথা বুধবার ঠারেঠোরে জানিয়ে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রায়বেরেলির সাংসদের অভিযোগ, তিনি বিরোধী দলনেতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সংসদের ভিতরে বলতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই মর্মে তিনি কেন্দ্রের পাশাপাশি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার দিকেও তির ছুড়েছেন। তাঁর অভিযোগ, স্পিকার অগণতান্ত্রিকভাবে লোকসভার কাজ পরিচালনা করছেন। সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল বলেন, 'আমি জানি না কী হচ্ছে। আমি স্পিকারকে অনুরোধ করেছিলাম, আমাকে যেন বলতে দেওয়া হয়। কিন্তু উনি পালিয়ে গেলেন। এইভাবে সভার কাজকর্ম চলে না। স্পিকার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। উনি আমাকে বলতেই দিলেন না। উনি আমার সম্পর্কে কিছু বললেন। তারপর সভা মুলতুবি করে চলে গেলেন, যার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।'

সংসদে বিরোধীদের যে মোদি সরকার বলতে দেয় না, এই অভিযোগ নতুন নয়। বিরোধীরা বলতে উঠলেই মাইক বন্ধ করে দেওয়া, সংসদ টিভির ক্যামেরা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখা নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন কংগ্রেস, তৃণমূল, সপার মতো ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা। সেই সুর ধরে এদিন রাহুল বলেন, 'বিরোধী দলনেতাকে বলতে দেওয়াটা পরম্পরা। কিন্তু আমি যখনই বলতে যাই তখনই আমাকে বাধা দেওয়া হয়। আমি জানি না সভা কীভাবে পরিচালিত হবে। আমরা যা বলতে চাই তা আমাদের বলতে দেওয়া হচ্ছে না।' রাহুলের তোপ, 'গণতন্ত্রের মূল্যবোধের সঙ্গে আপস করা হচ্ছে। আমি চুপ করে বসে থাকি। তবুও আমাকে বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বিরোধীদের যেন কোনও ঠাঁই নেই। শুধুমাত্র সরকারেরই জায়গা আছে। আমাকে ৭-৮ দিন ধরে বলতে দেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী যখন কুম্ভমেলা নিয়ে বলছিলেন, তখন আমিও বেকারত্ব নিয়ে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তখনও আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি।'

এদিন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা এবং সাংসদদের সংসদীয় নিয়মনীতি মেনে চলার ও সভার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার বার্তা দেন স্পিকার। যদিও বিজেপি নেতা অমিত মালব্যের খোঁচা, 'বিরোধী দলনেতাকে মৌলিক সংসদীয় নিয়মকানুন মনে করিয়ে দিচ্ছেন স্পিকার। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে।'

বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ দেখতে পাবে না ভারত

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : ২০২৫ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে আগামী শনিবার (২৯ মার্চ)। এটি একটি আংশিক সূর্যগ্রহণ। তবে দেখার সুযোগ হবে না ভারতবাসীর। নাসা জানিয়েছে, ২৯ মার্চের এই আংশিক সূর্যগ্রহণ ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আর্কটিক (উত্তর মেরু) অঞ্চলের কিছু অংশ থেকে দেখা যাবে। মূলত নিউ ইয়র্ক, বস্টন, মন্ট্রিল এবং কুইবেক সহ উত্তর আমেরিকার কিছু অংশে দৃশ্যমান হবে। এছাড়া আফ্রিকার কিছু অংশ, সাইবেরিয়া, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চলে এই গ্রহণ দেখা যাবে। তবে না! ভারতের আকাশে এটি দেখা যাবে না। কারণ চাঁদের ছায়া ভারতের ওপর এবার পড়বে না।

ভারতীয় সময় অনুযায়ী, সূর্যগ্রহণ শুরু হবে দুপুর ২:২০ মিনিটে এবং শেষ হবে সন্ধ্যা ৬:১৩ মিনিটে। গ্রহণের সর্বোচ্চ অবস্থা হবে বিকেল ৪:১৭ মিনিটে। নাসার পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫ সালে দুটি সূর্যগ্রহণ হবে। ২৯ মার্চের পর দ্বিতীয়টি ২১ সেপ্টেম্বর দেখা যাবে।

ইদের পরই কি ওয়াকফ বিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : ইদের পরই সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করতে চলেছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, ১ থেকে ৪ এপ্রিলের মধ্যে বিলটি সংসদে উপস্থাপন করা হবে। ৪ তারিখ বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন। তবে সরকার কবে নাগাদ বিলটি পেশ করবে তা নিশ্চিত নয়। ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ, বিলটি সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এটি সংবিধানের ওপর আঘাত। এই বিলের প্রতিবাদে ইতিমধ্যে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড দেশব্যাপী আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেছে। বুধবার এই বিলের প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ সমাবেশে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, 'ক্ষমতায় থাকি বা না থাকি, আমরা এই অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক বিলের বিরুদ্ধে আছি। সংসদের উভয় কক্ষে আমরা এই বিলের প্রতিবাদে সরব হয়েছিলাম। বিহার বিধানসভা এবং বিধান পরিষদেও বিলের বিরোধিতা করেছি। আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব যাতে এই বিলটি পাশ করানো যেতে না পারে। দেশে স্বৈরতন্ত্র চলছে। বিভাজনের চেষ্টা চলছে।' এদিকে, বিজেপি সাংসদ এবং ওয়াকফ সংক্রান্ত জেপিসি-র চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড-এর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু ও মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড পরিকল্পিত রাজনীতির মাধ্যমে দেশের সংখ্যালঘুদের ভুল পথে চালিত করছে।'

এপিকই অস্ত্র জোড়াফুলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : আগামী বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে ভুতুড়ে ভোটার তালিকা এবং সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র বা এপিকই হতে চলেছে তৃণমূলের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এই ইস্যুতে মোদি সরকার এবং বিজেপির বিরুদ্ধে তেড়েফুঁড়ে আন্দোলনে নামতে চাইছে তৃণমূল। আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণে ইতিমধ্যেই দলের অন্দরে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে শাসকদল আপাতত ধীরে চলো নীতি নিয়েই এগোতে চাইছে। শাসক শিবিরকে চলতি সপ্তাহ পর্যন্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আলোচনার সিদ্ধান্ত না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে তৃণমূল। দলের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অহেতুক বিশৃঙ্খলা তৈরি না করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা হবে।

দলীয় সূত্রের খবর, অন্যান্য ইস্যুর গুরুত্ব ছোট করে দেখা হবে না, তবে এপিক থাকবে শীর্ষে। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'আমরা আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব। তারপর পিকচার আভি বাকি হ্যায়, অর্থাৎ এরপর আরও বড় কিছু অপেক্ষা করছে।' গত সপ্তাহে রাজ্যসভায় এপিক ইস্যুতে আলোচনা চেয়েছিলেন চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। কিন্তু এখনও আলোচনা শুরু না হওয়ায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও লোকসভায় এপিক নিয়ে সরব হতে চান।

এদিকে লোকসভার সাংসদ বাপি হালদার মনরেগা ইস্যুতে কেন্দ্রের জবাবদিহি চেয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। সেই প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উত্তরকে ভিত্তি করে তৃণমূল স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ দিতে চলেছে।

ফের আত্মঘাতী শিক্ষার্থী

জয়পুর, ২৬ মার্চ : রাজস্থানের কোটার জওহরনগরে এক মেডিকেল পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। ছাত্রাবাসের ঘরেই তার দেহ উদ্ধার হয়েছে। অভিযোগ, সে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু ঘটনাস্থল থেকে কোনও চিরকুট মেলেনি। এই নিয়ে চলতি বছরে কোটায় ৯ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, ১৭ বছরের হরসরাজ শংকর বিহারের নালন্দার বাসিন্দা। মেডিকেল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সে কোটায় এসেছিল।

রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান দিল্লির ■ ভারতের দৃষ্টান্ত টেনে নির্দেশ জারি ট্রাম্পের

র-কে নিষিদ্ধ করার দাবি মার্কিন কমিশনের

ওয়াশিংটন, ২৬ মার্চ : শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে ভারতের গুপ্তচর সংস্থা র-কে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করল আমেরিকার আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত মার্কন কমিশন। প্রকাশিত রিপোর্টে তির ছোড়া হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকেও।

মঙ্গলবার কমিশন প্রকাশিত বার্ষিক রিপোর্টে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-কে নিষিদ্ধ করার দাবির সঙ্গে ভারতে সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচারের অভিযোগের উল্লেখও রয়েছে রিপোর্টে। ভারতের মাটিতে সংখ্যালঘুরা খারাপ ব্যবহারের স্বীকার হচ্ছেন। কমিশন ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘনের কারণে ভারতকে 'বিশেষ উদ্বেগের দেশ' হিসেবে চিহ্নিত করার সুপারিশও করা হয়েছে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে নির্বাচনি প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার করেছিলেন। মার্কিন কমিশনের রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছে ভারত। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল কড়া ভাষায় বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, গণতন্ত্র ও সহনশীলতার আলোকবর্তিকা হিসেবে ভারতের অবস্থানকে দুর্বল করার চেষ্টা সফল হবে না। রিপোর্টটি পক্ষপাতদুষ্ট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

মোদির ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা তলানিতে। রিপোর্ট বলছে, আমেরিকা ও কানাডায় শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বাড়বাড়ন্তের অভিযোগ এনে তাঁদের নিশানা করেছে ভারত। তার ফলে ওই দুই দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আগের মতো নেই। প্রাক্তন ভারতীয় গোয়েন্দা বিকাশ যাদব খালিস্তানপন্থী নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আমেরিকায় যাদবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। এর জেরে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক চিড় ধরে। পর্যবেক্ষকদের মতে, নিষেধাজ্ঞা আরোপের সম্ভাবনা কম। ২০২২ থেকে ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ তুলছে কমিশন। এবার তাদের রিপোর্টে যুক্ত হয়েছে র-কে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব। প্রাক্তন প্রসিডেন্ট বাইডেন আমল দেননি। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি দেবেন?

আমেরিকায় ভোটার হতে চাই নাগরিকত্বের প্রমাণ

ওয়াশিংটন, ২৬ মার্চ : ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হলে দিতেই হবে নাগরিকত্বের প্রমাণ। মঙ্গলবার এমনই এক নির্দেশনামা জারি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, এর ফলে নির্বাচনে কারচুপির আশঙ্কা কমবে। ভারতের উদাহরণ টেনে ট্রাম্প জানান, ভারতে ভোটদানের ক্ষেত্রে নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল করতে হয়। সেখানে ভোটারদের যাবতীয় তথ্য বায়োমেট্রিক ডেটাবেসে নথিবদ্ধ থাকে। ব্রাজিলেও একই নিয়ম চালু রয়েছে। অন্যদিকে, আমেরিকায় মানুষজন ভোট দেন স্ব-প্রত্যয়িত ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, 'জালিয়াতি, ত্রুটি বা সন্দেহমুক্ত অবাধ এবং স্বচ্ছ নির্বাচন আমাদের সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র বজায় রাখার অন্যতম শর্ত। মার্কিনদের ভোট ঠিকভাবে গণনা এবং তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি নির্বাচনে বিজয়ীকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ২০২০-র নির্বাচনে গণনায় জালিয়াতি করে তাঁকে হারানো হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন। ২০২৫-এ দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হয়েও সেই অবস্থান থেকে সরে আসেননি ট্রাম্প।

মঙ্গলবারের নির্দেশ জারি করার আগে রিপাবলিকান পার্টির ন্যাশনাল কমিটি বিভিন্ন রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। সেখানে বহু ভূতুড়ে ভোটারের খোঁজ মিলেছে। তারপরেই ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিকত্বের প্রমাণ বাধ্যতামূলক করার পথে হেঁটেছেন ট্রাম্প। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে অবৈধ হিসাবে চিহ্নিত, মৃত এবং আমেরিকায় দীর্ঘদিন না থাকা ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া শুধু নির্বাচনের দিনেই যাতে ভোটাররা ভোট দেন, তা নিশ্চিত করার পক্ষে সওয়াল করেছেন ট্রাম্প। বর্তমানে আমেরিকার বেশ কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচনের পরেও ব্যালটপত্র জমা দিতে পারেন ভোটাররা। এবার সেই প্রথায় স্থায়ী ভাবে রাশ টানতে চলেছে ট্রাম্প সরকার। প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেরিপাবলিকান পার্টি এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আশা করা যায়, নয়া নির্দেশের ফলে আগামী দিনে নির্বাচনে জালিয়াতি বন্ধ হবে।'

ক্রিকেটার সামির বোনের নাম ১০০ দিনের কাজে

লখনউ, ২৬ মার্চ : ক্রিকেটার মহম্মদ সামির বোন ও তাঁর স্বামীর নাম রয়েছে ১০০ দিনের কাজের তালিকায়। তাঁরা দু'জনেই শ্রমিক হিসেবে নথিভুক্ত। ধারাবাহিকভাবে মজুরির টাকা পেয়েছেন তাঁরা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর শোরগোল পড়ে গিয়েছে যোগী সরকারের প্রশাসনে। আমরোহার জেলাশাসক নিধি গুপ্ত পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।

মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিশ্চয়তা উন্নয়নমূলক প্রকল্প তথা ১০০ দিনের কাজে সামির বোন শাবিনা ও তাঁর স্বামী ২০২১ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে ৭০ হাজার ও ৬৬ হাজার টাকা পেয়েছেন। ওই অর্থ এসেছে তাঁদের অ্যাকাউন্টে। উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলার পালাউলা গ্রামপ্রধানের পুত্রবধূ সামির বোন। গ্রামে তাঁদের বড় বাড়ি আছে। শাবিনা স্বামীর সঙ্গে শহরের ফ্ল্যাটে থাকেন।

সামি ইদানিং নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঝামেলা চলছেই। মাঝে তিনি চোট পেয়েছিলেন। তার মধ্যে নতুন ঝামেলা বোনকে কেন্দ্র করে। তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের জবাব কেরল মুখ্যসচিবের

তিরুবনন্তপুরম, ২৬ মার্চ : 'কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক'। কিন্তু তাতে কী! তিনি নিজেকে দেখেন কৃষ্ণকলি হিসাবেই! তিনি কেরলের মুখ্যসচিব সারদা মুরলীধরন। সমাজমাধ্যমে তাঁর গায়ের রং নিয়ে কটাক্ষের জবাব দিয়েছেন সপাটে। বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যকে পালটা বিদ্রুপ করে তিনি লেখেন, 'হ্যাঁ আমি কালো। আমার গাত্রবর্ণ নিয়ে আমি গর্বিত। কালো রংই আমার ভালো লাগে।'

গত বছর কেরলের মুখ্যসচিব স্বামী ভি বেণু অবসর নেওয়ার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন স্ত্রী সারদা। তাঁরা দুজনেই ১৯৯০ ব্যাচের আইএএস হলেও বয়সে বেণুর চেয়ে সামান্য ছোট সারদা। মুখ্যসচিব হওয়ার আগে তিনি ছিলেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব।

সমাজমাধ্যমে সারদার যোগ্যতাকে কটাক্ষ করে কটু মন্তব্য করেছিলেন এক ব্যক্তি। তিনি যা লিখেছিলেন তার মর্মার্থ, প্রশাসনিক দক্ষতার নিরিখে স্বামী বেণুর চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন সারদা। বেণুর কর্মকাণ্ড 'শ্বেতশুভ্র' ধরলে, সারদার কর্মকাণ্ড 'ঘোর কৃষ্ণবর্ণ'-এর সঙ্গে তুলনীয়। কথার মারপ্যাঁচে 'কালো মেয়ে' সারদার গায়ের রংকে হেয় করার ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট।

'কালো জগতের আলো'

এরপরই ওই ব্যক্তিকে পালটা জবাব দেন সারদা। তিনি লেখেন, 'মুখ্যসচিব হিসাবে আমার নেতৃত্বের তুলনা করা হয়েছে আমার স্বামীর নেতৃত্বের সঙ্গে, যিনি আমার পূর্বসূরিও বটে। বলা হয়েছে, আমার নেতৃত্ব কালোর মতো, আর তাঁর নেতৃত্ব ছিল শুভ্রসমুজ্জ্বল। হুমম! তাহলে তো আমার কালো রংকে আপন করে নিতেই হচ্ছে। আই লাভ ব্ল্যাক।'

সারদা জানান, প্রথমে পোস্টটি মুছে ফেললেও পরে শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে তা ফিরিয়ে আনেন আবার। বর্ণ সংক্রান্ত কুসংস্কার ও বর্ণবিদ্বেষের সমালোচনা করে তিনি লেখেন, 'কালো রংয়ের সঙ্গে এমন নেতিবাচক অর্থ কেন জুড়ে দেওয়া হবে? কালো মানেই কি মন্দ, অযোগ্য, হৃদয়হীন বা নিকৃষ্টতার প্রতীক?'

সারদা লিখেছেন, কালো চামড়ার জন্য ছোটবেলা থেকেই তিনি কটাক্ষের শিকার। এর জন্য হীনম্মন্যতাতেও ভুগেছেন বিস্তর। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে তাঁর ছেলেমেয়েরাই।

সিকন্দরে চিলড্রেনস ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নোট

সলমন খানের ছবি ‘সিকন্দর’ প্রত্যাশা মতোই আগ্রহ বাড়াচ্ছে। ছবির ট্রেলার বেশ পছন্দ করেছেন নেটমহল। এর মধ্যে একটি দৃশ্য দর্শকদের, নেটমহলকে বেশ বিরক্তিতে ফেলেছে। ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে, একটি দৃশ্যে ট্যাক্সিতে বসে আছেন সলমন, বন্ধুদের সঙ্গে। সেখানে তাঁর বন্ধু কিছু বললে সলমন তাঁর দিকে ৫০০ টকার দুটো বান্ডিল এগিয়ে দেন। সেই নোটে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নয়, চিলড্রেনস ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র ছাপ মারা। এটি দেখে নেটমহল বেশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। প্রায় সকলের মত, এত বড় বাজেটের ছবি অথচ এইসব ভুল কী করে হয়। কেন বিস্তারিতভাবে সব দেখা হয় না শট নেওয়ার আগে। এতে সলমনেরই তো ক্ষতি হচ্ছে। ‘সিকন্দর’ আসছে ইদে।

দিল্লির অনুষ্ঠানে ‘হেনস্তা’ নিয়ে মুখ খুললেন সোনু

দিল্লি টেকনলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির হলে লাইভ শো করার সময় সোনু নিগমের দিকে জলের বোতল, জুতো ছোড়া হয় বলে বেশ কিছু মিডিয়ায় লেখা হয়েছে। তারই প্রতিবাদ করে শিল্পী ইন্সটায় একটি পোস্ট শেয়ার করে লিখেছেন, ‘কিছু সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে শো চলাকালীন বোতল ও পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এমন কিছুই হয়নি। কেউ একজন একটি ভেপ (ই-সিগারেট) নিক্ষেপ করেছিল, তা আমার টিমের সদস্য শুভঙ্করের বুকে লাগে। আমি যখনই তা জেনেছিলাম, তখনই শো থামিয়ে বলেছিলাম, এরকম আবার হলে শো বন্ধ করে দেওয়া হবে।’

শো চলার সময় কেউ সোনুর দিকে গোলাপি ব্যান্ড ছুড়েছিল। তিনি সেটি মাথায় পরে নেন। সোনু একে পুকি ব্যান্ড বলে আখ্যা দেন। এই গোলমালের ঘটনায় কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বলেন, এটা লজ্জাজনক। কিছু অশান্ত ছাত্রছাত্রীর জন্য কিংবদন্তী শিল্পীকে গান থামিয়ে দর্শকদের ভালো ব্যবহার করার অনুরোধ করতে হল। কেউ বলেছে, তিনি সেই সময় নম্র ও শান্ত ছিলেন। কিছু সময় পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তিনি আবার গান শুরু করেন।

শিবুর কান মলে দিলেন রাখি

৯ মে মুক্তি পাচ্ছে ‘আমার বস’। প্রধান ভূমিকায় রাখি গুলজার। অনেক দিন পর বাংলা ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে। এছাড়া আছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, সৌরসেনী মৈত্র, শ্রুতি দাস প্রমুখ। ছবির প্রচার চলছে জোর কদমে। আর তারই পদক্ষেপ হিসেবে ছবির প্রযোজক উইন্ডোজ-এর সোশ্যাল মিডিয়ায়, ছবির পোস্টারে। তাতেই দেখা যাচ্ছে রাখি শিবপ্রসাদের কান মলে দিচ্ছেন, এর সঙ্গে ক্যাপশন, ‘মায়ের কাছে সবাই জব্দ। দেখুন, মা-ছেলের একদম আলাদা গল্প, ৯ মে থেকে বড়পর্দায়।’

বোঝাই যাচ্ছে, ছবিটি মা ও ছেলের সম্পর্কের রসায়নের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এরকম একটি চেনা এবং মজার দৃশ্য দেখে নেটমহল আপ্লুত। কমেন্টও আসছে বন্যার মতো। ছবির অন্যতম অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক লিখেছেন, ‘আমার বসকে এতটা খারাপ পরিস্থিতিতে দেখে খুবই খারাপ লাগছে। ছবির অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও নানা মন্তব্য করেছেন। সাধারণ ইউজাররাও মজার মন্তব্যে ভরিয়ে দিয়েছেন কমেন্ট বক্স। গত ২৫ মার্চ, শিবপ্রসাদ রাখি গুলজারের সঙ্গে তাঁর একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছিলেন, ‘ছোটবেলায় মায়ের থেকে কান মলা খেয়েছি বহুবার। আবার অনেক বছর

পর আইএফএফআই-এর মঞ্চে সবার সামনে রাখিদির কাছে কান মলা খেলোম। কেমন ছিল সেই অভিজ্ঞতা তা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব ৯ মে। গোয়ার ৫৫তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমার বস প্রদর্শিত হয়।’

লাল গাউনে লাস্যময়ী কাজল।

সিতারে জমিন পর, টিজার প্রকাশ্যে

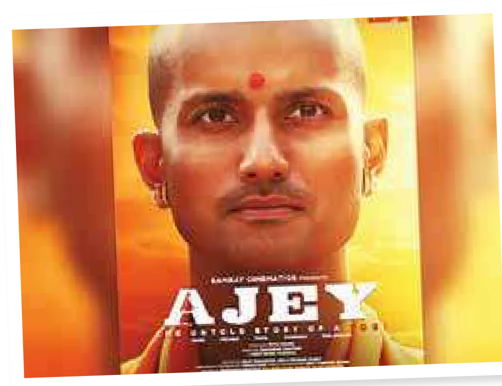

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বায়োপিক অজেয়--দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ আদিত্যনাথ-এর ফার্স্ট লুক বেরোল। পোস্টারে তাঁর জীবনের নানা বাঁকবদল, তাঁর সন্ন্যাসী থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠার প্রতিটি স্তর উঠে এসেছে। শান্তনু গুপ্তার লেখা উপন্যাস দ্য মঙ্ক হু বিকেম চিফ মিনিস্টার অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত। অনন্ত যোশী আদিত্যনাথের চরিত্রে অভিনয় করছেন। অন্য চরিত্রে থাকবেন পরেশ রাওয়াল, দীনেশ লাল যাদব, অজয় মেঙ্গি প্রমুখ। পরিচালক রবীন্দ্র গৌতম। ২০২৫-এই এই ছবি হিন্দি, তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম ও কন্নড় ভাষায় মুক্তি পাবে।

একনজরে সেরা ৫

মুক্তির দিন

রাজকুমার রাও ও ওয়ামিকা গাব্বির ছবি ভুল চুক মাফ আসবে ১০ এপ্রিল। এই রোমান্টিক কমেডির পরিচালক করণ শর্মা। এই জুটির এটিই প্রথম ছবি। বেনারসের পটভূমিতে নির্মিত ছবিতে বিয়ের জন্য উদগ্রীব রাজকুমার কীভাবে নানা পথ পরিবর্তনের পর বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন, তাই দেখা যাবে।

হৃষীকেশে আহত

হৃষিকেশে হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায় ছবির শুটিং করছিলেন বরুণ ধাওয়ান। ছবিতে তাঁর নায়িকা পূজা হেগড়ে। একটি দৃশ্যে শুটিংয়ের সময় তিনি আহত হয়েছেন। নিজের ইন্সটায় বরফ জলে ডুবিয়ে রাখা হাতের ছবি শেয়ার করে তিনি ক্যাপশন করেছেন, কতদিনে হাত ঠিক হবে তোমার? আহত হওয়ার কারণ অবশ্য তিনি বলেননি।

রাহার পছন্দ

আলিয়া ভাট এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তিনি ও রণবীর এখন থেকে তাঁদের ২ বছরের কন্যাসন্তান রাহাকে বলিউডের গানের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছেন। তার প্রথম পছন্দ, ব্রহ্মাস্ত্র –পার্ট ওয়ানের কেশরিয়া। দ্বিতীয়, স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার-এর রাধা তেরি চুনরি ও তৃতীয় ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি-র বদতমিজ দিল।

গুগল পে হ্যায়

বরুণ ধাওয়ানের ভাইঝি অঞ্জিনী ধাওয়ানের গাড়ির সামনে একজন এসে টাকা চাওয়ায় তিনি বলেন, তাঁর কাছে নগদ নেই। ওই ব্যক্তির কাছে গুগল পে আছে কি? তার কাছে গুগল পে ছিল, অঞ্জিনীও টাকা দেন। সেখানে পাপারাৎসিরা ছিলেন। তাঁদের ভিডিও নেটে ভাইরাল। নেটমহল বলছে, সত্যিই ডিজিটাল ইন্ডিয়া! ।

পথ দুর্ঘটনার শিকার ঐশ্বর্য

পথ দুর্ঘটনার শিকার ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। বুধবার অভিনেত্রীর গাড়িতে পিছন থেকে এসে সজোরে ধাক্কা মারে একটি বাস। প্রকাশ্যে আসা ভিডিওতে দেখা যায়, দুর্ঘটনার জেরে মুম্বইয়ের রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঐশ্বর্যর নিরাপত্তারক্ষীরা ময়দানে নেমেছেন। ক্ষয়ক্ষতির কথা সেভাবে প্রকাশ্যে আসেনি।

জীবনের জলছবি ছিটমহল

উত্তরবঙ্গের সীমান্ত শহর মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি সংলগ্ন গ্রাম, নদীর চর ও তিস্তা নদী ঘিরে এই শুটিংয়ের লোকেশন । কারণ চিত্রনাট্যে উল্লেখিত গল্প, চরিত্র, পরিবেশ সবকিছুই এই স্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মূলত স্বাধীনতা লাভের আগে ছিটমহলের বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবন ও জীবন যন্ত্রণা এই গল্পের মুখ্য বিষয়। গল্পের সূত্র ধরে কিছু কিছু দৃশ্যের শ্যুট কলকাতায় করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রথম পর্বের শুটিং শেষ হয়েছে।

পরিচালক সৌরভ সাহা জানিয়েছেন, ‘এই ছবিতে উত্তরবঙ্গের নিজস্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, এখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, যন্ত্রণা, উৎসব ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা হবে ছবিতে। ক্যামেরার সামনে-পিছনে প্রায় ৩৫০ জন কর্মী কাজ করেছেন। বেশিরভাগ কর্মীই উত্তরবঙ্গের। মূলত কর্মশালার মাধ্যমে এইসব নতুন প্রতিভাদের খুঁজে আনা হয়েছে। কারণ, উত্তরবঙ্গের সিনে-কর্মীদের বড় প্ল্যাটফর্মের বড়ই অভাব।

পরিচালক সৌরভ সাহার প্রথম ফিচার ফিল্ম বিহান বিশ্বের ১১টি দেশের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হয়েছে এবং প্রশংসা অর্জন করেছে। একযোগে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহেও ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে ছবির গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হবে বলে পরিচালকের দৃঢ় বিশ্বাস।

ছবির মুখ্য চরিত্রে সুজিত বর্মন ও মৌ বর্মন। রয়েছেন বিশ্বজিৎ রায়, শংকর দে, সিনিয়র বিশ্বজিৎ রায়, বিজয় চন্দ্র বর্মন, অনির্বাণ রায়, প্রশান্ত সূত্রধর, কৌশিক সেন, পিনাকী সরকার, গীতা রায়, সুধীর রায়, অতুল চন্দ্র রায়, মৌসুমী সিনহা, রানা সরকার, দিলীপ ঘোষ, সলিল কর, বিশ্বজিৎ চাকলাদার, আসমিনা বেগম, সুমনা, গোলাপ রাশেদ, মহ. আলম, সুকুমার বর্মন, তুহিন সহ আরও অনেকে।

ছবি প্রযোজনায় কলকাতার কুলিনা এন্টারটেইনমেন্ট। ডিওপি মৃন্ময় মণ্ডল, চিত্রনাট্য অয়ন অধিকারী, আর্ট ডিরেক্টর তড়িৎ রায়।

ছবিটি দর্শকদের প্রশংসা পাবে বলে আশাবাদী পরিচালক ও প্রযোজনা সংস্থা।

যে ডাক্তারবাবু নাটকেই ভালো থাকেন

ছোটবেলায় অনেকেই মা-কাকিমার শাড়ি টাঙিয়ে শখের নাটক করেন। কিন্তু ডা. অমিতাভ ভট্টাচার্যর জীবনে নাটক ‘শখ’-এর ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে ভালোবাসা হয়ে মহীরুহের মতো ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর বেঁচে থাকার রসদ জোগায় ওই নাটক। এই ‘বেঁচে থাকা’, দেখতে দেখতে ৫০ বছর পেরিয়ে গেল। তারই উদযাপন অ্যাকাডেমিতে। পরশুরামের ‘চিকিৎসা সংকট’ নাটকে অমিতাভ অভিনয় করবেন, উদ্যোগ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বেলঘরিয়া থিয়েটার অ্যাকাডেমি। পেশা বাঁচিয়ে নাটক করার লোক তিনি একা। নিজেই বললেন, ‘ডাক্তারি পড়ার সময় ১৫০ জন ছেলেমেয়ে নাটক করা শুরু করে। তাদের মধ্যে শুধু আমিই দুটো বিষয়ে যুক্ত আছি, আর কেউ নেই।’

ডাক্তারি করার সঙ্গে অভিনয় করবেন বলে বেছে নিয়েছেন ইএনটি বিভাগ, সরকারি চাকরির চেষ্টাও একবারের বেশি করেননি। অভিনয়ের পাশাপাশি নাটক, শ্রুতিনাটক লেখেন। এভাবেই সিনেমায় অভিনয় শুরু। প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি সুখেন দাস পরিচালিত ‘পাপপুণ্য’। তারপর অজস্র ছবিতে অভিনয় করেছেন। পুনশ্চ, চ্যাপলিন-এর মতো ছবিতেও অভিনয় করেছেন। তাঁর কথায়, ‘হয়তো আমার অভিনীত চরিত্রগুলো ছোট, কিন্তু ছবিগুলো হয় পুরস্কৃত নাহলে দারুণ হিট, যেমন তুলকালাম, ১০০% লাভ, ফাইটার, সাম্প্রতিক সন্তান। আগামী ছবি শ্রীমান ভার্সেস শ্রীমতি। তবে, শুধু ডাক্তারের চরিত্রই পাই আমি। নাটকের মতো সিনেমাতেও যদি বিভিন্ন ধরনের চরিত্র পেতাম! কী করা যাবে, অভিনেতাদের কোনও না কোনও আক্ষেপ থাকেই।’

করোনায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর দুটি ফুসফুসই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেসব পেরিয়ে তিন মাসের মধ্যেই পুনরায় মঞ্চে ফেরেন। জীবনে নিজের স্বপ্নপূরণের জন্য মা-বাবার সমর্থন পেয়েছেন, স্ত্রী চিরকাল পাশে থেকেছেন। তিনি গুরু মানেন তিনজনকে, এক সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। দুই, চিকিৎসক ও তাঁর মাস্টারমশাই শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিন, অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫০ বছর পূর্তিতে তিন গুরুকে সংবর্ধনা দেবেন অমিতাভ, অ্যাকাডেমিতে।

অভিনয়ের পাশাপাশি ডাক্তারিটাও মন দিয়ে করেন তিনি। প্রতি বছর চিকিৎসা সংক্রান্ত বই লেখেন। তবে যাই করুন, নাটক তাঁর প্রাণ। তিনি বলেন, ‘ইতিহাসভিত্তিক একটা নাটক লিখব। নাটকেই আমি ভালো থাকি। যতদিন পারব, নাটক করে যাব।’

অপেক্ষায় 'সূর্য তোরণ'

১৩ বছরেও বণ্টন হয়নি সাফাইকর্মীদের জন্য তৈরি ঘর

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ : ২০১২ সালে জলপাইগুড়ি পুরসভার উদ্যোগে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের হরিজনবস্তিতে সাফাইকর্মীদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল তিনতলা আবাসন। তৎকালীন পুরপ্রধান মোহন বসুর আমলে তৈরি হওয়া ওই আবাসের নাম দেওয়া হয়েছিল সূর্য তোরণ। ফলকে লেখা হরিজন কর্মী আবাসন প্রকল্প। ছয়টি টু বিএইচকে ফ্ল্যাট বণ্টন করার কথা থাকলেও আজও আলো জ্বলার অপেক্ষায় ঘরগুলো। ১৩ বছর পেরিয়ে গেলেও সাফাইকর্মীদের মধ্যে এখনও বণ্টন করা হয়নি সেইসব ঘর। সেগুলো ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। তার ওপর আবাসনটি অনেকদিন ধরে ব্যবহার হচ্ছে না, সেটা সংস্কার করাও জরুরি।

এ ব্যাপারে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা এই বছরের বাজেটে ওই আবাসনটি রেনোভেট করার বিষয়ে আলোচনা করেছি। পুর কাউন্সিলও আবাসনটি কীভাবে কাজে লাগানো যায় সেটা নিয়ে বিবেচনা করছে। দ্রুত সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে।'

আমরা এই বছরের বাজেটে ওই আবাসনটি সংস্কার করার বিষয়ে আলোচনা করেছি। আবাসনটি কীভাবে কাজে লাগানো যায় পুর কাউন্সিল বিবেচনা করছে।
–সৈকত চট্টোপাধ্যায়
ভাইস চেয়ারম্যান

বর্তমান হাল

- মোহন বসুর আমলে সাফাইকর্মীদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল তিনতলা আবাসন
- আবাসনের ছয়টি ফ্ল্যাট এখন ফাঁকাই
- আবাসনটির দোতলার বেশ কিছু জানলার কাচ ভাঙা
- শ্যাওলার আস্তরণের পাশাপাশি কিছু জায়গার পলেস্তারা খসে পড়েছে

এদিকে, বস্তির পুরোনো ঘরেই থাকছেন সাফাইকর্মীরা। দু'বছর আগে ওই আবাসন নিয়ে পুরসভার বক্তব্য ছিল, আবাসনটি যে কারণে তৈরি হয়েছিল সেটা কেন বাস্তবায়ন হল না তা খতিয়ে দেখবে পুরসভা। কিন্তু এখনও সেই একইভাবে পড়ে রয়েছে তিনতলা আবাসনটি। নীচতলায় একটি হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আইসিডিএস কেন্দ্র এবং একটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র চলে। ওপরের দুটি তলা ফাঁকাই পড়ে।

ওই আবাসনে সাফাইকর্মীদের না থাকার প্রসঙ্গে পুরসভার আধিকারিকদের একাংশের দাবি, সাফাইকর্মীরা নিজেরাই যেতে চান না ওখানে। যদিও সাফাইকর্মী একতা মঞ্চের সভাপতি প্রতাপ রাউত বলেন, 'আমাদের ওই ফ্ল্যাট নেওয়ার জন্য বর্তমানে যে জায়গায় রয়েছি সেই জমি ছেড়ে দেওয়ার শর্ত দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা সেটা মানতে রাজি নই। তিন পুরুষ ধরে আমরা এই জায়গায় বাড়ি করে রয়েছি। আমরা আমাদের বাসভূমির পাট্টা চাই। আমরা পুরসভাকে জানিয়েছিলাম যে সব স্থায়ী বা অস্থায়ী কর্মীর বাড়ি নেই, তাঁদের সেই ফ্ল্যাট দেওয়া হোক। কিন্তু পুরসভা বিষয়টি নিয়ে সেভাবে আলোচনায় এগোয়নি। তাছাড়া ওই আবাসনের ভগ্নদশা। সেটা আগে ঠিক করুক পুরসভা।' বর্তমানে আবাসনটির দোতলার বেশ কিছু জানলার কাচ ভাঙা। শ্যাওলার আস্তরণের পাশাপাশি কিছু জায়গার প্লাস্টার খসে পড়েছে।

ওই আবাসনটির পাশে দোকান রয়েছে সাগর রাউতের। তাঁর কথায়, 'কেউ যদি না থাকে তাহলে এত টাকা খরচ করে আবাসন তৈরির কারণ খুঁজে পাই না আমরা। পুর কর্তৃপক্ষকে জানালেও আবাসনের একটি ফ্ল্যাটও বণ্টন করা হয়নি।' আবার সীমা সোরেনের মতো বস্তিবাসী বলছেন, 'আমাদের ঘর নেই। পুরকর্মীদের যদি থাকার ইচ্ছা না থাকে তো আমাদের দিক সরকার।' এই অবস্থায় ঘর বণ্টন নিয়ে পুনরায় আলোচনায় বসবেন বলে জানিয়েছেন ভাইস চেয়ারম্যান।

ইফতারের প্রস্তুতি। বুধবার গোমস্তাপাড়ার কালু সাহেবের মাজারে। ছবি : মানসী দেব সরকার

প্রতিযোগিতা

জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ : বুধবার জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সোনাউল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক গোপাল কংসবণিক বলেন, 'এমন সাড়া পাব ভাবতেই পারিনি।'

ময়নাগুড়ি শহরে চালু সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

থাকবেন ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীরা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৬ মার্চ : ময়নাগুড়ি পুরসভায় এই প্রথম একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হতে চলেছে। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত দেবীনগরপাড়ার বেসিক স্কুল মাঠের পাশে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে। ২৮ মার্চ শুক্রবার বিকেলে জলপাইগুড়ির মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী সেটি উদ্বোধন করবেন। পুরসভা সংলগ্ন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। এর ফলে তাঁদের সকলকে আর ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। নতুন এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন চিকিৎসক, একজন নার্স এবং একজন কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট মিলিয়ে মোট তিনজন থাকবেন। ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'আগামী দিনে এখানেই যাতে রক্ত এবং ডেঙ্গি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য যাবতীয় মেশিনপত্র আনার চেষ্টা চালানো হবে।' পুরসভার ১০, ১১ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে এই দ্বিতলবিশিষ্ট সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গড়ে তুলতে মোট ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সাধারণভাবে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীদের অস্বাভাবিক চাপ রয়েছে। প্রতিদিন বহির্বিভাগে গড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ রোগী চিকিৎসার জন্য যান। এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু হলে এলাকার মানুষ যেমন উপকৃত হবেন তেমনই ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের উপরও চাপ কিছুটা কমবে।

১১ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা সুপেন রায়ের কথায়, 'এখানে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গড়ে ওঠায় ওয়ার্ডের নাগরিকদের যে বেশ সুবিধা হবে তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।' পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'পুর এলাকায় এই ধরনের মোট ৩টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার ভাবনা রয়েছে। প্রথমটি ১০ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত দেবীনগরপাড়ায় গড়ে তোলা হয়েছে। আগামী শুক্রবার সেটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান হবে। দ্বিতীয়টি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দনগর সাহাপাড়ায় নির্মাণ করা হবে। সেই প্রকল্পের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। এখন কেবলমাত্র অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছি। এছাড়াও তৃতীয় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গড়ে তোলার জন্য আলাদা জায়গার খোঁজ চলছে।'

বেসিক স্কুল মাঠের পাশে এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি উদ্বোধনের অপেক্ষায়।

মূর্তি, তোরণ ও নিকাশিতে জোর বাজেটে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৬ মার্চ : ময়নাগুড়ি পুরসভার চলতি বছরের আর্থিক বাজেট তৈরি হল বুধবার। ১০১ কোটি ৫৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৪০ টাকার আর্থিক বাজেট তৈরি করা হয়েছে। এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন উপস্থিত কাউন্সিলাররা। এবারের পুর বাজেটে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে মনীষীদের মূর্তি, বিভিন্ন রাস্তার মোট চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তোরণ নির্মাণ এবং নিকাশি ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয়েছে। আগামী পনেরোদিনের মধ্যে এই বাজেট রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে পাঠানো হবে বলে পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে।

পুরসভার অফিস বিল্ডিং নির্মাণের কাজ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শুরু হবে। টেন্ডার হয়েছে। আম্রুত-২ প্রকল্পের আওতায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ৩১ কোটি ২০ লক্ষ

ময়নাগুড়ি পুরসভা

টাকার কাজ চলছে। বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ করা শুরু হয়েছে আগে থেকেই। এবারের বাজেটে রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা চাঙ্গা করতে নর্দমা নির্মাণ এবং শহরকে সাজিয়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

যদিও পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডেই। এ ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'এই অভিযোগ সঠিক নয়। দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। কাজ করতে কিছুটা সময় লাগবে। সেই সময়টা ধৈর্য ধরতে হবে।' চেয়ারম্যান আরও জানান, প্রতিটি ওয়ার্ডের বিভিন্ন ধরনের কাজের প্রকল্প নিয়ে এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে। কাউন্সিলারদের কাছে নিজ নিজ ওয়ার্ডের কাজের প্রকল্প আগেই চাওয়া হয়েছিল। তাঁরা সেই সব প্রকল্প আগেই জমা দিয়েছেন। অন্যদিকে, ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়ের বক্তব্য, তিন বছরের মধ্যে অনেকটাই কাজ করা গিয়েছে। বেশ কয়েকটি বড় সহ ছোট রাস্তার কাজ করা হয়েছে এবং চলছে।

এদিন বাজেট পাশের পরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পথবাতির সমস্যা নিয়ে কাউন্সিলারদের সরব হতে শোনা গিয়েছে। তাঁদের দাবি, কোথায় কোথায় আলো বিকল রয়েছে ঠিকাদার সংস্থা তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুক। যদিও পথবাতির টেন্ডার ডাকা হয়েছে এবং শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।

ধোঁয়ায় ঢাকছে মালবাজার

মালবাজার, ২৬ মার্চ : শহরের বুকে গজিয়ে ওঠা অলিখিত 'ডাম্পিং গ্রাউন্ড' বা আবর্জনার স্তূপে মাঝেমধ্যেই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে। বুধবার সকালেও মালবাজার শহরের বিডিও অফিস সংলগ্ন মাঠে আবর্জনা স্তূপে হঠাৎ আগুন লক্ষ করা যায়। এবিষয়ে স্থানীয়দের অভিযোগের তির পুরসভার সাফাইকর্মীদের দিকে। আগুনে জ্বলতে থাকা আবর্জনা স্তূপের পাশেই পুরসভার আবর্জনার একটি বড় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল বলে অভিযোগ। এর আগেও একাধিকবার এই ঘটনা ঘটেছে। এলাকার এক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, মাঠে পরপর কয়েকদিন আবর্জনা জমা হওয়ার পরই সাফাইকর্মীদের একাংশ আগুন লাগিয়ে চলে যায়। বারবার এমন ঘটনা ঘটলেও পুর প্রশাসনের হেলদোল নেই। যদিও সাফাইকর্মীরা অভিযোগ অস্বীকার করেন।

পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির বক্তব্য, 'শহরের আবর্জনার স্তূপে আগুন না লাগানোর ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবুও এমন ঘটনা হয়ে থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, আবর্জনার স্তূপে আগুন ধরানোর ফলে এদিন বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। তার মধ্যে থাকা প্লাস্টিকের বর্জ্যেও আগুন ধরে। হঠাৎ বেশ কয়েকটি কাচের বোতল ফাটার শব্দে পথচলতি মানুষ ভয় পেয়ে যান। আবর্জনার দুর্গন্ধ ও ধোঁয়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

এমন ঘটনার সমালোচনা করে বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে আবর্জনার গাড়ি ভর্তি হয়ে গেলে সেসব রাস্তায় ফেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বিষাক্ত ধোঁয়ায় নাগরিকদের শ্বাসকষ্ট হতে পারে।'

টুকরো খবর

বৈঠক

জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ : লাইসেন্স নবীকরণ না করায় জলপাইগুড়ির ৪টি রিহ্যাব সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, যাঁরা নিয়ম মেনে নবীকরণ করেছেন তাঁদের রিহ্যাব সেন্টার চালু রাখতে বলা হয়েছে। বুধবার জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে নারকোটিক সংক্রান্ত জেলা স্তরের রিভিউ বৈঠকের পর একথা জানিয়েছেন পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত।

জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'প্রতিদিন বিভিন্ন ওষুধের দোকানে ড্রাগ কন্ট্রোল দপ্তরের তরফে নজরদারি চালানো হবে। যাঁরা আইনভঙ্গ করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যাঁরা লাইসেন্স নবীকরণ করেছেন, সেই সব রিহ্যাব সেন্টার চালু রাখা হয়েছে। রিহ্যাব সেন্টারগুলিতে সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে উন্নতির উদ্দেশ্যে।'

শপথ

ধূপগুড়ি, ২৬ মার্চ : মাদক বিরোধী সচেতনতার বিষয়ে শপথবাক্য পাঠ করলেন শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ পড়ুয়ারা। বুধবার ধূপগুড়ি সার্কেলের সমস্ত প্রাইমারি স্কুলে এই কর্মসূচি পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে মাদকহীন সমাজ গড়তে নির্দিষ্টভাবে লিখিত শপথবাক্য আগেই বিভিন্ন স্কুলে পৌঁছে গিয়েছিল। এদিন সমস্ত স্কুলে সকালের প্রার্থনার সময় মাদক সেবন ও তার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়। তারপর সকলে মিলে পরিবারপরিজন এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মাদক সেবন বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে শপথগ্রহণ করা হয়। এবিষয়ে ধূপগুড়ি মণ্ডলের এসআই তাপস দাস বলেন, 'এখন যারা প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়া, তারাই আগামীদিনের নাগরিক। এই বয়সে যদি খুদে পড়ুয়ারা মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন হয় তাহলে আগামীদিনে তারাই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। এদিনের কর্মসূচিতে দারুণ সাড়া মিলেছে।'

ঘাট সাফাই

ধূপগুড়ি, ২৬ মার্চ : বারুণী স্নান ও গঙ্গাপুজো উপলক্ষ্যে শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বামনি নদীর ঘাট সাফাই করল ধূপগুড়ি পুরসভা। ঘাটটিকে পুজো এবং স্নানের উপযুক্ত করে পরিষ্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি নদীর আশপাশে জন্মানো আগাছাও পুরকর্মীরা কেটে পরিষ্কার করেন। যদিও এলাকার সর্বজনীন গঙ্গাপুজোর আয়োজকদের তরফে পুরসভার কাছে স্থায়ী নদীঘাট নির্মাণের দাবি জানানো হলেও স্নান ও পুজো করার মতো অস্থায়ী ঘাট তৈরি করেছে পুরসভা। এবিষয়ে ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'বিষয়টি স্থানীয় মানুষের ভাবাবেগের সঙ্গে জড়িত। বহু মানুষ সেখানে শামিল হবেন। সেজন্য ঘাট ও নদী সাফাই জরুরি ছিল।'

নির্বিঘ্নে ফেস্ট

ধূপগুড়ি, ২৬ মার্চ : ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে মিটল। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এদিন কলেজ চত্বরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। মঙ্গলবার এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। এদিন কলেজ ময়দানে কেশব দে-র সংগীতানুষ্ঠান থাকায় উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে অধ্যক্ষ নীলাংশুশেখর দাস ছাড়াও পরিচালন সমিতির সভাপতি নির্মলচন্দ্র রায়, ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং প্রমুখ ছিলেন।

উদ্বোধন

জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ : জলপাইগুড়ি আনন্দ হিরো শোরুমে বুধবার হিরো জুম ১২৫ স্কুটারের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার জলপাইগুড়ির ইনচার্জ ওয়াসিম আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন আনন্দ হিরো শোরুমের মালিক সুমিত গোয়েল। শোরুমের তরফে জানানো হয়েছে, ১২৫ সিসি স্কুটার সেগমেন্টে এই প্রথম ১৪ ইঞ্চি হুইল দেওয়া হয়েছে। ফাস্ট অ্যাক্সেলারেশন সিস্টেমের জন্য এই স্কুটার ৭.৬ সেকেন্ডে ৬০ কিমি গতিতে চলতে সক্ষম। দুটি ভিন্ন মডেলে এই স্কুটার মিলবে।

পাড়ায় পাড়ায়

জলপাইগুড়ি

কাঁচা রাস্তায় দুর্দশা

জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ : জলপাইগুড়ি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত শিবাজি লেন কাগজ-কলমে পুর এলাকা। কিন্তু এলাকার রাস্তাটি দেখলে তা বোঝার উপায় নেই। প্রায় ৭০০ মিটার লম্বা রাস্তাটি এখনও কাঁচা। বর্ষার সময় এলাকাবাসীরা কাদার হাত থেকে বাঁচতে বহুবার বেডমিশালি ছড়িয়েছেন। বর্তমানে রাস্তার নানা জায়গায় ভাঙা ইট ও বোল্ডার ছড়ানো। তাই ওই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা রীতিমতো দুষ্কর। উঁচু-নীচু খানাখন্দে ভরা এই কাঁচা রাস্তায় এমনিতেই গাড়ি চালানো যায় না। টোটো চললেও সমস্যা হয়। পাশাপাশি কোনও রোগীকে অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে যেতে গেলে ঝাঁকুনিতে রোগীর কষ্ট আরও বাড়ে। ফলে ওই এলাকার প্রায় ৪৫টি পরিবারের মধ্যে ক্রমেই রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বারবার কাউন্সিলারকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। রাম ঘোষ নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'পুর এলাকায় থেকেও আমাদের রাস্তা ও নিকাশিনালা ঠিক নেই। সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিটি বাড়ির ময়লা জল গিয়ে আশপাশে ছড়িয়ে যায়। ভোটের আগে সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি পেলেও কোনও কাজ হয় না।' এবিষয়ে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মানসী বিশ্বাস রায় বলেন, 'এলাকাবাসীরা নিজেরা বেডমিশালি ফেলেছিল। ফলে চলাচল করা যাচ্ছে। তবে শীঘ্রই রাস্তার কাজ শুরু হবে।' জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'টেন্ডার ও বরাদ্দের বিষয় খতিয়ে দেখার পর অনুমোদন এলেই কাজ শুরু হবে।'

ময়নাগুড়ি

জঞ্জালে অস্বস্তি

ময়নাগুড়ি, ২৬ মার্চ : ময়নাগুড়ি শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা পচা ফল ও সবজির দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ। দীর্ঘদিন ধরে ময়নাগুড়ি বাজারের আবর্জনা, পচা ফল, সবজি ইত্যাদি এনে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পাওয়ার হাউস সংলগ্ন এলাকায় ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ফেলা হচ্ছে। বারবার বিভিন্ন মহলে সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েও লাভ হয়নি, ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। আবর্জনা সাফাই সম্পর্কে স্থানীয় কাউন্সিলার ঝুলন সান্যাল বললেন, 'ওই এলাকাটি পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি কেউ যাতে আর সেখানে আবর্জনা না ফেলেন, তার জন্য পোস্টার টাঙিয়ে সচেতনতার বার্তাও দেবে পুরসভা। তারপরেও কেউ সেখানে আবর্জনা ফেললে পুরসভা তাকে দোষী মনে করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে।'

স্থানীয় বাসিন্দা স্বদেশ মহন্ত, হেমন্ত রায়রা জানালেন, প্রথমদিকে অনেকেই দিনেরবেলায় ওই এলাকায় আবর্জনা ফেলে দিয়ে যেতেন। কিন্তু স্থানীয়রা তাঁদের বাধা দেন। তারপরেও আবর্জনা ফেলা বন্ধ হয়নি। স্থানীয়দের চোখ এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে ওই এলাকায় আবর্জনা ফেলা হচ্ছে।

ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপ্পা সাহার বক্তব্য, 'বাজারের কোনও ব্যবসায়ী এই কাজ করছেন কি না তা আমার জানা নেই। তবে এমন ঘটনা না হওয়াই উচিত।' প্রশাসনের পদক্ষেপে সমস্যার সুরাহার অপেক্ষায় ওই এলাকার বাসিন্দারা।

তথ্য : অনসূয়া চৌধুরী ও শুভদীপ শর্মা।

অতিমারি জীবন বদলেছে ময়নাগুড়ির সবিতার

সব সাফল্যের পেছনেই কঠিন রহস্য লুকিয়ে থাকে। ময়নাগুড়ির সুভাষনগরের বাসিন্দা সবিতা দাসের কাহিনীও সেরকমই। কোভিডে স্বামী কাজ হারালেও হাল ছাড়েননি তিনি। এখন ময়নাগুড়িতে সবিতার হোটেল বেশ জনপ্রিয়। তাঁরই খোঁজ নিলেন বাণীব্রত চক্রবর্তী।

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

ময়নাগুড়ি, ২৬ মার্চ : কথায় বলে কারও পৌষমাস তো কারও সর্বনাশ! গা শিউরে ওঠা ২০২১ সালের কোভিড পরিস্থিতি জীবনটা পালটে দিয়েছে সবিতার। নিরলস চেষ্টা আর ধৈর্য সাফল্যের চাবিকাঠি। ময়নাগুড়ি শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ড সুভাষনগরের বাসিন্দা সবিতা দাস এখন নিজের বাড়িতেই হোটেল খুলে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। সঙ্গে চলছে খাবারের হোম ডেলিভারিও। শোয়ার একটিমাত্র ঘর বাদে বাকি বেশ কয়েকটি কক্ষ সাজিয়েছেন হোটেলের আদলেই। শহরের দুর্গাবাড়ি মোড় থেকে সার্ক রোড ধরে কয়েক পা এগোলেই পাকা রাস্তার ধারে সবিতার হোটেল। তাঁর এই কর্মযজ্ঞে শামিল স্বামী ও আরও কয়েকজন। ক্রেতাদের সন্তুষ্ট করতে রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন সবিতা। ওঁর হোটেলে একেবারে ঘরোয়া খাওয়াদাওয়া। গুঁড়ো মশলা এবং শুকনো লংকা ব্যবহার হয় না। এখন বহু দূরদূরান্ত থেকে ক্রেতারা আসেন সবিতার হোটেলে।

সব সাফল্যের পেছনেই একটা কঠিন রহস্য লুকিয়ে থাকে। সবিতার কাহিনীও ফেলে দেওয়ার মতো নয়। স্বামী প্রবীর দাস নিজের ছোট একটা চার চাকার গাড়ি চালাতেন। ২০২১ সাল থেকেই বন্ধ হয়ে গেল যাত্রী পরিষেবার কাজ। সে এক রুদ্ধশ্বাস লড়াই শুরু হল। কোভিড পরিস্থিতি পরবর্তী সময়ে সেই গাড়িটাও প্রায় বিকল হয়ে গেল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই পরিকল্পনা এবং পরিশ্রম পাথেয় করে বাড়ি বাড়ি রান্না করা রকমারি খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেন সবিতা। বাড়িতে নিজেই রান্না করেন। অর্ডার মতো সেই খাবার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতেন স্বামী। এভাবেই ধীরে ধীরে চালু হয়ে গেল, বাড়ির একটা ঘরে বসেই খদ্দেরদের খাওয়াদাওয়া। ঘরে বসে খাওয়াদাওয়া চালুর তারিখটা মনে নেই। তবে প্রথম দিন ৭ জন খেয়েছেন। সেকথা মনে রয়েছে। দ্বিতীয় দিন কেটে যায় শূন্য ঘরে। কেউ আসেননি খেতে। হাল ছাড়েননি সবিতা।

দেখতে দেখতে অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে গেল। পরপর ক্রেতাদের চাপ বাড়তে থাকল। বসতবাড়ির তিনটি কক্ষে বসে খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হয়েছে। সঙ্গে রান্না করার ঘর এবং খাবার মজুত রাখার ঘর হল। বাকি রয়ে গেল বসতবাড়ির একটিমাত্র ঘর। বাকি পুরো বাড়িটাই কিন্তু এখন ময়নাগুড়ির সবিতার হোটেল নামে পরিচিত। আইবুড়ো ভাত, জন্মদিন এবং বিবাহবার্ষিকী সহ সব ধরনের অনুষ্ঠান এখানেই হয়। সবটা নিজর হাতেই করেন তিনি। স্বামী সহযোগিতা করেন। আর সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজনকেও স্বনির্ভর করতে পেরেছেন। যাঁদের প্রতিদিনের কাজ এখানে পাকা। সুনীতি রায়, শেফালি রায় এবং পূর্ণিমা বাড়ুইরা এখানে সারাবছর কাজ করে হেসেখেলে দিন কাটান। ডেলিভারি বয় রাজু ঘোষের কথায়, 'প্রতিদিনই হোম ডেলিভারির কাজ থাকে। এখানে সেটাই করি আমি। ভালো আছি কোনওরকমে চলে যায় দিন।' আর সবিতা বলেন, 'এখন আর কোনও টেনশন নেই। রান্না করা খাবার সবটাই শেষ হয়ে যায় দিনের শেষে।' প্রবীরের কথায়, 'স্ত্রীর পরিকল্পনায় পথ চলা শুরু করে আজ আমরা সফল।'

রান্না করছেন ময়নাগুড়ির সবিতা দাস।

কোরান পাঠে ব্যস্ত খুদেরা। শ্রীনগরের একটি মসজিদে। - এএফপি

বাগানে জমি-অস্ত্রে শান পদ্মের

নজরে ২০২৬-এর বিধানসভা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৬ মার্চ : গত লোকসভা ও মাদারিহাট বিধানসভার উপনির্বাচনে চা বাগানে তৃণমূলের ভিত শক্ত হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। এজন্য ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে জমি-অস্ত্রে শান দিচ্ছে বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (বিটিডব্লিউইউ)। রাজ্য সরকারের চা পর্যটন সহ সহায়ক বাণিজ্যিক কাজে বাগানের পতিত জমির ৩০ শতাংশ ব্যবহার নীতির বিরুদ্ধে আগামী ৩ ও ৪ এপ্রিল ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড়ের সব চা বাগানে গেট মিটিং করা হবে। পাশাপাশি, সম্ভবত ৯ এপ্রিল টি ডিরেক্টরেটের যে কোনও একটি অফিস ঘেরাও করা হতে পারে।

বুধবার নাগরাকাটায় বিটিডব্লিউইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি যুগলকিশোর ঝা বলেন, 'তৃণমূল সরকারের জমানায় বাগানগুলির শতাব্দীপ্রাচীন নিয়ম ও পরিচালন কাঠামো পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। মিষ্টির দোকানের মালিককে ধরে এনে চা বাগানের মালিক করা হচ্ছে। পতিত জমির ৩০ শতাংশ চা পর্যটনের জন্য তুলে দেওয়া হলে চা শিল্প ঘোর সংকটে পড়বে। এর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ।' তিনি আরও জানান, টি ডিরেক্টরেটের পর শ্রমিকদের দাবিদাওয়া আদায়ে নবান্ন ও দিল্লির যন্তর মন্তরে অভিযান করা হবে।

নাগরাকাটার অগ্রসেন ভবনে ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। বুধবার।

জমির পাশাপাশি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়েও এদিন সংগঠনটি জোরদার সওয়াল করে। আন্দোলনে একেও শামিল করা হয়েছে। পাশাপাশি শ্রমিকদের বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি নিয়েও ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে বলে জানানো হয়। সংগঠনের সহ সভাপতি অমরনাথ ঝা'র কথায়, 'বকেয়া পিএফ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বাগানগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না। এমন বহু বাগান রয়েছে যেখানে এক থেকে দেড় কোটি টাকা পিএফ বকেয়া পড়ে আছে।' সংগঠনের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সভাপতি মনোজ ভুজেল বলেন, 'আগে চা শিল্পের দস্তুর ও নিয়ম অনুযায়ী বাগানগুলি তাঁদের শ্রমিকদের কলম ছুরি, ঝুলি, রুমাল, কম্বল, ছাতা, জুতো, চপ্পল, চা পাতার প্যাকেট দিত। ২০১১ সালের পর থেকে এসব কার্যত বন্ধ। রাজ্যও উদাসীন। চা শ্রমিকদের ৫ ডেসিমাল নয়, তাঁরা যেখানে বাস করছেন সেই পুরো জমির পাট্টা দেওয়ারও দাবি তোলা হয়।

এদিনের সভায় কেন্দ্রের ভারী শিল্পমন্ত্রকের আওতাভুক্ত অ্যান্ড্রু ইউলের ডুয়ার্সের চার বাগানের পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রয়োজনে সংগঠন কেন্দ্রকেও ছেড়ে কথা বলবে না বলে নেতারা এদিন দাবি করেন। তাই, যন্তর মন্তরে ধর্না কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের বাগানগুলি থেকে সংগঠনের দুজন করে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা, সন্তোষ হাতি, মহেশ বাগে, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা প্রমুখ।

হুঁশিয়ারি

- চা বাগানের পতিত জমির ৩০ শতাংশ চা পর্যটনের বিরোধিতা
- এমনটা করা হলে চা শিল্প ঘোরতর সংকটে পড়ার আশঙ্কা
- শ্রমিকদের দাবি আদায়ে নবান্ন, যন্তর মন্তর অভিযান করা হবে
- শ্রমিক আন্দোলনে ন্যূনতম মজুরির পক্ষে জোরদার সওয়াল চলে বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি নিয়েও আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

পাহাড় নিয়ে ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ : পাহাড় সমস্যার সমাধান ইস্যুতে ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকল কেন্দ্রীয় সরকার। ২ এপ্রিল দিল্লির নর্থ ব্লকে আয়োজিত বৈঠকে কেন্দ্র, রাজ্য এবং পাহাড়ের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে বলা হবে।

সামনের বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে কেন্দ্র পুনরায় আলোচনার দরজা খোলায় বিষয়টি অন্যমাত্রা পেয়েছে। তবে, রাজ্য সরকার আদৌ এই বৈঠকে অংশ নেবে কি না, পাহাড় থেকে কোন কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের ডাকা হবে তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

বুধবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের চিঠি পৌঁছায় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের অফিসে। চিঠিতে জানানো হয়েছে, ২ এপ্রিল নর্থ ব্লকে ১১৯ নম্বর ঘরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের সভাপতিত্বে বেলা ১১টায় বৈঠক হবে।

জিএনএলএফ, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার (মোর্চা) তরফে এই বৈঠককে স্বাগত জানানো হয়েছে। পাহাড়ের শাসক ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) অবশ্য বৈঠকটিকে গুরুত্বহীন তকমা দিয়েছে। দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলছেন, 'আগের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা নিজেই ছিলেন। সেই বৈঠক থেকে কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। এবারের বৈঠকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী থাকবেন বলা হয়েছে। যে বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সময় দিতে পারেন না, সেই বৈঠকের গুরুত্ব কী রয়েছে সেটা পাহাড়ের মানুষ বুঝতে পারছেন। আমাদের মতে এই বৈঠক গুরুত্বহীন।'

তৃণমূল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কর্মসমিতির সদস্য শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব আবার বলেছেন, 'ত্রিপাক্ষিক বৈঠক নিয়ে আমার কিছু জানা নেই। না জেনে মন্তব্য করব না।' পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে সর্বশেষ ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর দিল্লিতে বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠকে অমিত শা, রাজ্যের রেসিডেন্টস কমিশনার এবং পাহাড়ের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন। বৈঠকটিতে কোনও সমাধানসূত্র না মেলায় তিন মাসের মধ্যে পরবর্তী বৈঠক হবে বলে কেন্দ্রের তরফে দাবি করা হয়। কিন্তু মাঝে সাড়ে তিন বছর কেটে গিয়েছে।

এই অবস্থায় পাহাড় সমস্যার সমাধান অধরা থাকায় কেন্দ্রের ওপরে চাপ বাড়াচ্ছিল পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি। দীর্ঘদিন ধরেই বৈঠক ডাকার দাবি উঠছিল। গত পঞ্চায়েত ভোট, লোকসভা ভোটের আগেও এই দাবিতে সরব হয়েছিল পাহাড়। প্রতিটি ভোটের আগেই সাংসদ ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হচ্ছে, হবে বলে দাবি করেছেন।

বৈঠকের দাবিতে তিনি বারবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছেন। কিন্তু বৈঠক হয়নি। দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বাও একই দাবিতে দু'দিন আগেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। মন ঘিসিংয়ের জিএনএলএফ ৫ এপ্রিলের মধ্যে পাহাড় সমস্যার সমাধান না হলে বড় আন্দোলনের হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন। এদিন সাংসদ বলেছেন, 'কেন্দ্র পাহাড় সমস্যার সমাধানে সবসময়ই সচেষ্ট রয়েছে। আশা করছি, রাজ্য সরকারও এই সমস্যা মেটাতে চায় এবং এই বৈঠকে যোগ দেবে।'

সূত্রের খবর, বৈঠকে বিজেপি সাংসদ, দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা, জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং, মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং, সিপিআরএমের জেবি রাই, গোর্খা রাজ্য নির্মাণ মোর্চার সভাপতি দাওয়া পাখরিন এবং সুমিতি মুক্তি মোর্চার সভাপতি বিকাশ রাই বৈঠকের ডাক পাচ্ছেন।

মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলছেন, 'আমরা কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। চিঠি পেলে নিশ্চয়ই বৈঠকে যাব।'

জল্পনা শুরু

পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে সর্বশেষ ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর দিল্লিতে বৈঠক হয়েছিল

সাড়ে তিন বছর কেটেছে

কেন্দ্রের ওপরে চাপ বাড়াচ্ছিল পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি

দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বাও দু'দিন আগেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন

বুধবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের চিঠি পৌঁছায় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের অফিসে

রায়গঞ্জে তরুণীকে ছুরিকাঘাত

রায়গঞ্জ, ২৬ মার্চ : প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এক শিক্ষিকাকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টায় গ্রেপ্তার হল এক তরুণ। বুধবার সন্ধ্যায় এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ফাঁড়ির বসতপুরে। গুরুতর জখম ওই শিক্ষিকাকে প্রথমে ভাটোল গ্রামীণ হাসপাতাল, পরে রায়গঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর বাঁ হাতের একাধিক জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার কথা স্বীকার করে রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বেশ্বর রায় সরকার বলেন, 'এক তরুণীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, বছর ছাব্বিশের ওই জখম মহিলার নাম ঝুম্পা বর্মন। তিনি স্থানীয় এক বেসরকারি স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা পদে কর্মরত। ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণ রাজু বর্মনকে গ্রেপ্তার করেছে ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ। তার বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, শ্লীলতাহানি সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তকে আজ, বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ধৃত তরুণ অনেকদিন ধরে ওই শিক্ষিকাকে রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত করত ও প্রেমের প্রস্তাব দিত। এদিন সন্ধ্যায় উভয়ে তীব্র বাকবিতণ্ডা ও হাতাহাতিতে জড়ায়। এ সময় পকেট থেকে ধারালো বস্তু বের করে তাঁকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে রাজু।

প্রতিযোগিতার আসর শিলিগুড়িতে

পুলিশের কণ্ঠে সুরের খোঁজ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৬ মার্চ : সংগীতের সেরা মঞ্চ 'রিয়েলিটি শোয়ে' গান গেয়ে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরবেন পুলিশকর্মী ও আধিকারিকরা। তাঁদের নিয়ে রাজ্যব্যাপী 'পুলিশ আইডল' শুরু হতে চলেছে। হাতে পিস্তল নিয়ে দুষ্কৃতীদের তাড়া করলেও বহু পুলিশকর্মীর গলাতেই সুর রয়েছে। রিয়েলিটি শোয়ের ধাঁচে এবার তাঁদের বেছে নেওয়ার আয়োজন শুরু হল। কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে বুধবার ১৮ জন পুলিশকর্মী ও আধিকারিক সেই গানের অনুষ্ঠানের জন্য অডিশন দিয়েছেন। সেখান থেকে বাছাই করা ছয়জন পুলিশকর্মী (সংগীতশিল্পী) উত্তরবঙ্গ ও পরবর্তীতে রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেছেন, 'পুলিশ আইডলের উত্তরবঙ্গ বিভাগের জন্য কোচবিহারে অডিশন হল। অনেক পুলিশকর্মীরই ভালো গান গাওয়ার প্রতিভা রয়েছে। যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তাঁদের প্রতিভাই এবার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উঠে আসবে।'

এদিন কোচবিহার পুলিশ সুপারের কনফারেন্স হলে অডিশন হয়েছে। বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী নজরুল ইসলাম, জ্যোতির্ময় সেন ও মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ি অডিশন নিয়েছেন। কনস্টেবল থেকে শুরু করে ডিএসপি, অনেক পুলিশকর্মী এদিন বিচারকদের সামনে গান গেয়ে শোনান। কেউ গেয়েছেন 'মিলন হবে কতদিনে, আমার মনের মানুষেরই সনে...' আবার কারও গলায় ফুটে উঠেছে আধুনিক বাংলা গান।

অডিশন শেষে এদিনের বিচারক জ্যোতির্ময় সেন বলেছেন, 'দিনরাত কর্মব্যস্ততার ফলে পুলিশকর্মীদের সুপ্ত প্রতিভা বেশিরভাগ সময়ই হারিয়ে যায়। কিন্তু তাঁদের সেই প্রতিভা তুলে আনার জন্য এধরনের অনুষ্ঠান অবশ্যই ভালো উদ্যোগ।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রিয়েলিটি শোয়ের ধাঁচে হওয়া রাজ্যব্যাপী এই গানের প্রতিযোগিতাটি কয়েকটি ধাপে হবে। তার মধ্যে 'নর্থবেঙ্গল চ্যাপ্টারে' অংশ নেবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি। সেখানকার প্রতিযোগিতাটি শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে কোচবিহার জেলার কোন পুলিশকর্মীরা অংশ নেবেন তা বেছে নিতেই এদিন অডিশন হয়।

বর্তমানে রিয়েলিটি শো অত্যন্ত জনপ্রিয়। নানা প্রান্তের প্রতিভা তুলে ধরা হয় সেখানে। সেই শোগুলিতে অংশ নিয়ে কোচবিহারের অনেকেই জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তবে পুলিশের উদ্যোগে কোচবিহারে এধরনের আয়োজন আগে হয়নি বলেই জানাচ্ছেন তাঁরা। পুলিশের এক আধিকারিক বললেন, 'পুলিশকর্মীরা কাজের জন্য সবসময়ই মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। তার মাঝে এধরনের উদ্যোগে সেই চাপ অনেকটাই হালকা হবে।'

তবে রিয়েলিটি শোয়ের মূল পর্বে অংশ নিয়ে কোচবিহারের কোনও পুলিশকর্মী সেরার শিরোপা ছিনিয়ে আনতে পারেন কি না সেদিকেই তাকিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল।

ছবি-এআই

বোহেমিয়ান আরিয়ানে মজে গেল ডুয়ার্স

প্রথম পাতার পর

বরং ভক্তদের উন্মাদনাকে উপভোগই করলেন। নাগালের মধ্যে কার্তিককে পেয়ে পটাপট সেলফি তুলতে শুরু করলেন কয়েকজন। অবশ্য তারপরেই পুলিশ-সিভিক ভলান্টিয়ার আর নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত সরিয়ে দিলেন সকলকে।

বাগ্রাকোট চান্দা কোম্পানি এলাকার গৃহবধূ দেবযানী বসু নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছেন। কার্তিকের সঙ্গে সেলফি তোলার কথা বহুদিন মনে থাকবে তাঁর। কিছুটা মরিয়া হয়েই অনুরোধটা করেছিলেন। কার্তিক যে হাসিমুখে সাড়া দেবেন তা ভাবতেই পারেননি দেবযানী। তবে, রিল লাইফের বাইরে রিয়েল লাইফেও আরিয়ান-শ্রীলীলার রসায়ন নিয়ে রসালো গল্পও শোনা গেল ভিড়ের মধ্যে থেকে।

উত্তরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কিছুটা থমকে গেলেন অনুরাগ। লুপ পুলের বাঁক যে তাঁর মনে ধরেছে, বেশ বোঝা গেল। কার্তিক আর শ্রীলীলাকে ডেকে দেখালেনও। প্রায় তিন ঘণ্টা শুটিংয়ের পর প্যাক আপ হল। চালসার দিকে গাড়ি ছোটানোর সময়েও তিনজনকেই দেখা গেল লুপ পুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে।

চালসার বিলাসবহুল হোটেলে মধ্যাহ্নভোজ সেরে পুরো ইউনিট বিকেলে অনুরাগ পৌঁছে যান মেটেলি-সামসিং সড়কে। সবুজ গালিচার মতো চা বাগান দেখে কিশোরীর মতো উচ্ছ্বাস শ্রীলীলার। নায়িকার উচ্ছলতা ছড়িয়ে গেল জনতার মধ্যেও।

মেটেলি চা বাগানের মধ্যে সরু পিচ রাস্তা লাল রংয়ের ছোট চার চাকার গাড়িতে সওয়ারি নায়ক-নায়িকা। সামসিংয়ের বাসিন্দা সন্ধ্যা প্রধান বাড়ি ফেরার সময় শুটিং দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। চালসা থেকে চলে এসেছিলেন রাখি রায় পাসি। একসময় চিৎকার করে কার্তিককে সেলফির অনুরোধ জানালেন। হাসিমুখে কার্তিক কাছে ডাকতেই নিরাপত্তার ফাঁক গলে তিনি সোজা অভিনেতার পাশে।

শেষ বিকেলে শুটিং ইউনিট পৌঁছে যায় চালসার বাগেটারে। সেখান থেকে নীচের ট্রেন লাইনে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের যাওয়ার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করলেন অনুরাগ। ইফতারের সময় হয়ে যাওয়ায় শুটিংয়ের মধ্যেই একপাশে নমাজ পড়লেন সহকারী ক্যামেরাম্যান রফিক আহমেদ। নমাজ পড়া শেষ হতেই প্যাকআপ। চালসা হোটেলে ফিরল গোটা দল। আগামীকাল সুকনাতে শুটিং করার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁদের।

জরিমানা

প্রথম পাতার পর

আগরওয়ালকে কাছাকাছি কোনও এলাকায় নতুন গাছ লাগানোর অনুমতি দেওয়া হবে এবং কেবল তখনই তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলার নিষ্পত্তি হবে।

সুপ্রিম কোর্ট ২০১৯ সালের একটি আদেশও বাতিল করেছে। ওই আদেশে তাজ ট্রাপিজিয়াম জোনের বনভূমি ও ব্যক্তিগত জমিতে গাছ কাটার জন্য অনুমতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়া হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের লাটাগুড়ির গাছ কাটাতেও সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। রাজ্য সরকার হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল, তিন হাজার নয়, মাত্র ৪১৭টি গাছ কাটার সিদ্ধান্ত হয়েছে। লাটাগুড়ির জঙ্গলের ইকো সেনসিটিভ জোনে বাণিজ্যিক আবাসন নির্মাণ হয়েছে। যার বিরোধিতা করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের মামলাতেও কাজে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। অভিযোগ, ওই সময় জঙ্গলের কোর এলাকায় প্রচুর গাছ কাটা হয়েছিল। ওই মামলা এখনও বিচারাধীন। লাটাগুড়ির পাশাপাশি সেবক থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত এলিভেটেড করিডর তৈরি করার জন্যে রাস্তার দু'ধারে কয়েক হাজার গাছ ইতিমধ্যে কেটে ফেলা হয়েছে। উন্নয়নের নামে শিলিগুড়ি শহরের সেবক রোড, বিধান রোড, স্টেশন ফিডার রোডেও একের পর এক গাছে কোপ দেওয়া হয়েছে। আইন মেনে কোথাও চারা গাছ রোপণ হয়নি। বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের জঙ্গলের কোর এলাকায় গাছ কেটে একের পর এক রিসর্ট তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ি অদূরে নেপালি বস্তিতে জঙ্গলের ভেতর একের পর এক রিসর্ট তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। ওই রিসর্টগুলি তৈরির জন্যে গাছ কাটা হলেও কেউ বাধা দেয়নি। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বুধবার বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকাকে স্বাগত জানাচ্ছি।' কিন্তু প্রশ্ন, ওই রায় উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলকে বাঁচাতে পারবে তো?

বাড়ছে জয়রাইড, আসছে তিনটি নতুন ইঞ্জিন

টয়ট্রেনের হুইসলে ঘুম ভাঙবে পাহাড়ের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ : এবার থেকে সাতসকালেই পাহাড়ে শোনা যাবে কু-ঝিকঝিক শব্দ। সকাল ৭টা ১৫ থেকেই এবার পাহাড়ে ছুটবে খেলনাগাড়ি। পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে এই উদ্যোগ নিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। যে কারণে দার্জিলিংয়ে জয়রাইডের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। আরও পাঁচটি জয়রাইড পাহাড়পথে শুরু করবে ডিএইচআর। ইতিমধ্যে বাড়তি রাইড চালানোর জন্য আরও তিনটি নতুন ডিজেল ইঞ্জিন কেনার টেন্ডার দিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। বেঙ্গালুরুর একটি সংস্থা এই তিনটি ইঞ্জিন তৈরির বরাত নিয়েছে।

মে মাসের শেষ দিকে দুটি নতুন ডিজেল ইঞ্জিন পাহাড়ে এসে পৌঁছাবে। আরও একটি ইঞ্জিন আসবে চলতি বছরের শেষ দিকে। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'তিনটি ডিজেল লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদে ট্রায়াল চলছে। সকাল সাতটার জয়রাইড আমরা শুক্রবার থেকে শুরু করছি। ডিআরএম উদ্বোধন করবেন।'

দীর্ঘদিন আগে পাহাড়ে সকাল সাতটায় টয়ট্রেন চালানো হত। কার্সিয়াং থেকে সকাল সাতটায় ছেড়ে সাড়ে দশটায় দার্জিলিং পৌঁছাত খেলনাগাড়ি। সেই ট্রেনের হুইসলে সকাল শুরু করতেন পাহাড়বাসী। ট্রেনের সময় ধরে পড়ুয়ারা স্কুলে, কর্মীরা অফিসে যেতেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়।

বন্ধ হয়ে যায় সকালের টয়ট্রেন পরিষেবাও। রেল সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই পাহাড়বাসী ডিএইচআরের কাছে সকালের পরিষেবা শুরুর আবেদন জানাচ্ছিলেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে শুক্রবার থেকে ফের পরিষেবা শুরুর পরিকল্পনা নিয়েছে ডিইচআর।

পাহাড়ে জয়রাইড ৮ থেকে বাড়িয়ে ১৩ করা হচ্ছে। তার মধ্যে একটি রাইডের হুইসল বাজবে সকাল সাতটায়। টয়ট্রেনটি ৭টা ১৫-তে স্টেশন ছাড়বে। দার্জিলিং থেকে ঘুম হয়ে ফের দার্জিলিংয়ে ফিরবে ট্রেন। বাকি চারটি রাইডের মধ্যে দুটি দুপুরে এবং দুটি বিকেলে চালানো হবে।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে ডিএইচআর সেকশন পরিদর্শনে আসছেন কাটিহারের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। তিনি প্রথমে দুপুরে কার্সিয়াংয়ে ডিএইচআরের সদর দপ্তরে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এরপর সেখান থেকে চলে যাবেন দার্জিলিংয়ে। শুক্রবার সকাল সাতটায় দার্জিলিং স্টেশনে জয়রাইড উদ্বোধন করবেন তিনি।

> তিনটি ডিজেল লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদে ট্রায়াল চলছে। সকাল সাতটার জয়রাইড আমরা শুক্রবার থেকে শুরু করছি। ডিআরএম উদ্বোধন করবেন।
>
> **ঋষভ চৌধুরী**
> ডিরেক্টর, ডিএইচআর

আলু তোলা নিয়ে বচসা

প্রথম পাতার পর

পথে অভিযুক্ত মোকসেদ আলির পরিবারের লোকজন অন্ধকারের মধ্যে তার পথ আটকে মেয়ের শারীরিক নিগ্রহ করে। মেয়ের চিৎকার শুনে আমরা পরিবারের লোকজন সেখানে যাই। সেই সময় ওরা আমাদের উপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। একজন জখম হয়েছেন। আমাদের বাড়িতে ঢুকে কাগজপত্র টাকাপয়সা নিয়ে যায় এবং জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

সংঘর্ষের খবর পেয়ে রাতেই রাজগঞ্জ থানার আইসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আব্দুল খালেককে গ্রেপ্তার করে। তাঁর লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুকটি বাজেয়াপ্ত করেছে। দু'পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করে তদত শুরু করেছে।

জেল হেপাজত

রাজগঞ্জ, ২৬ মার্চ : দুই নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত প্রৌঢ়কে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালত জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। ন্যক্কারজনক ওই ঘটনায় কঠোর শাস্তির দাবি করেছে দুটি পরিবার।

বিতর্ক স্বাধীনতা দিবসে

প্রথম পাতার পর

তাঁর বাকস্বাধীনতা আছে, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন আছে, ততক্ষণ ভূখণ্ড স্বাধীন হলেও লাভ নেই।' এরপরেই তিনি যা বলেন, বিতর্ক দানা বেঁধেছে তা নিয়ে। সজীবের কথায়, 'আমরা মনে করি, চব্বিশ সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছে।' জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রধান নাহিদ ইসলাম আবার এক বিবৃতিতে বলেন, 'একাত্তর ও চব্বিশ আলাদা কিছু নয়। চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একাত্তরের স্পিরিট পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।' আসিফ, নাহিদদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন জামাত।

দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়াঁ গোলাম পরওয়ার বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ যাঁরা করেছেন এবং সেটার চেতনা ফেরি করে বেড়াচ্ছেন তাঁদের বলব, আপনারা রাজনৈতিক স্বার্থে, ক্ষমতার স্বার্থে দিল্লির কাছে দেশ বিক্রি করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। সেদিন তাই বাংলাদেশের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। যে কারণে চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ বলেছেন, এটা আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা।'

কিন্তু এই বক্তব্যের সঙ্গে একেবারে ভিন্নমত আওয়ামি লিগের পর এখন দেশের সবচেয়ে বড় দল বিএনপি। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, 'জুলাই-অগাস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে স্বৈরাচারকে তাড়িয়ে নতুন আস্বাদ পেয়েছি। অনেকে যাকে বলেন দ্বিতীয় স্বাধীনতা। কিন্তু দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে বাংলাদেশে কিছু নেই। যাঁরা বলেন, তাঁরা আজকের স্বাধীনতা দিবসকে খাটো করতে চান। যাঁরা দ্বিতীয় স্বাধীনতার কথা বলেন, একাত্তরের স্বাধীনতায় তাঁদের কোনও ভূমিকা ছিল না।' আমার বাংলাদেশ পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ভূঁইয়ার (মঞ্জু) বক্তব্য, 'একাত্তর একটা প্রেক্ষাপট, যেখানে ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম। চব্বিশ হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার অর্জনকে পুনঃস্থাপন করার সংগ্রাম।' বার্তা স্পষ্ট, ৫ অগাস্টের পর বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতাকে ইতিহাস বানিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় স্বাধীনতাকে তুলে ধরার প্রয়াস। তবে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব ছিল যে আওয়ামি লিগ, তাদের উপস্থিতিও টের পাওয়া গিয়েছে স্বাধীনতা দিবসে। সাভারে 'মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড' লেখা পতাকা হাতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে যান কয়েকজন। শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর তাঁরা জাতির পিতা শেখ মুজিব, লও লও লও সালাম, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, একাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার, তুমি কে আমি কে, বাঙালি বাঙালি ইত্যাদি স্লোগান ওঠে। তাঁদের ৩ জনকে পরে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের একজন মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম লিগের মহাসচিব সেলিম রেজা। তিনি বলেন, 'আমরা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি, আমরা স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি।' অন্যদিকে, শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিরাজুম মুনীরা কায়ছানকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কায়ছানের বিরুদ্ধে মামলা করার দাবি জানিয়েছে বিএনপি।

টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ নিয়ে বিদ্যালয়ে সমস্যা হচ্ছে। ওঁকে টিচার ইনচার্জ পদ থেকে না সরালে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।' বিদ্যালয়ের কর্মী সুমিত রায় বলেন, 'আমরা পরিচালন সমিতির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে কোনওরকমের আলোচনা না করেই উনি ক্যামেরা লাগিয়েছেন। এবং পরবর্তীতে তাঁকে বারবার বলা সত্ত্বেও তিনি ক্যামেরা খুলছেন না।'

খবর পেয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে কথা বলেন ময়নাগুড়ি (দক্ষিণ) মণ্ডলের স্কুল পরিদর্শক বিবেকানন্দ বর্মন। তিনি বলেন, 'বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যা রয়েছে। পরবর্তীতে বৈঠক করে সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

ব্রাজিলকে চার গোলে চূর্ণ করে জিতল আর্জেন্টিনা

বুয়েনস আয়ার্স, ২৬ মার্চ : কে বলবে লিওনেল মেসি ছিলেন না! আর্জেন্টিনার খেলায় তাঁর অভাব একবারের জন্যও যে চোখে পড়ল না। ব্রাজিলকে অনায়াসেই ৪-১ গোলে হারাল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

মাঠে নামার আগেই ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্রটা পৌঁছে গিয়েছিল শিবিরে। ফলে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে তাদের ম্যাচটা হয়ে দাঁড়ায় মর্যাদা রক্ষার। আর মাঠে নেমে লড়াইটা একতরফাভাবেই জিতল আর্জেন্টাইনরা। প্রথম দুই মিনিটে বল ছুঁতেই পারেনি ব্রাজিল। তখনই ম্যাচের ভবিষ্যৎ কিছুটা হলেও আঁচ করা গিয়েছিল। বাকি সময়ও সেই রেশ বজায় রাখলেন লিওনেল স্কালোনির ছেলেরা।

মাঠে তাঁর মধ্যে সেই তাগিদই দেখা গেল না। আর সেলেকাওদের রক্ষণ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বারবার। বলা ভালো ভাগ্যের জোরে, আর আর্জেন্টিনা ফুটবলারদের ভুলে ব্যবধানটা আরও বাড়েনি। ৭১ মিনিটে কফিনে শেষ পেরেকটি গাঁথলেন জিউলিয়ানো সিমিওনে।

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে এমন জয়কে দলগত খেলার ফসল বলে মনে করছেন স্কালোনি। বলেন, 'আমরা দল হিসাবে খেলেছি বলেই ব্রাজিলকে হারাতে পেরেছি। দারুণ একটা ম্যাচ খেলেছি আমরা।' ব্রাজিল কোচ ডোরিভাল জুনিয়ার অবশ্য বেশ চাপে। হারের দায় কিছুটা নিজের কাঁধেও নিলেন তিনি। বলেছেন, 'আমাদের কোনও পরিকল্পনাই কাজে লাগেনি। তবে মানতে হবে ওরা যোগ্য দল হিসাবেই জিতেছে।' ব্রাজিলে ডোরিভালকে ছাঁটাইয়ের দাবি উঠলেও অধিনায়ক মার্কুইনহোস কোচের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মতে, 'এটা শুধু কোচের ভুলে নয়। ফুটবলারদেরও দায় নিতে হবে।'

> আমাদের কোনও পরিকল্পনাই কাজে লাগেনি। তবে মানতে হবে ওরা যোগ্য দল হিসাবেই জিতেছে।
>
> **ডোরিভাল জুনিয়ার**
> ব্রাজিল কোচ

চতুর্থ মিনিটেই গোল করে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন হুলিয়ান আলভারেজ। এনজো ফার্নান্ডেজ ব্যবধান বাড়ালেন ১২ মিনিটে। ৩৩টি পাসের ফসল তাঁর এই গোল। ২৬ মিনিটে খেলার গতির বিপরীতে গিয়ে ব্রাজিলের হয়ে ম্যাথিয়াস কুনহা একটি গোল শোধ করলেন ঠিকই, যদিও তাতে আর্জেন্টিনার খেলার ধরনে এতটুকুও বদল এল না। পালটা প্রথমার্ধের শেষ দিকে আরও একটি গোল চাপিয়ে দিলেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার।

দ্বিতীয়ার্ধে গোল তুলতে এন্ড্রিক, জোয়াও গোমেজদের নামালেও বাকি সময়ও ছন্নছাড়া ফুটবল খেলল ব্রাজিল। সাম্বার ছন্দটা ধরতেই পারলেন না ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, মার্কুইনহোসরা। ম্যাচের আগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারানোর হুংকার দিয়েছিলেন রাফিনহা। এদিন

আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেওয়া হুলিয়ান আলভারেজকে (৯) জড়িয়ে ধরেছেন থিয়াগো আলমাদা।

হারের হতাশা ঢাকতে মুখ লুকোচ্ছেন ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। বুয়েনস আয়ার্সে বুধবার।

অক্টোবরেই ভারতে মেসিরা

বুয়েনস আয়ার্স, ২৬ মার্চ : সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের অক্টোবরেই ভারতে আসবেন লিওনেল মেসি। তবে মেসি একা নন, গোটা আর্জেন্টিনা দলেরই ভারতে আসার কথা।

এইচএসবিসি ইন্ডিয়ার সঙ্গে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের একটি এক বছরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ওই চুক্তির অংশ হিসেবেই ম্যাচটি আয়োজন করা হচ্ছে। এইচএসবিসি-র তরফেই মেসিদের ভারতে আসার খবরে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, চলতি বছরের অক্টোবরে কেরলে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। কেরলের ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছেন, ২৫ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বরের মধ্যে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। যদিও ফিফার আন্তর্জাতিক উইন্ডো ৬ থেকে ১৪ অক্টোবর ও ১০ থেকে ১৮ নভেম্বর। সেক্ষেত্রে আর্জেন্টিনা দল অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে কীভাবে ভারতে আসবে তা নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

আমার সেঞ্চুরি নিয়ে ভেবো না, বলে দেন শশাঙ্ককে

উলমার-ক্রোনিয়েকে মনে করালেন শ্রেয়স!

আহমেদাবাদ, ২৬ মার্চ : ৯৭ রানে অপরাজিত তখন।

ইনিংসের শেষ ওভার। স্ট্রাইকার প্রান্তে সতীর্থ শশাঙ্ক সিং। অধিনায়কের পরিষ্কার নির্দেশ আমার সেঞ্চুরি নিয়ে ভাবতে যেও না। প্রতিটা বল চালাও। মহম্মদ সিরাজের শেষ ওভারে ২৩ রান তুলে যখন শশাঙ্ক ফিরছেন, তখনও অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার দাঁড়িয়ে ৯৭-তেই।

মাত্র তিন রানের জন্য পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক ম্যাচে সেঞ্চুরি হাতছাড়া। কিন্তু দল আগে, তারপর ব্যক্তিগত রেকর্ড। শ্রেয়সের যে মানসিকতাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছে ক্রিকেট মহল।

১৬ বলে ৪৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলা শশাঙ্ক বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে প্রথম বল থেকেই আমাকে শ্রেয়স বলে দেয়, 'প্রতিটি বলই চালাও। যত পারো বাউন্ডারি মারো। আমার সেঞ্চুরি নিয়ে চিন্তা কোরো না।' আমি ঠিক সেটাই করেছি। বল দেখেছি আর চালিয়েছি।'

আরও দাবি করেছেন, 'ক্রিজে নামার পর স্কোরবোর্ডের দিকে তাকাইনি। বল দেখেছি আর মেরেছি। শ্রেয়স বলার পর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। শেষ ওভারের প্রথম বাউন্ডারির পর দেখি ও ৯৭-এ। বলি আমি ১ রান নিয়ে স্ট্রাইক দিচ্ছি। আইপিএলে ১০০ করা সহজ নয়। কিন্তু ও...। এটা করতে বুকের পাটা লাগে। ক্রিকেট দলগত খেলা হলেও সবার পক্ষে এটা সম্ভব হয় না। শ্রেয়স এরকমই। গত ১০-১৫ বছর ধরে জানি, এখনও বদলায়নি।'

এদিকে শ্রেয়সের নেতৃত্ব, বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে। বিশেষত, ক্রিজে সেট হওয়া জস বাটলার, শেরফানে রাদারফোর্ডদের বিরুদ্ধে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে পেসার বিজয়কুমার ব্যাশককে ব্যবহার মাস্টারস্ট্রোক। যা নিয়ে মজা করে অন্যরকম জল্পনাও শুরু হয়েছে।

গোটা ম্যাচে সঠিক সময়ে বারবার সঠিক পদক্ষেপ। কেউ কেউ তো দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন কোচ-অধিনায়ক জুটি বব উলমার-হ্যান্সি ক্রোনিয়ের 'ইয়ারপিস' বিতর্কের গন্ধও পেলেন! মজার করে বলেও দিচ্ছেন, সব সিদ্ধান্তই কি শ্রেয়সের মস্তিষ্কপ্রসূত? নাকি জোড়া মাথার কামাল? শ্রেয়সের কানে বোধহয় ইয়ারপিস লাগানো ছিল, যার মাধ্যমে কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে সারাক্ষণ আলোচনা চলছিল!

ব্যাশককে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামানো প্রসঙ্গে শ্রেয়সের যুক্তি, শিশির ছিল। স্পিনারদের বল গ্রিপ করতে সমস্যা হত। তাই পেসারকে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত। মারমুখী বাটলারদের আটকে দিয়ে সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করেন ব্যাশক। ডেথে অর্শদীপ সিংয়ের বোলিংও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শ্রেয়সের মতে, রিভার্স সুইং আদায় করে নিয়েছে অর্শদীপ। বলে থুতু ব্যবহারের অনুমতি (করোনার পর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়) কাজ করেছে।

ম্যাচ জেতানো ইনিংসের তৃপ্তি নিয়ে শ্রেয়স বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচে অপরাজিত ৯৭। সত্যি কথা বলতে, এরচেয়ে ভালো অনুভূতি আর কীই বা হতে পারে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এখানকার পরিবেশ, পিচের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। প্রথম বলটাই বাউন্ডারি পাওয়া বিশ্বাস জুগিয়েছিল। কাগিসো রাবাদাকে মারা ছক্কাটা মোমেন্টাম বদলে দেয়। শশাঙ্কও ১৬-১৭ বলে ৪৪ করল।'

গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে পাঞ্জাব কিংসের শশাঙ্ক সিং।

সেরেনাকে নিয়ে স্মৃতিতে জকোভিচ

মায়ামি, ২৬ মার্চ : কাতার ওপেন ও ইন্ডিয়ান ওয়েলস মাস্টার্সে তাড়াতাড়ি বিদায় নিলেও চলতি মায়ামি ওপেনে নির্বিঘ্নেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন নোভাক জকোভিচ। মঙ্গলবার রাতে ৬-২, ৬-২ গেমে হারালেন লরেঞ্জো মুসেত্তিকে। জকোর ম্যাচ দেখতে এদিন গ্যালারিতে ছিলেন হুয়ান মার্টিন ডেল পোত্রো ও প্রাক্তন মার্কিন টেনিস তারকা সেরেনা উইলিয়ামস। গত বছরের ডিসেম্বরে ডেল পোত্রোর বিদায়ি মঞ্চে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিলেন জকো। সেই ম্যাচেও গ্যালারিতে হাজির ছিলেন সেরেনা। যা নিয়ে স্মৃতিতে ভাসলেন নোভাক। এই প্রসঙ্গে সার্বিয়ান তারকা বলেছেন, 'সেদিন আমি একটি ডাউন দ্য লাইন পাসিং শট খেলেছিলাম। তারপর সেরেনার দিকে তাকাই। জিজ্ঞাসা করি, শটটা ঠিক আছে কিনা। ও বলে, হ্যাঁ ঠিকই আছে। সেরেনা যখন ঠিক বলে দিয়েছে, তারমানে অন্যদের থেকে শটটা আমি ভালোই খেলতে পারি।'

জয়রথ ছুটছে ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ২৬ মার্চ : ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগের পয়েন্ট টেবিলে আরও এগোল ইস্টবেঙ্গল। বুধবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে ওডিশার নীতা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিল লাল-হলুদের মেয়েরা। এদিন আরও একবার জোড়া গোল করলেন ইস্টবেঙ্গলের এলসাদাই আচেমপং। বাকি তিন গোল মাউরিন আচেইং, সৌম্যা গুগুলোথ ও সুলঞ্জনা রাউলের। এই জয়ের সুবাদে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান এবং দুই নম্বরে থাকা গোকুলাম কেরালার সঙ্গে চার পয়েন্টের ব্যবধান উভয়ই ধরে রাখল ইস্টবেঙ্গল। তারা ছাড়া এখন খেতাবি দৌড়ে টিকে রইল কেবল গোকুলামই। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে ইস্টবেঙ্গল-গোকুলাম কেরালা লিগের শেষ ম্যাচই খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচ হতে পারে।

ডাগআউটে সুন্দর, অবাক গুগুল সিইও

ব্যাশককে কৃতিত্ব শুভমানের

আহমেদাবাদ, ২৬ মার্চ : ভারতীয় দলের নিয়মিত সদস্য। অথচ, আইপিএল টিমের প্রথম একাদশে সুযোগ হয় না! ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির টিম ম্যানেজমেন্টের যে ভাবনা নতুন নয়। গতকাল পাঞ্জাব কিংস ম্যাচেও গুজরাট টাইটান্সের ডাগআউটেই কাটাতে হয়েছে স্পিন-অলরাউন্ডারকে।

শুভমান গিলদের নেওয়া সিদ্ধান্তে অবাক গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই! এক ক্রিকেটপ্রেমী সামাজিক মাধ্যমে ওয়াশিংটনকে নিয়ে লেখেন, 'ভারতীয় দলের সেরা পনেরোতে থাকে ও। অথচ, দশ দলের আইপিএলের প্রথম এগারোয় জায়গা হয় না!' যে পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় সুন্দর পিচাই লিখেছেন, 'আমিও এই ব্যাপারে অবাক।'

এদিকে, ওয়াশিংটন, গ্লেন ফিলিপসকে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে থাকা নিয়ে বিতর্ক হলেও শুভমান হারের জন্য প্রতিপক্ষ পেসার বিজয়কুমার ব্যাশককে দায়ী করছেন। গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়কের দাবি, ১৫ ও ১৭, দুই ওভারে ব্যাশকের দুর্দান্ত বোলিং পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে দেয়।

২৪৪ রান তাড়া করতে নেমে শেষ ৩৬ বলে ৭২ রান দরকার ছিল গুজরাটের। জস বাটলার-শেরফানে রাদারফোর্ড জুটি ক্রিজে বিধ্বংসী মেজাজে। কিন্তু ব্যাশকের স্পেল অঙ্ক গুলিয়ে দেয়। প্রতিপক্ষের অস্ত্রকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে গিলের দাবি, ম্যাচের ৩৫ ওভার পর্যন্ত রিজার্ভ বেঞ্চে কাটানোর পর মাঠে নেমে চাপের মধ্যে একের পর এক নিখুঁত ইয়র্কার সহজ নয়। ব্যাশক ঠিক সেটাই করে দেখাল। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে ম্যাচে প্রভাব ফেলল।

শুভমান অবশ্য দাবি করছেন, ব্যাটিং এবং বোলিং, উভয় ক্ষেত্রেই তারা সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। গুজরাট অধিনায়কের মতে মাঝে ইনিংস কিছুটা গতিহীনতায় ভুগেছে। পাশাপাশি ডেথ ওভারে পাঞ্জাব ব্যাটারদের বেশি রান দিয়ে ফেলেছিলেন তাঁরা। যা ব্যবধান গড়ে দেয়।

হার দিয়ে শুরু করলেও শুভমানের দাবি, আইপিএল ম্যারাথন লিগ। ঘুরে দাঁড়ানোর সময়-সুযোগ দুটোই মিলবে। পাঞ্জাব ম্যাচে ইতিবাচক থাকার মতো অনেক কিছু মিলেছে। পরবর্তী ম্যাচে যা কাজে লাগাতে পারবেন, বিশ্বাস গুজরাট অধিনায়কের।

শেষ পাঁচ ওভারের জন্য মাঠে এসে ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেওয়া বিজয়কুমার ব্যাশককে প্রশংসায় ভরালেন শুভমান গিল।

শাস্ত্রীর শ্রেয়স-বন্দনায় বিরাট-খোঁচা!

ননস্ট্রাইকারে দাঁড়িয়ে ৯৭ রানে থাকা শ্রেয়স আইয়ারের তারিফ শশাঙ্ককে।

কোচ গম্ভীরকে বাউন্সার সানির

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আপাতত অতীত।

ক্রিকেট বিশ্ব এখন আইপিএল মোড়ে। যদিও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পুরস্কারমূল্য নিয়ে হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকে ঘুরিয়ে কটাক্ষ সুনীল গাভাসকারের। টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পর দলের জন্য ১২৫ কোটি টাকা বোনাস ঘোষণা করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। হেডকোচ হিসেবে যদিও বাকি কোচিং স্টাফদের থেকে বাড়তি পুরস্কার অর্থের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন রাহুল দ্রাবিড়। জানান, বাকিরা যা পাবেন, তিনি তাই নেবেন।

দ্রাবিড়ের প্রসঙ্গ টেনে গম্ভীরের উদ্দেশ্যে গাভাসকারের 'বাউন্সার', চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারতীয় হেডকোচ এরকম কিছু বলেছেন কিনা, তার কানে আসেনি। বর্তমান কোচ গম্ভীর কি উত্তরসূরি দ্রাবিড়কে এই ব্যাপারে অনুসরণ করছেন? চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলের জন্য ৫৮ কোটি টাকা পুরস্কারমূল্য ঘোষণা করে বোর্ড। তবে কে কত পাবেন, তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি।

> একটা সময় ছিল প্রতিপক্ষ শর্টপিচ বলে টার্গেট করত শ্রেয়সকে। এখন সেই বলটাকে ও কাজে লাগাচ্ছে মুনশিয়ানার সঙ্গে।
>
> **কেন উইলিয়ামসন**

গাভাসকার বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপের পর বোর্ড পুরস্কারের অর্থ ঘোষণা করে। তৎকালীন কোচ বাকি কোচিং স্টাফদের থেকে বেশি অর্থ নিতে রাজি হননি। সমান অর্থ নিয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আর্থিক পুরস্কার ঘোষণার পর দিন পনেরো কেটে গিয়েছে। কিন্তু বর্তমান কোচের থেকে সেরকম কিছু এখনও শুনিনি। দ্রাবিড় যা করেছিল তা অনুকরণীয়। বর্তমান কোচও কি সেটাই অনুসরণ করেছে?'

এদিকে, শ্রেয়স আইয়ারের নিঃস্বার্থ ক্রিকেটের প্রশংসায় রবি শাস্ত্রী। শ্রেয়সের যে মানসিকতা বিরাট কোহলিকে ঘিরে পুরোনো বিতর্ক সামনে এনে দিয়েছে। অতীতে শতরান করার জন্য স্ট্রাইক হাতে রাখতে বাড়তি রান নিতে চাননি। শ্রেয়সের ইনিংসের পর বিরাটের পুরোনো যে ভিডিও ভাইরাল।

আর সেই ভাবনায় ইন্ধন জোগাচ্ছে শাস্ত্রীর শ্রেয়স-বন্দনা। ১১৭ ম্যাচ অপেক্ষার পর মেগা লিগের প্রথম সেঞ্চুরির সুযোগ থাকলেও যেভাবে দলকে গুরুত্ব দিয়েছেন, উচ্ছ্বসিত রবি শাস্ত্রী। জানিয়েছেন, ক্রিকেট টিমগেম। প্রত্যেকেরই উচিত শ্রেয়সকে অনুসরণ করা।

শ্রেয়সের প্রশংসায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। প্রাক্তন অধিনায়কের মতে, গত এক বছরে সবচেয়ে উন্নতি করেছে শ্রেয়সই। তিন ফরম্যাটের জন্যই শ্রেয়স প্রস্তুত। মাঝে কিছু বিতর্ক হয়েছে। তারপর যেভাবে উন্নতি করে ফিরে এসেছে, দেখে ভালো লাগছে। কেন উইলিয়ামসন বলেছেন, একটা সময় ছিল প্রতিপক্ষ শর্টপিচ বলে টার্গেট করত শ্রেয়সকে। এখন সেই বলটাকে কাজে লাগাচ্ছে ও মুনশিয়ানার সঙ্গে।

অভিযোগ নেই, সূচিতে ভারসাম্য চান কেন

লন্ডন, ২৬ মার্চ : পরের আন্তর্জাতিক উইন্ডো জুনের ২ থেকে ১০ তারিখ। এদিকে প্রিমিয়ার লিগ সহ ইউরোপের বাকি বড় লিগগুলি শেষ হতে মে মাসের শেষ সপ্তাহ। ৩১ মে আবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল। এদিকে ১৫ জুন শুরু ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। সবমিলিয়ে ঠাসা সূচি। মরশুম শেষেও ফুটবলারদের দম ফেলার সুযোগ নেই। পরিস্থিতি নিজের মতো করেই সামাল দিতে চাইছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি কেন।

কেন বলেছেন, 'আমি ফুটবল খেলতে ভালোবাসি। তাই খেলা নিয়ে আমি কখনোই অভিযোগ করব না। আসলে সকলেই তো খেতাব জিততে চায়।' ইংলিশ অধিনায়ক মনে করছেন, 'ফুটবলারদের বিশ্রামের সুযোগ রয়েছে। তবে সবটাই পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করছে। এটা ক্লাব, কোচ সকলকেই দেখতে হবে। সূচিতেও ভারসাম্য আনা দরকার।'

এদিকে, ইংল্যান্ডের জাতীয় দল আবার ম্যাচ খেলবে জুন মাসে। দলের কোচ টমাস টুচেল তা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। বলেছেন, 'ফুটবলাররা কতগুলি ম্যাচ খেলল তা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। আমি উদ্বিগ্ন এটা ভেবে যে ওরা কোনওসময়ই তিন থেকে চার সপ্তাহের পূর্ণ বিরতি পাবে না। ন্যূনতম তিন থেকে সাড়ে তিন সপ্তাহের জন্য বিশ্রাম দেওয়া উচিত।' ফিফাকে এই বিষয়ে ভাবনাচিন্তার অনুরোধও জানিয়েছেন ইংল্যান্ডের নতুন কোচ টুচেল।

আপুইয়াকে নিয়ে চিন্তা বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ মার্চ : দুপুরে কলকাতায় পৌঁছাতেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মেডিকেল দল বুধবার আপুইয়াকে ডেকে পাঠায় তাঁর চোট পরীক্ষার জন্য। বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি হালকা চোট পান। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে নিয়ে চিন্তায় ম্যানেজমেন্ট। বৃহস্পতিবার তাঁর কী পরিস্থিতি জানা যাবে। মনবীর সিংও প্রথম সেমিফাইনালের আগেই ফিট হয়ে যাবেন বলে শুরুতে মনে হলেও এখন তাঁকে নিয়েও সন্দেহ শুরু হয়েছে। তিনি রিহ্যাব শুরু করলেও অনুশীলন শুরু করেননি। যদিও এদিন এক কর্তা জানালেন, দুই-একদিনের মধ্যে অনুশীলন শুরু করবেন তিনি। জাতীয় দলের বাকি ফুটবলাররা বৃহস্পতিবার থেকে প্রস্তুতিতে নামবেন।

এদিকে, অনুশীলনে যোগ দিলেও পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নুনো রিজ সুপার কাপের আগে ফিট হবেন বলে মনে করছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। তাঁর অ্যাপেন্ডিক্স অস্ত্রোপচার হওয়ায় দেশে ফিরে গিয়েছিলেন নুনো। তিনি দিন দুয়েক হল ফিরে এসেছেন। অনেকেই মনে করছেন যে তাঁকে হয়তো সুপার কাপে নথিভুক্ত করানো হবে। কিন্তু সেটা সম্ভব নাও হতে পারে শেষপর্যন্ত।

কুইন্টনের দাপটে রাজস্থানে রক্তপাত

রাজস্থান রয়্যালস-১৫১/৯
কলকাতা নাইট রাইডার্স-১৫৩/২
(১৭.৩ ওভারে)

গুয়াহাটি, ২৬ মার্চ : দল হিসেবে মাঠে পারফর্ম করতে হলে সেরাটা দিতে হয়। কিন্তু তারপরও সাফল্যের লক্ষ্যে কিছু ‘এক্স’ ফ্যাক্টরের প্রয়োজন হয়। সেই ‘এক্স’ ফ্যাক্টরের খোঁজে বুধবার সকালে কলকাতা নাইট রাইডার্স দল আচমকাই হাজির হয়েছিল গুয়াহাটির ঐতিহ্যশালী কামাখ্যা মন্দিরে। ইডেন গার্ডেন্সে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে জয়ের সরণিতে ফেরার লক্ষ্যে পুজো দিয়েছিলেন আজিঙ্কা রাহানেরা।

সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মিলল। আর সেই আশীর্বাদ এল মইন আলি (২৩/২) ও বরুণ চক্রবর্তীর (৩৩/২) ঘূর্ণির ঘেরাটোপের মাধ্যমে। বরুণ-মইনদের গড়ে দেওয়া মঞ্চে নাইটদের দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনার কুইন্টন ডি কক (৬১ বলে অপরাজিত ৯৭) দেখালেন পিচ মন্থর হতেই পারে। কিন্তু ইনটেন্ট ঠিক থাকলে পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য সমস্যা নয়। নাইট স্পিনারের ম্যাজিকের পর কুইন্টনের ব্যাটে রাজস্থানের ১৫১/৯-এর চ্যালেঞ্জ অনায়াসে পার করে ১৫ বল বাকি থাকতে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কুইন্টন শোয়ের ধাক্কায় রক্তপাত ঘটল রাজস্থান শিবিরে।

ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার মইনের রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলার কথাই ছিল না। আচমকা সুনীল নারায়ণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সুযোগ আসে মইনের কাছে। গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠের মন্থর ও কিছুটা স্পিন সহায়ক বাইশ গজে সেই সুযোগ দারুণভাবে কাজে লাগালেন তিনি। কেকেআরের দুই স্পিনার মইন-বরুণের ঘূর্ণির সৌজন্যেই টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে কখনই স্বস্তিতে ছিল না রাজস্থান। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে রাজস্থানের সংগ্রহ ১৫১/৯। চলতি আইপিএলের সবচেয়ে কম রান।

সকাল থেকেই উৎসবের মেজাজ গুয়াহাটিতে। কেকেআর বনাম রাজস্থানের ম্যাচ নিয়ে উন্মাদনা ছিল নজরকাড়া। সঙ্গে অপেক্ষা ছিল যদি শাহরুখ খান হাজির হন মাঠে। বাজিগর শেষ পর্যন্ত গুয়াহাটিতে হাজির হননি। কিন্তু তাঁর দল প্রথম ম্যাচের ব্যর্থতা কাটিয়ে ‘চ্যাম্পিয়নের’ মতোই ঘুরে দাঁড়াল। প্রমাণ করে দিল, চ্যাম্পিয়নদের ইগো কত মারাত্মক হতে পারে। বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে নাইটদের মূল সমস্যা হয়েছিল বোলারদের লেংথ। আজ ভুল শুধরে নিয়ে স্পেনশার জনসন (৪২/১), বৈভব অরোরা (৩৩/২), হর্ষিত রানারা (৩৬/২) ভালো বোলিং করেছেন। পিচের গতি মন্থরতাও কাজে লাগিয়েছেন। বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠের মন্থর বাইশ গজে বল পড়ে এতটাই থমকে আসছিল যে, নাইট বোলারদের কাজটা এমনিতেই সহজ হয়ে গিয়েছিল। নাইটদের দুই স্পিনার বরুণ-মইনও বর্ষাপাড়ার বাইশ গজকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়ে গতির হেরফের ঘটিয়ে রাজস্থান ব্যাটিংয়ে রক্তপাত ঘটিয়েছেন। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে বোলারদের জয়ের মঞ্চ গড়ে দেওয়ার পরও নাইট টিম ম্যানেজমেন্টকে তাড়া করছে অপ্রিয় একটি বিষয়। আন্দ্রে রাসেলকে দিয়ে বল করানো হচ্ছে না কেন? ইডেনে আরসিবি ম্যাচেও ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডারকে বল হাতে দেখা যায়নি। আজ রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচেও বল করেননি দ্রে রাস। কেন? জবাব আপাতত না থাকলেও প্রশ্নটা কিন্তু প্রবলভাবে সামনে আসছে।

কেকেআরের বোলাররা যেমন তাঁদের ভুল শুধরে নিয়েছেন। তেমনই ব্যাটাররাও ছন্দে ফিরেছেন। আরসিবি ম্যাচে দলের ভঙ্গুর মিডল অর্ডার নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। আজ কাটল সেই সংশয়। কুইন্টনের সঙ্গে ওপেন করতে নেমে মইন ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট হয়ে যান। পরে তিন নম্বরে নেমে অধিনায়ক রাহানে বড় রান না পেলেও তাঁর সেরাটা দিয়েছেন। চার নম্বরে নাইটদের তরুণ তুর্কি অঙ্গকৃশ রঘুবংশীও (১৭ বলে অপরাজিত ২২) প্রমাণ করেছেন তাঁর ইনটেন্ট।

কঠিন বাইশ গজে নাইটদের দুর্দান্ত বোলিংয়ের মধ্যেই সঞ্জু স্যামসন (১১ বলে ১৩), যশস্বী জয়সওয়াল (২৪ বলে ২৯), অধিনায়ক রিয়ান পরাগরা (১৫ বলে ২৫) সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। প্রাক্তন নাইট নীতীশ রানা (৮) রান পাননি। শেষদিকে ধ্রুব জুরেল (২৮ বলে ৩৩) ব্যাট হাতে পিচের চরিত্র বুঝে কিছু ইম্প্রোভাইজ শট খেলে রাজস্থান ইনিংসকে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। লাভ হয়নি। মন্থর পিচে সিমরন হেটমায়ার (৭) চেষ্টা করেও বড় শট খেলতে ব্যর্থ। চলতি আইপিএলে যেখানে প্রায় সব ম্যাচেই নিয়মিতভাবে ১৮০-২০০ বা তার বেশি রান হচ্ছে, বোলারদের বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে প্রতিযোগিতা। সেখানে বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠের এমন পিচ নিয়ে সমালোচনা হবে নিশ্চিতভাবেই।

অনায়াসে রাজস্থানের দখল নেওয়ার পর ৩১ মার্চ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের আগে আপাতত নাইট সংসারে প্রাপ্তির অভাব নেই। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি কুইন্টনের ফর্ম। যা নিশ্চিতভাবেই নাইট সংসারে আগামীর সঞ্জীবনী সুধা হতে চলেছে।

অর্ধশতরানের পর কুইন্টন ডি কক। বুধবার গুয়াহাটিতে।

রিয়ান পরাগকে ফিরিয়ে আজিঙ্কা রাহানের সঙ্গে সেলিব্রেশনে বরুণ চক্রবর্তী।

অসুস্থ নারায়ণ, পরিবর্ত মইন

গুয়াহাটি, ২৬ মার্চ : কারও মতে ধাক্কা। কেউ বলছেন, দলের শক্তি ও গভীরতা অনেকটা কমে গেল!

গতকাল গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন করেছিলেন। আর বুধবার আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন সুনীল নারায়ণ। শুধু অসুস্থ হয়ে পড়াই নয়, রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলাও হল না কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম ভরসা নারায়ণের। তাঁর বদলে নাইটদের জার্সিতে আজ অভিষেক হল মইন আলির।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ গুয়াহাটির টিম হোটেল থেকে যখন আজিঙ্কা রাহানেরা বেরিয়ে টিম বাসে উঠছিলেন, তখন সেই তালিকায় ছিলেন না নারায়ণ। সেই সময় বিষয়টা বোঝা যায়নি। কিছু পরে বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে যখন নাইটদের টিম হার্ডল চলছিল, তখন সেখানে আচমকাই দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো কেকেআরের টুপি তুলে দেন মইনের হাতে। শুরু হয় নারায়ণকে নিয়ে জল্পনা। কারণ, তিনি মাঠে ছিলেন না। সামান্য সময় পর টসে জিতে কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে জানিয়ে দেন, নারায়ণ অসুস্থ। তাই রাজস্থান ম্যাচ তিনি খেলছেন না। তাঁর পরিবর্তে মইন খেলছেন।

নারায়ণের অসুস্থতার খবর সামনে আসার পরই শুরু হয় জল্পনা। আগামীকালই গুয়াহাটি থেকে মুম্বই উড়ে যাবে কেকেআর। ৩১ মার্চ সেখানে পরবর্তী ম্যাচ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে। তার আগে নারায়ণ ফিট হবেন তো? তাঁর ঠিক কী হয়েছে? কোনও প্রশ্নেরই সঠিক জবাব মেলেনি রাত পর্যন্ত। ফলে নারায়ণকে নিয়ে বেড়েছে ধোঁয়াশা। পরিসংখ্যান বলছে, শেষ চার বছরের মধ্যে কেকেআরের জার্সিতে অসুস্থতার কারণে কোনও ম্যাচ তিনি মিস করেননি। কেকেআর জার্সিতে নারায়ণের পরিবর্তে মইন ম্যাচের সপ্তম ওভারে বল করতে এসে খারাপ করেননি। জোরের উপর অফস্পিনের সামনে যশস্বী জয়সওয়াল, রিয়ান পরাগদের সতর্ক থাকতে দেখা গিয়েছে। নিজের দ্বিতীয় ওভারে যশস্বীকে তুলে নেন মইন (৪-০-২৩-২)। পরে মইনের স্পিনে বোকা বনে যান নীতীশ রানাও (৮)। কিন্তু তারপরও নারায়ণকে নিয়ে জল্পনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

কেকেআরের সাফল্যের পথে নারায়ণ যে দলের বড় ভরসা, সে কথা কারও অজানা নয়।

মঙ্গলবারও নেটে বোলিং করতে দেখা গিয়েছিল সুনীল নারায়ণকে।

বাড়তি চ্যালেঞ্জ অনুভব করেননি ডি কক

গুয়াহাটি, ২৬ মার্চ : টেস্ট ছেড়েছেন ২০২১ সালে। একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ২০২৩ সালে। এখন নিয়মিত ক্রিকেটের মধ্যেও নেই তিনি।

কিন্তু তারপরও রাতের বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সি গায়ে কঠিন পিচে ১৫১ রান তাড়া করতে নেমে কুইন্টন ডি কক করলেন ৬১ বলে অপরাজিত ৯৭। শতরান পাননি। কিন্তু কেকেআরের জয় নিশ্চিত করার পাশে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। তাঁর ব্যাটিং তাণ্ডবে রাজস্থান রয়্যালসের রক্তপাত ঘটে গিয়েছে। ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিয়ে কুইন্টন অদ্ভুত রকমের শান্ত। এমন মনোভাব নিয়েই তিনি বলেছেন, ‘সুযোগ পেয়েছিলাম। ভালো লাগছে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পেরে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দুটো ফরম্যাটে এখন আমি খেলি না। কিন্তু তার জন্য বাড়তি কোনও চ্যালেঞ্জ অনুভব করিনি আজ। নিজের কাজটা জানতাম। সেটাই করেছি।’

ইডেনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের যন্ত্রণা ছিল। উপরি হিসেবে আজ সকালে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়া সুনীল নারায়ণের অনুপস্থিতি ঢাকার চ্যালেঞ্জও ছিল। ব্যাট হাতে অনায়াসে সব কাজ সফলভাবে করার পর কুইন্টন বলছেন, ‘কেকেআরের হয়ে এটা আমার দ্বিতীয় ম্যাচ। আজ আমাদের পরে ব্যাটিং করতে হওয়ার কারণে কিপিং করার সময়ই পিচ বুঝে নিতে পেরেছিলাম। ব্যাটিংয়ের সময় তাই পরিকল্পনা করে রান করতে সমস্যা হয়নি। আমরা জয়ে ফিরতে চেয়েছিলাম। সেটাও আজ দারুণভাবে হল।’

মইন-বরুণের প্রশংসায় রাহানে

ডি ককের ব্যাটে ভর দিয়ে আট উইকেটে অনায়াস জয় নিশ্চিত হওয়ার আগে বল হাতে দলের দুই স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ও মইন আলি রাজস্থান শিবিরে মূল ধাক্কাটা দিয়েছিলেন। ম্যাচ জয়ের পর দলের দুই স্পিনারকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে বলেছেন, ‘বোলাররা দারুণ বল করেছে। বিশেষ করে পাওয়ার প্লে-র সময় দুর্দান্ত বোলিং হয়েছে আমাদের। দুই স্পিনার যেমন ভালো করেছে, বাকিরাও সেরাটা দিয়েছে। দলের মিডল অর্ডার ব্যাটিংও আজ ভালো হয়েছে।’

আইপিএলে আজ

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
বনাম
লখনউ সুপার জায়েন্টস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

সেইফার্টের ১০ ছক্কায় হার পাকিস্তানের

ওয়েলিংটন, ২৬ মার্চ : টি২০ সিরিজ আগেই জিতে নিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। পঞ্চম ম্যাচেও পাকিস্তানকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ জয়ের ব্যবধান তারা নিয়ে গেল ৪-১-এ। পাক বোলারদের বিড়ম্বনা বাড়িয়ে ওপেনার টিম সেইফার্ট ১০ ছক্কায় কিউয়িরা ৬০ বল বাকি থাকতে ২ উইকেটে ১৩১ রান তুলে নেয়। ৩৮ বলে ৯৭ রান নিয়ে সেইফার্ট অপরাজিত থেকে যান। তাঁর সঙ্গে ওপেন করতে নেমে ফিন অ্যালেন (২৭) ৬.২ ওভারে ৯৩ রানের জুটি গড়েন। এর আগে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নামা পাকিস্তানকে ১২৮/৯ স্কোরে আটকে দেন জেমস নিশাম (২২/৫)। ৫২ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই পাকিস্তান ব্যাকফুটে চলে যায়। সেখান থেকে অধিনায়ক সলমন আলি আঘার (৩৯ বলে ৫১) লড়াইয়ে একশোর গণ্ডি পেরোয় তারা। তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেন শাদাব খানও (২৮)। যদিও সেইফার্টের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে তা ধোপে টেঁকেনি।

কোচ গম্ভীরকে বাউন্সার সানির

অক্টোবরেই ভারতে মেসিরা

-খবর এগারোর পাতায়

হেড-ঈশানদের সামনে পরীক্ষা ঋষভ ব্রিগেডের

হায়দরাবাদ, ২৬ মার্চ : এবারের আইপিএলে তিনশো স্কোর কি দেখা যাবে? বৃহস্পতিবার অঘোষিত যে লক্ষ্যকে সঙ্গে নিয়ে ফের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ২০২৪ সালে ২৮৭ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল অরেঞ্জ ব্রিগেড। পঁচিশের শুরুটাও ধামাকাদার। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে শুরুর ম্যাচে ২৮৬।

আগামীকাল যে মেজাজকে সঙ্গে নিয়ে ফের মাঠে কাব্যা মারানের সানরাইজার্স। আবারও তিনশোর প্রত্যাশা নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ বিস্ফোরক ট্রাভিস হেড, ঈশান কিষানদের দিকে। বৃহস্পতিবার নিজামের শহরে রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে যে চ্যালেঞ্জের মুখে ঋষভ পন্থের লখনউ সুপার জায়েন্টস।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে হেরে অভিযান শুরু করেছে লখনউ। জেতা ম্যাচ হাতছাড়ার আক্ষেপ নিয়ে ভাইজাগ থেকে হায়দরাবাদে পা রেখেছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। মাথায় একঝাঁক চিন্তা। দিল্লি ম্যাচে নিকোলাস পুরান, মিচেল মার্শ সফল। যদিও অধিনায়ক ঋষভ পন্থ সহ ভারতীয় ব্রিগেড চূড়ান্ত ফ্লপ।

চিন্তার মূল জায়গা অবশ্য বোলিং। মায়াঙ্ক যাদব, আকাশ দীপ সহ একাধিক পেসারের চোটে বোলিং কম্বিনেশন গড়তে গিয়ে হিমসিম হাল। কিছুটা স্বস্তি আবেশ খানের ম্যাচ-ফিট হওয়া। এনসিএ-র তরফে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। বোলিংয়ের হাল ফেরাতে আগামীকাল সম্ভবত প্রিন্স যাদবের জায়গায় আবেশ।

কিন্তু তাতে কি সমস্যা মিটবে? থামানো যাবে হেড, অভিষেক, ঈশান, হেনরিচ ক্লাসেনদের? জাস্টিন ল্যাঙ্গার, ঋষভদের বোলিং স্ট্র্যাটেজি কতটা সফল হয়, তার ওপর মূলত নির্ভর করবে দলের ভাগ্য। শার্দূল ঠাকুরের ওপেনিং স্পেলের সঙ্গে স্পিনজুটি শাহবাজ আহমেদ, রবি বিষ্ণোইয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

‘ট্রাভিষেক’-এর (ট্রাভিস হেড ও অভিষেক শর্মা) দুর্দান্ত শুরুর পর ঈশানের মারকাটারি শতরান। ম্যাচ জিতিয়ে ঈশানের হুংকার, এই রকম আরও ইনিংস খেলতে চান। কাল যা আটকানো অন্যতম লক্ষ্য থাকবে লখনউ বোলারদের।

পালটা জবাবের রসদ অবশ্য রয়েছে লখনউয়ের কাছেও। পুরান, মার্শ, ঋষভ, ডেভিড মিলাররাও রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামের পাটা পিচ ও ছোট বাউন্ডারিতে বাজিমাত করার ক্ষমতা রাখেন। দিল্লি ম্যাচে ভালো শুরু করেছিল লখনউ। কিন্তু শেষ ৭-৮ ওভারে রানের গতি কমে যাওয়া বিপক্ষে যায়। আগামীকাল যে ত্রুটি শুধরোতে হবে।

প্যাট কামিন্স, মহম্মদ সামি, অ্যাডাম জাম্পা সমৃদ্ধ হায়দরাবাদ বোলিং যার সদ্ব্যবহার করতে চাইবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হোম ম্যাচে হায়দরাবাদ টিম প্রথমে ব্যাটিং পেলে স্কোরটাকে প্রতিপক্ষের নাগালের বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। যে আগ্রাসনে ব্রেক লাগাতে বুদ্ধিদীপ্ত, নিয়ন্ত্রিত বোলিং দরকার। শুধু ঈশানকে আটকালে হবে না। কাঁটা একাধিক। কাকে ছেড়ে কাকে ধরবেন? উত্তর বোধহয় নেই লখনউ থিংকট্যাংকের কাছেও।

অতীত অবশ্য নবাবের শহরের পক্ষে। ৪ সাক্ষাৎকারে লখনউ জিতেছে তিনবার, একবার জয়ী হায়দরাবাদ। আগামীকাল? উত্তর সময়ের হাতে।

ট্রাভিস হেডের শতরানের সেলিব্রেশন নেটে নকল করলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্যাট কামিন্স।

হংকং ম্যাচের আগে হতে পারে লম্বা শিবির

আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে : মানোলো

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ মার্চ : এখনই সব আশা শেষ হয়ে গেল, এমনটা ভাবছেন না। কিন্তু বাংলাদেশের বিপক্ষে মঙ্গলবারের ম্যাচের পর ভারতীয় ফুটবল অন্তত দুই-তিন কদম পিছিয়েই গেল বলে মনে করছেন হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজ।

১৯ মার্চ মালদ্বীপকে প্রীতি ম্যাচে ৩-০ গোলে হারানোর পর মনে হচ্ছিল, ভারতের লম্বা সময় জয়হীন থাকার হতাশা সম্ভবত কাটতে চলেছে। কিন্তু ওই ম্যাচের সঙ্গে যে সরকারি আন্তর্জাতিক ম্যাচের বিস্তর ফারাক, সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশের বিপক্ষেই। ফিফা ক্রমতালিকায় ৫৯ ধাপ পিছিয়ে থাকা দলের বিপক্ষে শুধু গোলশূন্য ড্র নয় সুনীল ছেত্রীদের পারফরমেন্স এতই নিম্নমানের যে কোচ নিজেই সাংবাদিকদের সামনে এসে নিজের হতাশা লুকোতে পারেননি। বরং তিনি বলেই ফেলেন, ‘সম্ভবত আমি আমার জীবনের কঠিনতম সাংবাদিক সম্মেলন করছি। কারণ আমার মস্তিষ্কে যা চলছে তার সবটা আমি সর্বসমক্ষে বলতে পারব না।’ সত্যি কথা বলার ব্যাপারে তাঁর সুনাম বা দুর্নাম রয়েছে। এর আগে হায়দরাবাদ এফসি-র কোচ থাকার সময়ে দল খারাপ খেললে একবার তিনি বলেছিলেন, ‘ক্লাবের মালিক হলে আমি এই মুহূর্তে ফুটবলারদের তো বটেই, কোচকেও ছাঁটাই করতাম।’ মঙ্গলবার রাতেও তিনি বলে ফেলেন, ‘প্রত্যেকের পারফরমেন্স অত্যন্ত খারাপ। যার মধ্যে কোচও আছে।’ এই প্রসঙ্গেই মানোলো মেনে নেন যে, ‘আমি হায়দরাবাদে মাত্র একটা দিন অনুশীলন করিয়েই মরিশাসের বিপক্ষে জাতীয় দলের কোচ হিসাবে কাজ শুরু করি। তারপর থেকে প্রতি ম্যাচে আমরা উন্নতি করেছি। কিন্তু এদিনের ম্যাচ আমাদের আরও দুই কী তিন ধাপ পিছিয়ে দিল।’

এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম ম্যাচের শুরু থেকেই ভুল করতে শুরু করেন ফুটবলাররা। বিশাল কেইথের একটা মিস ক্লিয়ারেন্স থেকে মুজিবর জনি বল পেয়ে যান। যা থেকে সৌভাগ্যক্রমে গোল হয়নি। এরপরেও একই ভুল বারবার হয়েছে। মানোলোর মন্তব্য, ‘অভিজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার প্রশ্নই এখানে আসে না। প্রশ্নটা হল, এখানে কী মানসিকতা নিয়ে তুমি মাঠে নামছ। শুধু গোলরক্ষকই নয়, এখানে প্রত্যেকে ভুল করেছে। ম্যাচের একমাত্র পজিটিভ দিক হল, আমরা পয়েন্ট পেয়েছি।’ তবু তিনি আলাদা করে লিস্টন কোলাসোর প্রশংসা করে বলেছেন, ‘একমাত্র লিস্টনই প্রতিপক্ষকে সমস্যার ফেলার চেষ্টা করছিল।’ একইসঙ্গে আরও বলেছেন, ‘দলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার নেই চোটের জন্য। কিন্তু এটা বলে খারাপ খেলার অজুহাত দেওয়া যাবে না। দল ভালো খেললেও উন্নতির জায়গা থাকে। আর আমরা খারাপই খেলেছি। তাই আরও অনেক উন্নতি দরকার।’

গ্রুপ শীর্ষে থাকা দলই একমাত্র এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। গ্রুপে ক্রমতালিকায় থাকা সবথেকে নীচের দলের বিপক্ষেই ভারত পয়েন্ট নষ্ট করায় যার উপরে প্রশ্নচিহ্ন পড়ে গেল। মানোলো এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘আমাদের আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে।’ ভারত আবার জুন মাসের ১০ তারিখ পরবর্তী ম্যাচ খেলবে হংকংয়ের বিপক্ষে তাদের মাঠে। তার আগেই ভারতের মরশুম সুপার কাপ হয়ে শেষ হয়ে যাবে বলে সেসময় লম্বা শিবির করার কথা ফেডারেশনকে জানাবেন মানোলো। এদিনই শিলং ছাড়ল দল। কোচ ও কয়েকজন ফুটবলার ক্লাব দলে যোগ দিচ্ছেন আইএসএলের নক আউট খেলতে।

বাংলাদেশ ম্যাচ শেষে মানোলো মার্কুয়েজ। শিলংয়ে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন শিলিগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা অমিত কুমার সিনহাল - কে 23.12.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87G 08515 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে প্রথম পুরস্কারের এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ অর্থ জেতার পর আমার আনন্দ প্রকাশ করার মতো ভাষা ছিল না। এটা অবশ্যই জীবনের কোনও ছোট জিনিস নয়। ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারি প্রতিটি ব্যক্তিকে কোটিপতি হওয়ার জন্য ক্রমাগত সুযোগ প্রদান করছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের খেলা

শিলিগুড়ি দল রওনা আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ : হুগলির ভদ্রেশ্বরে ২৮ থেকে ৩০ মার্চ সিনিয়ার আন্তঃ জেলা খো খো-র জন্য পুরুষ ও মহিলা গঠিত হয়েছে। উভয় দল বৃহস্পতিবার রওনা হবে। শিলিগুড়ি মহকুমা খো খো সংস্থার সচিব ভাস্কর দত্তমজুমদার ঘোষিত পুরুষ দলে রয়েছেন সঞ্জিত মহন্ত (অধিনায়ক), অন্নু কুমার পাসোয়ান, বিজয় কুমার মাহাতো, সৌরভ রায়, জিৎ সরকার, প্রদীপ রায়, ঋজু মণ্ডল, সঞ্জিত ঘোষ, জীবেশ্বর দাস, দেব দাস মহম্মদ মেহবুব ও জয় দাস। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে সঞ্জয় বিশ্বাস ও দিলীপ বড়ুয়া। অফিসিয়াল হিসাবে যাবেন পলাশ পাল ও দিলীপ রায়।

মহিলা দলটি এই রকম : শেফালি মুন্ডা (অধিনায়ক), দিয়া বর্মন, পূর্বা রায়, অর্পিতা দাস, ললিতা রায়, দীপ্তি রায়, ধার্মিষ্ঠা রায়, সঙ্গীতা বর্মন, অনিন্দিতা বর্মন, ধৃতি বর্মন, কল্পনা বর্মন ও অনিন্দিতা রায়। কোচ ও ম্যানেজার জুলি দাস ও টিঙ্কা সরকার।

অসমে চ্যাম্পিয়ন দাদাভাই ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ : অসমের গোয়ালপাড়ায় দারাংগিরি আঞ্চলিক উন্নয়ন সমিতির মহিলাদের টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব। বুধবার ফাইনালে তারা ৮ উইকেটে হারিয়েছে দারাংগিরি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। প্রথমে দারাংগিরি ১৮.৩ ওভারে ১৪৮ রানে অল আউট হয়। তাদের সর্বাধিক ৮৬ রান নাজমা সুলতানার। নিয়তি গিরি ২৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। শ্রেয়া সরকার ৩১ ও মল্লিকা রায় ৩৫ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে দাদাভাই ১৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয়। মর্জিনা খাতুন ৪৫ বলে করেন ৬০ রান। অবন্তিকা রায় ২৩ বলে ৩৫ রানে অপরাজিত থাকেন।

৬ উইকেট ধনঞ্জয়ের

জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ : জেলা সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সুপার সিক্সে বুধবার নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাগার ৫৬ রানে টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে নেতাজি ৩৪ ওভারে ১৪৬ রানে অল আউট হয়। শুভম সরকার ৫৭ রান করেন। পাপু সাহা ২৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে টাউন ৩০ ওভারে ৯০ রানে গুটিয়ে যায়। ধনঞ্জয় মিশ্র ২৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা ধনঞ্জয় দেবনাথ ২ রানে দখল করেন ৬ উইকেট।